NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন
EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

২ বাংলায় কমছে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা, দাবি রাজ্য সরকারের

মন্ত্রীর গাড়িতে ধাক্কা, দুর্ঘটনা না কি পরিকল্পিত আঘাত, তদন্তে পুলিশ ২

কলকাতা ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ১৫ ভাদ্র ১৪৩২ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ৮৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 01.09.2025, Vol.19, Issue No. 83, 8 Pages, Price 3.00

মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করুন, দাবি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা কার্যালয় থেকে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী চাকরি-দুর্নীতির ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ দাবি করেন। তিনি বলেন, 'যেখানে রাজ্য সরকার নিজে দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ ভাবে চাকরি দিয়েছে, সেখানে একজনও যদি অবৈধ নিয়োগ হয়, তা হলে রাজ্যের সরকারের দুর্নীতি প্রমাণিত। তাই মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করুন, ফের নির্বাচনে যান। নির্বাচনে জনগণ ঠিক করবে কাকে মসনদে বসাবে।' শুভেন্দু আরও বলেন, '২০২২ সাল থেকে আদালতের লড়াইয়ে যে দুর্নীতির আংশিক তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, তার জন্য মহাদাগি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দায়ী। তাঁর মদতেই এই দুর্নীতি হয়েছে। তাই আমি তাঁর পদত্যাগ ও আদালতের পর্যবেক্ষণে কোনও এজেন্সিকে দিয়ে তদন্ত করিয়ে আইনানুগ শাস্তির দাবি করছি।'

এর আগে রবিবার নিজের নির্বাচনী কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত' কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়ে এসএসসি দুর্নীতি নিয়ে বিস্ফোরক আক্রমণ শানান শুভেন্দু অধিকারী। চাকরি চুরির ঘটনায় শনিবার প্রকাশিত হওয়া অযোগ্য প্রার্থী তালিকার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'এত বড় মহাদাগি আমি প্রথমবার দেখলাম। সুপ্রিম কোর্টের একের পর এক নির্দেশের পরেও রাজ্য সরকার সময় নষ্ট করেছে, শুনানির তারিখ পিছিয়েছে। এতে স্পষ্ট হয়েছে, স্বচ্ছ নিয়োগ নয়, দুর্নীতি ঢাকাই এদের লক্ষ্য।' শুভেন্দু অভিযোগ করেন, 'ওএমআর শিট ট্যাম্পারিং, র‍্যাঙ্ক জাম্পিং, আউট-অফ-প্যানেল- চার প্রকারে অবৈধ ভাবে চাকরি পাওয়া লোকেদের সুপ্রিম কোর্ট বাদ দিয়েছে। রিভিউ পিটিশন খারিজ করেছে। স্পষ্ট জানিয়েছে, যারা বেআইনি ভাবে চাকরি পেয়েছে, তাদের চাকরি যাবে। অথচ সরকার আজও দায় স্বীকার না করে ধামাচাপা দিতে ব্যস্ত।'

'চিহ্নিত অযোগ্যে'র তালিকায় বিধায়কের পুত্রবধূ, কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে প্রকাশিত হয়েছে এসএসসির দাগি অযোগ্য প্রার্থীদের তালিকা। তালিকায় এক ঝটকায় প্রকাশ পেয়েছে ১৮০৪ জন দাগি অযোগ্য প্রার্থীর নাম। পরে রাতে যোগ হয় আরও দু'জনের নাম। আর এই তালিকা সামনে আসতেই শাসক দলের অন্দরমহলে শুরু হয়েছে প্রবল অস্বস্তি। কারণ, তালিকায় উঠে এসেছে একের পর এক তৃণমূল নেতা-নেত্রীর নাম, এমনকী, তাঁদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের নামও। নিয়োগ দুর্নীতির শিকড় কতটা গভীরে গিয়েছে, তার প্রকৃত ছবি যেন এ তালিকাই তুলে ধরল।

তালিকায় নাম এসেছে হুগলির খানাকুলের তৃণমূল নেত্রী সাহিনা সুলতানার। তিনি শুধুমাত্র সাধারণ নেত্রী নন, পরপর তিনবার জেলা পরিষদের সদস্যা এবং ২০১৩ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ছিলেন শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ। অভিযোগ, এই সময়েই তিনি এসএসসি-র মাধ্যমে চাকরি পান। প্রথমে বাঁকুড়ার এক স্কুলে নিয়োগ হলেও, পরে খানাকুলের রাজহাটি-বন্দর হাইস্কুলে বদলি হন। স্থানীয়দের অভিযোগ, জেলা পরিষদের কাজে ব্যস্ত থাকার অজুহাতে স্কুলে যেতেন না সাহিনা। শুধু তাই নয়, তালিকায় নাম এসেছে সাহিনার ভাই মইনুল হকের স্ত্রী নমিতা আদকেরও। বিরোধীদের বক্তব্য, এটাই প্রমাণ করছে নিয়োগ দুর্নীতি কতটা পরিবারতান্ত্রিক ছিল।

তালিকার ৬৪৭ নম্বরে নাম রয়েছে রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কুহেলি ঘোষের। প্রাথমিক শিক্ষিকা হিসেবে চাকরি পেয়ে পরে হাইস্কুলে বদলি হয়েছিলেন তিনি। তালিকায় নিজের নাম দেখে কুহেলি জানিয়েছেন, সোমবার ফের কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করবেন। তাঁর সাফ কথা , 'আমি নিয়ম মেনেই চাকরি পেয়েছি। সিবিআইকে চ্যালেঞ্জ করেছিলাম, ডাকলে যাব। এখনও পর্যন্ত কোনও তদন্ত সংস্থা ডাকেনি।' হুগলির প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য ও খানাকুলের শক্তিশালী তৃণমূল নেতা বিভাস মালিকের নাম রয়েছে তালিকার ৩১৬ নম্বরে। শুধু তিনিই নন, তালিকায় রয়েছে তাঁর স্ত্রী সন্তোষী মালিকের নামও (ক্রমিক ১৩৩২)। রাজ্য-রাজনৈতিক মহলের কটাক্ষ , এ যেন পারিবারিক নিয়োগ শিল্প! তালিকায় সবচেয়ে চর্চিত নাম, পানিহাটির তৃণমূল বিধায়ক তথা বিধানসভার মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষের পুত্রবধূ শম্পা ঘোষ। তালিকার ১২৬৯ নম্বরে তাঁর নাম। সূত্রের খবর, তিনি নৈহাটির এক স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। তবে এ বিষয়ে মুখ খুলতে চাননি শম্পা। বলেছেন, 'এখন আমি কোনও মন্তব্য করব না।'

স্বাভাবিক ভাবেই তালিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিরোধীরা আরও সুর চড়িয়েছে। তাদের বক্তব্য, এই তালিকা প্রমাণ করছে নিয়োগ দুর্নীতি 'টপ টু বটম' ছড়িয়ে পড়েছিল। পঞ্চায়েত থেকে পুরসভা, জেলা পরিষদ থেকে বিধায়ক, শাসক দলের প্রতিটি স্তরই এতে জড়িত। রাজ্যের রাজনৈতিক মহলের মত, বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই তালিকা প্রকাশ শাসক দলের জন্য বড় ধাক্কা। বিরোধীদের তোপ, 'এরা শিক্ষক নয়, নিয়োগ চোর'।

দায় মমতারই, তির মালব্যর

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আদালতের নির্দেশে দাগি অযোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ হতেই রাজ্য-রাজনীতি উত্তাল। বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র অমিত মালব্য রবিবার এক্স হ্যান্ডেলে তৃণমূলকে তীব্র কটাক্ষ করে লেখেন, 'এই তালিকা প্রমাণ করছে, কীভাবে রাজ্যে বিরাট স্বজনপোষণ আর দুর্নীতি চালিয়ে চাকরি লুঠ হয়েছে।' অমিত মালব্যর বিস্ফোরক মন্তব্য, 'তালিকা প্রকাশের পর চিত্র ভয়ঙ্কর। হ্যাঁ, তৃণমূলই প্রকৃত 'বাংলালি পার্টি', আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রকৃত 'বাংলালি নেতা', যখন সুযোগ কেড়ে নিয়ে দলীয় পছন্দের লোকদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রশ্ন আসে।'

তিনি নাম ধরে অভিযোগ আনেন, তৃণমূলের একাধিক নেতা-মন্ত্রী-কাউন্সিলরের আত্মীয়রা অবৈধ ভাবে চাকরি পেয়েছেন। বিজেপি মুখপাত্রের দেওয়া তালিকায় রয়েছেন, রোশনারা বেগম (তৃণমূল বিধায়ক হামিদুল রহমানের কন্যা), অঙ্কিতা অধিকারী (তৃণমূলের প্রাক্তন মন্ত্রী পরেশ অধিকারীর কন্যা), অজয় মাজি (তৃণমূলের আঞ্চলিক সভাপতি), কুহেলি ঘোষ (তৃণমূল কাউন্সিলর), প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল (তৃণমূল কাউন্সিলর), সাহিনা সুলতানা (তৃণমূল যুব নেত্রী), শম্পা ঘোষ (তৃণমূল বিধায়কের পুত্রবধূ), বিভাস মালিক (তৃণমূল নেতা), সন্তোষী মালিক (বিভাস মালিকের স্ত্রী) ও নমিতা আদক (তৃণমূল নেতার স্ত্রী)। মালব্যর সোজাসাপ্টা কটাক্ষ, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি মুখ্যমন্ত্রী না হতেন, এঁদের কেউ চাকরি পেতেন না। এই নিয়োগ দুর্নীতির পুরো কৃতিত্ব তাঁরই।'

হাতি-ড্রাগনের বন্ধুত্বে কি বেকায়দায় ঈগলের দেশ?

বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা সম্পর্কের ভিত্তি, জিনপিংকে মোদী

তিয়ানজিন ও নয়াদিল্লি, ৩১ অগস্ট: পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার ভিত্তিতে সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় বিশ্বাসী ভারত। দীর্ঘ সাত বছর পর চিনে পা রেখে সেদেশের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে এমনই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার চিনের তিয়ানজিনে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক মজবুতের ওপর জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি বলেন, পারস্পরিক বিশ্বাস, শ্রদ্ধার ভিত্তিতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় অঙ্গীকারবদ্ধ ভারত।

এদিন ঘণ্টাখানেকের বেশি সময় ধরে চলা দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'গত বছর কাজানে আমাদের খুব ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছিল, যা আমাদের সম্পর্কের ইতিবাচক দিকনির্দেশনা দিয়েছে। সীমান্ত ব্যবস্থাপনা নিয়ে আমাদের বিশেষ প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি চুক্তি হয়েছে। আবার শুরু হয়েছে কৈলাস মানসরোবর যাত্রা। দুই দেশের মধ্যে সরাসরি ফ্লাইটও চালু করা হচ্ছে। উভয় দেশের ২৮০ কোটি জনগণের স্বার্থ আমাদের সহযোগিতার সঙ্গে সম্পর্কিত। এতে সমগ্র মানবতার কল্যাণের পথও প্রশস্ত হবে। আমরা পারস্পরিক বিশ্বাস, সম্মান এবং সংবেদনশীলতার ভিত্তিতে আমাদের সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

আমেরিকা যখন ভারতের উপরে শুল্কের বিপুল বোঝা চাপিয়েছে, সেই সময়ে চিনের সঙ্গে ভারতের এই দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। এসসিও সম্মেলন আয়োজনের জন্যও জিনপিং-কে অভিনন্দন জানিয়েছেন মোদী। সেই বৈঠকের দু'মিনিট পাঁচ সেকেন্ডের ভিডিয়ো মোদী নিজেই সমাজমাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, মোদী এবং জিনপিং মুখোমুখি বসে আছেন। চিনা প্রেসিডেন্টের সামনে নিজের বক্তব্য হিন্দিতে পড়ে শোনাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। এই বক্তব্য বৈঠকে স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করে দেওয়া হয়। মোদী ও শি-র এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালও।

মোদীকে স্বাগত জানিয়ে জিনপিংও পারস্পরিক সমন্বয়ের বার্তা দিয়েছেন।

> উভয় দেশের ২৮০ কোটি জনগণের স্বার্থ আমাদের সহযোগিতার সঙ্গে সম্পর্কিত। এতে সমগ্র মানবতার কল্যাণের পথও প্রশস্ত হবে। আমরা পারস্পরিক বিশ্বাস, সম্মান এবং সংবেদনশীলতার ভিত্তিতে আমাদের সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
> — নরেন্দ্র মোদী

> আমাদের বন্ধুত্ব, প্রতিবেশী হিসাবে একে অপরের পাশে থাকা জরুরি। ড্রাগন এবং হাতির একজোট হওয়া দরকার। কূটনৈতিক এবং দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আমাদের সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।
> — শি জিনপিং

ভারতে কোয়াডে আসবেন না ট্রাম্প

দাবি মার্কিন সংবাদ প্রতিবেদনে

ওয়াশিংটন, ৩১ অগস্ট: দীর্ঘ সাত বছর পর ড্রাগনের দেশে পা রেখেছেন নরেন্দ্র মোদী। শি জিনপিংয়ের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে পারস্পরিক সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন। পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে মজবুত বন্ধুত্বের কথা বলেছেন চিনা প্রেসিডেন্ট জিনপিংও। ২০১৮ সালে মোদির শেষ উহান সফরের সময় দুই দেশের সম্পর্কের টানাপোড়েন ছিল চরমে। ২০২০ সালে গালওয়ান সংঘাতের পর তা আরও বড় আকার ধারণ করে। ডোকলাম অচলাবস্থা পেরিয়ে, এবার পরিস্থিতি আলাদা। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন বাণিজ্য নীতির ফলে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার সম্ভাবনার মাঝেই ভারত ও চিন তাদের সম্পর্ক শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করছে। এই পরিস্থিতিতে মোদী ও জিনপিংয়ের বন্ধুত্বের বার্তা আমেরিকার কপালে চিন্তার ভাঁজ বাড়াবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

ট্রাম্পের শুল্ক বোমার মাঝে এই নতুন বন্ধুত্ব যখন পারদ চড়াচ্ছে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক মহলের, তখন শোনা যাচ্ছে, বছরের শেষে ভারতে অনুষ্ঠিত হতে চলা কোয়াড সম্মেলনে যোগ দেবেন না মার্কিন প্রেসিডেন্ট! শনিবার 'নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এর এক প্রতিবেদনে এমনটাই দাবি করা হয়েছে। যদিও নয়াদিল্লি কিংবা ওয়াশিংটনের তরফে এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়াই জানানো হয়নি।

কিন্তু কেন এই সিদ্ধান্ত ট্রাম্পের? ওই মার্কিন সংবাদমাধ্যমের 'দ্য নোবেল প্রাইজ অ্যান্ড আ টেস্টি ফোন কল হাউ দ্য ট্রাম্প-মোদী রিলেশনশিপ আনর‍্যাভেল্ড' শীর্ষ প্রতিবেদনে পরিষ্কার দাবি করা হয়েছে, বছরশেষে ট্রাম্পের ভারতে আসার কথা থাকলেও, তিনি সমস্ত পরিকল্পনা বাতিল করেছেন। এর পিছনে অবশ্যই রয়েছে এই মুহূর্তে বহুলচর্চিত ট্রাম্প-মোদী সম্পর্কের ফাটল। প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বারবার ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের 'সমাধান' করার দাবি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বিরক্ত করে তুলেছিল। এবং এটা কেবলই সূত্রপাত।'

প্রতিবেদনে আরও দাবি করা হয়েছে, গত ১৭ জুন বারবার

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ফোন করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে একবার দীর্ঘ কথোপকথনের পর আর ফোন ধরেননি মোদি। এর পর থেকে দুই দেশের সম্পর্কে বেশ কিছু টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে। ৫০ শতাংশ শুল্কের কোপ পড়েছে ভারতের উপর। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য ঘুরপথে ভারতকে দায়ী করেছেন ট্রাম্প। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সপ্তাহে, রুশ তেল কেনায় ভারতের উপর আক্রমণ তীব্র করেছেন ট্রাম্প।

আজ বিধানসভা অধিবেশন শুরু

■ বাংলার শ্রমিকদের উপর ভিনরাজ্যে আক্রমণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকার নিবিড় সমীক্ষার বিরোধিতায় সোমবার থেকে বসছে বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, সোমবার দুপুর বারোটায় শোকপ্রস্তাব গ্রহণের পর দিনের অধিবেশন মুলতুবি হবে। মঙ্গলবার থেকে শুরু হবে মূল আলোচনা।

মহুয়ার বিরুদ্ধে

■ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্যের অভিযোগে ছত্তিশগড়ের রায়পুরের মানা ক্যাম্প থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৯৬ ও ১৯৭ ধারায় তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মিত্রের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে। এই অভিযোগ করেছেন বিজেপির এক নেতা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংও মহুয়ার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে জানিয়েছেন, শাহের বিরুদ্ধে ওই মন্তব্যের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষমা চাওয়া উচিত।

পশ্চিমবঙ্গে এক দশকে বন্ধ হয়েছে ৭ হাজার সরকারি স্কুল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০১৯ থেকে ২০২৫- স্কুলছুটি, ভর্তি কমা এবং সরকারি স্কুল বন্ধের ছবি যেন একই সূত্রে গাঁথা। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের সদ্যপ্রকাশিত রিপোর্ট বলছে, ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে দেশে স্কুলে পড়ুয়া ভর্তি নেমে এসেছে ২৪.৬৯ কোটিতে। এক বছর আগের ২৪.৮০ কোটির সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, এক বছরে প্রায় ১১ লক্ষ পড়ুয়া কমেছে। ২০২২-'২৩ শিক্ষাবর্ষেও দেশের স্কুলে ভর্তি ছিল ২৫.১৮ কোটি। অর্থাৎ, টানা তিন বছরে প্রায় ৫০ লক্ষ পড়ুয়া স্কুলছুট হয়েছে। সরকারি স্কুলে বিনামূল্যে মিড-ডে মিল, পোশাক, সাইকেল- সব সুবিধা থাকলেও ভর্তি বাড়ছে না। বরং, সবচেয়ে বেশি কমেছে সরকার, সরকারপোষিত ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে। সরকারি ও সরকারপোষিত স্কুলে ভর্তি যেখানে ২০২২-২৩-এ ১৩.৬২ কোটি ও ২০২৪-২৫-এ ১২.১৬ কোটি, সেখানে বেসরকারি স্কুলে ভর্তি ২০২২-২৩-এ ৮.৪২ কোটি ও ২০২৪-২৫-এ ৯.৫৯ কোটি। অর্থাৎ, দেশের ৩৯ শতাংশ পড়ুয়া এখন বেসরকারি স্কুলে। স্কুলের সংখ্যার নিরিখে সরকারি স্কুল প্রায় ৫০ হাজার কমেছে। বিপরীতে বেসরকারি স্কুল বেড়েছে ৪৮ হাজার। প্রথম ও পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি সবচেয়ে বেশি কমেছে। নবম ও দশম শ্রেণিতে স্কুলছুট বেড়েছে।

> বিশ্বায়নের পর থেকেই আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমের স্কুলে ভর্তির হার কমছে। ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের চাহিদা বাড়ছে। তবে সরকারি স্কুলের চাহিদা এখনও আছে। যদি দেখা যায়, কেন্দ্রীয় স্কুলেও ভর্তি কমছে, তবে বুঝতে হবে শিক্ষাব্যবস্থা বেসরকারিকরণের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।
> — ব্রাত্য বসু, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী

> সরকারি স্কুলে উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই। শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী নেই। বাধ্য হয়ে অভিভাবকরা সন্তানদের বেসরকারি স্কুলে পাঠাচ্ছেন।
> —কিঙ্কর অধিকারী
> শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চের সদস্য

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, অতিমারির পরে তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতিতে পরিবর্তন এসেছে। পূর্বে একাধিকবার গণনা হওয়া নাম বাদ পড়ায় ভর্তি সংখ্যা হ্রাস দেখাচ্ছে। তবে জন্মহার হ্রাস, জনবিন্যাসের পরিবর্তন এবং সরকারি স্কুলে পরিকাঠামোগত ঘাটতি, এগুলোকেও বড় কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা আরওই তথৈবচ। কেন্দ্রীয় রিপোর্ট অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে ২০১৮-১৯ সালে স্কুলের সংখ্যা ছিল ৯৭,৮২৮। ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে তা নেমে এসেছে ৯৪,৭৪৪-এ। অর্থাৎ মাত্র তিন বছরে ৩,০৮৪টি স্কুল বন্ধ। প্রাথমিক স্তরে অবস্থা আরও উদ্বেগজনক। ২০১২ সালে প্রাথমিক স্কুল ছিল ৭৪,৭১৭টি। ২০২২ সালে প্রাথমিক স্কুল কমে দাঁড়িয়েছে ৬৭, ৬৯৯টি। এক দশকে বন্ধ হয়েছে ৭, ০১৮টি প্রাথমিক স্কুল। ২০২৩ সালে প্রকাশিত তালিকায় আরও ৮,২০৭টি স্কুল রয়েছে, যেখানে ছাত্রসংখ্যা ৫০-এর নীচে। সরকার জানিয়েছে, এই সমস্ত স্কুল এখনই বন্ধ করা হবে না, কিন্তু শিক্ষামহলে আশঙ্কা রয়ে গেছে।

এব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, 'বিশ্বায়নের পর থেকেই আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমের স্কুলে ভর্তির হার কমছে। ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের চাহিদা বাড়ছে। তবে সরকারি স্কুলের চাহিদা এখনও আছে। যদি দেখা যায়, কেন্দ্রীয় স্কুলেও ভর্তি কমছে, তবে বুঝতে হবে শিক্ষাব্যবস্থা বেসরকারিকরণের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।' যদিও শিক্ষক সংগঠনগুলির অভিযোগ, সরকারি স্কুলে শিক্ষক ও আধুনিক পরিকাঠামোর অভাব মানুষকে বেসরকারি স্কুলের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কিঙ্কর অধিকারী (শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চ) বলেন, 'সরকারি স্কুলে উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই। শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী নেই। বাধ্য হয়ে অভিভাবকরা সন্তানদের বেসরকারি স্কুলে পাঠাচ্ছেন।'

তিন বছরের ধারাবাহিক পতন কেবল পরিসংখ্যান নয়, শিক্ষাব্যবস্থার সতর্কবার্তা। সরকারি স্কুলের প্রতি আস্থাহীনতা বাড়ছে। একদিকে সরকার সাইকেল, পোশাক, খাবার দিচ্ছে, অন্যদিকে বেসরকারি স্কুলের সংখ্যা ও ভর্তি বাড়ছে। সামাজিক গতিশীলতা, শিক্ষার মানের প্রতি প্রত্যাশা এবং ইংরেজি মাধ্যমের প্রতি ঝোঁক এই পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করছে। ভারতের প্রায় অর্ধেক পড়ুয়া এখনও সরকারি স্কুলে পড়ে। কিন্তু যদি এই প্রবণতা চলতে থাকে, সরকারি স্কুল আরও দ্রুত খালি হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এখনই অবিলম্বে শিক্ষক নিয়োগ, স্মার্ট ক্লাসরুম, কারিকুলাম আপডেট এবং মানসম্পন্ন পঠনপাঠনের দিকে নজর দিতে হবে। না-হলে সরকারি শিক্ষার প্রতি মানুষের আস্থা ফিরবে না। বেসরকারিকরণের ঢেউ থামানো যাবে না।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী

গত 29/08/2025, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 8010 নং এফিডেভিট বলে Jhinuk Nandi W/o. Rabin Nandi (after marriage) ও Tanima Chattopadhyay D/o. Kanai Lal Chattopadhyay (before marriage) সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 28/08/2025, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 741 নং এফিডেভিট বলে Dilip Kr. Pakira S/o. Surendra Nath Pakira ও Dilip Kumar Pakira S/o. Lt. S N Pakia সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 29/08/2025 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চুঁচুড়া, হুগলী, কোর্টে 8231 নং এফিডেভিট বলে আমি Paresh Ghosh S/o. Shibu Ghosh, R/o. Arazi Guptipara, Aidakismat, Balagarh, Hooghly-712512, ঘোষণা করিয়াছি যে, অসাবধানতাবশত আমার পুত্রের আধার কার্ডে পুত্রের সঠিক নাম Rocky Ghosh-এর পরিবর্তে Rakhar Ghosh লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমার পুত্র Rocky Ghosh ও Rakhar Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

নাম -পদবী

গত 29/08/2025 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চুঁচুড়া, হুগলী, কোর্টে 8215 নং এফিডেভিট বলে আমি Abdul Saiful Halder S/o. Abdul Lotif Halder (Father) & Fatima Bibi (Mother), R/o. Near Mithapukur Masjid (Trish Bigha), Addconagar, Mogra, Hooghly-712121, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পাসপোর্ট-এ আমার মাতার সঠিক নাম Fatima Bibi W/o. Abdul Lotif Halder-এর পরিবর্তে Fatema Bibi W/o. Abdul Lotif Halder লিপিবদ্ধ হইয়াছে। Fatima Bibi & Fatema Bibi W/o. Abdul Lotif Halder, D/o. Manjur Ahmed Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম -পদবী

গত 30/08/2025, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 8305 নং এফিডেভিট বলে Soumitra Adhikari ও Soumitra Adhikary S/o. Swapan Kumar Adhikari সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 21/08/2025, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 7835 নং এফিডেভিট বলে আমি Mehroon Nesa (old name) W/o. Sk Sabed Ali, R/o. Chak Sultan, Dhaniakhali, Hooghly-712302, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Meherunnesa Bibi (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Mehroon Nesa & Meherunnesa Bibi W/o. Sk. Sabed Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Sk Abul Kalam Ajad.

Change of Name

I, **ASHIT PAL** S/o Late **Babulal Pal**, residing at Sanjual, P.O.- Kharagpur , P.S.- Kharagpur (Town), Dist.- Paschim Medinipur, W.B, PIN- 721301 shall henceforth be known as **ASIT PAL** as declared In the Court of the 1st Class Judicial Magistrate at Kharagpur vide Affidavit No. 10841 Dated 30/08/2025. **ASHIT PAL** and **ASIT PAL** both are same and identical person.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

মাননীয় জেলা জজ হুগলী, চুঁচুড়া আদালত।
রেফাঃ-ম্যাট স্যুট- ২৪/২৪
পাপিয়া দাস (প্রামাণিক)
- বনাম-
গৌতম দাস

এতদ্বারা মাননীয় গৌতম দাস, পিতা-স্বর্গীয় নিতাই দাস, ঠিকানা- ত্রিবেনী, বাসুদেবপুর, পো:- ত্রিবেনী, থানা-মগরা, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২৫০৩ আপনাকে জানানো যাইতেছে যে আপনার বিরুদ্ধে আপনার স্ত্রী **শ্রীমতী পাপিয়া দাস (প্রামাণিক)** উপরিউক্ত নম্বর বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা আনয়ন করিয়াছেন। আপনি স্বয়ং অথবা আপনার নিযুক্তীয় উকিলবাবু দ্বারা আগামী ৩০ (তিরিশ) দিনের মধ্যে এই মামলায় হাজির হইয়া আপনার জবাব দিবেন, নচেৎ আপনার বিরুদ্ধে এই মামলায় এক তরফা শুনানী হইবে।
দরখাস্তকারিনীর পক্ষে উকিলবাবু
শ্রী প্রভাকর রায়
হুগলী জেলা জজ আদালত।

সেরেস্তাদার
জ্যোতির্ময় সরকার
হুগলী জেলা জজ আদালত

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী জগদীশ ঘোষ** পিতা ৺তারাপদ ঘোষ, সাকিম অমরপুর, সুগন্ধ্যা, পোলবা, হুগলী-৭১২১০২ মহাশয় বিগত ইং ১৪/০৩/২০১৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-00082/2014 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে **(শ্রী প্রবীর চক্রবর্ত্তী** পিতা ৺রমাপতি চক্রবর্ত্তী, সাকিম ধোপাঘাট, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ০১/০২/২০১৯ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-01081/2019 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মুলে **শ্রী শিশির চক্রবর্ত্তী** পিতা ৺রমাপতি চক্রবর্ত্তী, সাকিম মুখার্জ্জী বাগান খাদিনামোড়, চুঁচুড়া আর.এস., চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২, মহাশয়কে ০৩ কাঠা ০১ ছটাক ২০ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি।
তপশীল - জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা জগন্নাথবাটী, ৭৫ নং জে. এল. ভুক্ত, আর.এস. ১৯ তথা হাল এল.আর ৩৫৬ ও ৩৫৭ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ২০১ নং দাগে, বাগান জমি ০৩ কাঠা ০১ ছটাক ২০ বর্গফুট সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী শিশির চক্রবর্ত্তী** পিতা ৺রমাপতি চক্রবর্ত্তী, তাহার উক্ত খরিদা সম্পিত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।
ইতি-**শ্রী প্রবীর চক্রবর্ত্তী (আমমোক্তার)**

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা হুগলীর প্রথম সিভিল জজ জুনিয়র ডিভিসান আদালত, চুঁচুড়া
প্রিয়েমসান মিস কেস ৪/২০২২
১) **শ্রীমতী সেবিকা ঘোষ**, স্বামী - ৺সুখেন চন্দ্র ঘোষ ২) **শ্রী তন্ময় ঘোষ**, পিতা- ৺সুখেন চন্দ্র ঘোষ ৩) **শ্রী তনুময় ঘোষ**, পিতা- ৺সুখেন চন্দ্র ঘোষ, সর্ব সাং- গ্রাম বিশপাড়া, পোঃ- নয়াসরাই, থানা- মগরা, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৫১৩। ....**দরখাস্তকারীগণ**
বনাম
১) **শ্রী সুধাংশু কুমার রায়**, পিতা- ৺সুরেন্দ্রনাথ রায়, সাং- এ-১, কল্যানী, পোঃ ও থানা- কল্যানী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২৩৫।
......**প্রতিপক্ষ**
২) **শ্রী সুজয় কুমার ঘোষ**, পিতা- ৺ভক্তিপদ ঘোষ, সাং- গ্রাম বিশপাড়া, পোঃ- নয়াসরাই, থানা- মগরা, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৫১৩;
৩) **শ্রী বিভূতি মন্ডল**, পিতা- ৺জগবন্ধু মন্ডল, সাং- বি-১১/১৯৩, কল্যানী, পোঃ ও থানা- কল্যানী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২৩৫।
.......**মোকাবিলা প্রতিপক্ষদ্বয়**
এতদ্বারা ৩ নং মোকাবিলা প্রতিপক্ষ **শ্রী বিভূতি মণ্ডল**, পিতা- ৺জগবন্ধু মন্ডল, বি- ১১/১৯৩, কল্যানী, পোঃ ও থানা কল্যানী, জেলা-নদীয়া, পিন- ৭৪১২৫৩ কে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল **শ্রীমতী সেবিকা ঘোষ** দীং হুজুর আদালতে নিম্ন (এ) তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির প্রিয়েমসান পাইবার নিমিত্ত ১ নং প্রতিপক্ষ **শ্রী সুধাংশু কুমার রায়ের** বিরুদ্ধে অত্র কেস দায়ের করিয়াছেন এবং অত্র কেসে আপনি ৩ নং মোকাবিলা প্রতিপক্ষ হিসাবে পক্ষভূত আছেন।
অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ পাইবার ৩০ দিনের মধ্যে আপনি স্বয়ং বা উকিলবাবু মারফৎ হুজুর আদালতে উপস্থিত হইবেন অন্যথায় আপনার বিরুদ্ধে অত্র কেসের একতরফা শুনানি হইবে।
(এ) তপশীল সম্পত্তি
(যাহার উপর প্রিয়েমসান চাওয়া হইয়াছে)
জেলা ও জেলা সাব রেজিষ্ট্রী অফিস হুগলী, মৌজা - বেনীপুর, জে. এল. ৩৪, থানা- মগরা, চন্দ্রহাটি ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত- **১ নং দফা** - এল. আর. খতিয়ান নং ১৭০৫ **(সুজয় কুমার ঘোষ)** আর. এস. দাগ ৯৩ যাহার এল. আর. দাগ ১০২ পরিমাণ ১০ শতক শালি। **২নং দফা**- এল. আর. খতিয়ান নং ১৬৯৫ **(সুজয় কুমার ঘোষ)** আর. এস. দাগ ৯৪ যাহার এল. আর. দাগ ১০৩ পরিমাণ ৬.৫ শতক শালি।
বর্তমানে ১ ও ২ নং দফা ১ নং প্রতিপক্ষের নামে এল. আর. ১৭৯০ খতিয়ানে রেকর্ড ভুক্ত আছে। **চৌহদ্দিঃ-** উত্তর:-এল.আর ১০০ দাগে শালি জমি। দক্ষিণ:-এল.আর. ১১১ দাগে শালি জমি। পূর্ব:-বিক্রেতার জমি। পশ্চিম: গীতা খামারুর জমি।
(বি) তপশীল সম্পত্তি
(দরখাস্তকারীগণ এবং ২ ও ৩ নং মোকাবিলা প্রতিপক্ষের সম্পত্তি) জেলা ও জেলা সাব রেজিষ্ট্রী অফিস হুগলী, মৌজা - বেনীপুর, জে.এল. ৩৪, থানা- মগরা, চন্দ্রহাটি ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতে, এল.আর. খতিয়ান নং ১৬৯৫, ১৬৯৬, ১৭৪২, আর.এস. দাগ ৯৪, এল.আর. দাগ ১০৩ পরিমাণ ৩৭ শালি। **চৌহদ্দিঃ-** উত্তর:-তারক ঘোষের জমি। দক্ষিণ:- ১৬' ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রোড ও এল. আর. ১০২ দাগে শালি জমি। পূর্ব:-এস. টি. কে. রোড। পশ্চিম:- এল.আর. ১০২ দাগে শালি জমি।
দরখাস্তকারীগণের পক্ষে উকিলবাবু
রঞ্জন পাল (এ্যাডভোকেট)
আদালতের অনুমত্যানুসারে
সৌমিত্র চক্রবর্ত্তী (সেরেস্তাদার)
জেলা হুগলীর প্রথম সিভিল জজ জুনিয়র ডিভিসান আদালত, চুঁচুড়া , 21.7.25

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১ লা সেপ্টেম্বর , ১৫ ই ভাদ্র । সোমবার । নবমী তিথি।জন্মে বৃশ্চিক রাশি, অষ্টোত্তরী শনি র ও, বিংশোত্তোরী বুধে র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি: প্রাপ্তি। বিদ্যা ভাগ্য ভালো। আজ বাধা থাকলেও, নতুন কিছু করার শক্তি পাবেন। বৈবাহিক জীবনে কিছু সমস্যা আসছে, প্রতিবেশীর দ্বারা সমাধান। ঋর কর্ম ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান বৃদ্ধির সুযোগ। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

বৃষ রাশি: মানষিক ভাবে ভাল। সম্পর্কে শুভত্ব আনতে চেষ্টা করতে হবে। পরিবার এর কোন গোপন কথা, সমস্যা তৈরি করতে পারে। এক প্রবীনা সদস্য র ভুল বাক্য দ্বারা হঠাৎ করেই সমস্যা হবে। যারা কম্পিউটার টেকনোলজি বিভাগে কাজ করছেন, তারা সম্মান পাবেন। মন্ত্র গণ গণশায় নমঃ। শুভ রং ঘিয়ে। শুভ দিক উত্তর।

মিথুন রাশি: কিছু শুভ মানুষ চিনতে ভুল করেছেন। তৃতীয় ব্যক্তির জন্য পরিবারে, ভুল বোঝাবুঝি হবে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য আজ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। বিশ্বাস করে যাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, নজর রাখুন সেই দিকে। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক পূর্ব।

কর্কট রাশি: তর্কে জিততে পারবেন না। নৈরাশ্য হতাশা গ্রাস করবে মনটাকে। নতুন বন্ধুত্বের অনুরোধ, কেন উপেক্ষা করছেন? সময় দিন, শুভ হবে। সম্পত্তি দখল নিয়ে মামলা শুরু হতে পারে। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি: খুব ভালো যোগাযোগ হবে। সবাই সামনে আপনার কথা মেনে নিয়ে, পিছনে বসে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের করছে। সতর্ক থাকুন। খাদ্যদ্রব্যর ব্যবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। মন্ত্র ওম গন গণেশায়। শুভ রং। হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি: পরিবার পরিজন সবাই আজ আপনার সহযোগ করবেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। প্রবীন নাগরিক হিসেবে আজ আর্থিক সাহায্য পাবেন। তবে পুরাতন কোন মামলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি: এক বান্ধব দ্বারা সুসংবাদ প্রাপ্তি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। আজ মন খুলে বান্ধব দের সাথে কথা বলতে পারেন। শুধু সন্ধ্যার পর অপরিচিত র ফোন না ধরা ভাল। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। যারা কস্মেটিক্স ব্যবসা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি নিশ্চিত। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি: দুঃখ প্রাপ্তি। সতর্ক থাকুন। আজ হয়রানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোন সমস্যা তৈরী হবে ব্যাংক লোন নিয়ে। কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কিছু প্রমান দিতে হতে পারে। রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের সাথে শুভ। মন্ত্র শন শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি: বিবাহিত জীবনের জন্য শুভ। আজ ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে কোন তৃতীয় ব্যক্তির ব্যবহারে সমস্যা তৈরী হতে পারে। একটু সতর্ক থাকুন, ছলনা কারী স্বজন কে আজ চিনতে পারবেন। মোটর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজে আজ সফলতা। মন্ত্র দূর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

মকর রাশি: শান্তির বাতাবরন পরিবারে। ফোন কলে আজ লাভ প্রাপ্তি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা শুভ। যারা উচ্চ বিদ্যা তে আছেন, সফলতা অর্জন করতে পারবেন। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে শুভ। লৌহ আকরিক ব্যবসা তে ধন প্রাপ্তি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি: ধার্মিক আধ্যাত্মিক মন যুক্ত দিন। আপ্যায়ন ভাল, তবে আজ দুই পরিচিত মানুষ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হবে। সবাই আপনার মতো সরলতায় পূর্ন নয়। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি: প্রতিবাদ না করাটা ভাল। আজ সত্য উদঘাটন হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে কষ্ট। মনের মানুষ কে ভুল বুঝে কষ্ট পাবেন। আর্থিক স্থিতি শুভ। প্রেমিক যুগল, বয়স্কদের সাহায্যে নিয়ে এগিয়ে যাও, শুভ হবে। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

(আজ ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র র শুভ ভুমিষ্ঠ তিথি । তালনবমী ব্রত।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ,
মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

আজ থেকে শুরু হচ্ছে বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার শ্রমিকদের উপর ভিনরাজ্যে আক্রমণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকার নিবিড় সমীক্ষার বিরোধিতায় আগামী সোমবার থেকে বসছে বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন। অধিবেশন শুরুর আগেই সর্বদলীয় বৈঠক ও কার্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক ডেকেছেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানিয়েছেন, সোমবার দুপুর বারোটায় শোক প্রস্তাব গ্রহণের পর দিনের অধিবেশন মুলতুবি হবে। মঙ্গলবার থেকে শুরু হবে মূল আলোচনা। করম পুজোর কারণে বুধবার অধিবেশন বসবে না। বৃহস্পতিবারও একই ইস্যুতে আলোচনা চলবে।

বিশেষ অধিবেশনে দু'টি ইস্যু মূল কেন্দ্রবিন্দুতে; বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর ধারাবাহিক হেনস্তা এবং নির্বাচন কমিশনের বিশেষ সমীক্ষা। এর পাশাপাশি সর্বসম্মতভাবে পাশ হওয়া একাধিক বিল রাজভবন ও রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের অভাবে কার্যকর না হওয়ার প্রশ্নও উত্থাপিত হবে। নবান্ন সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও এই আলোচনায় অংশ নেবেন। রাজ্য প্রশাসনের বক্তব্য, বিল আটকে যাওয়ায় মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে এবং প্রশাসন আইনি জটিলতায় পড়ছে। কেন্দ্রের সক্রিয় ভূমিকার কারণেই বিল অনুমোদন আটকে রাখা হচ্ছে বলে অভিযোগ শাসকদলের।

গত ২৫ জুলাই রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে 'অপরাজিতা বিল' ফেরত পাঠানো হয় রাজভবনে, যেখানে রাজ্যের কাছ থেকে অতিরিক্ত ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। রাজভবন সেই নির্দেশ নবান্নে পাঠিয়েছে। এখনও পর্যন্ত রাজ্যের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা পাঠানো হয়নি, তবে তা প্রস্তুত হচ্ছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর ইতিমধ্যেই স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাছে সমস্ত 'অপেক্ষমাণ বিল'-এর বিস্তারিত তথ্য চেয়েছে।

বিশেষ অধিবেশনকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়ছে। শাসকদলের দাবি, বিজেপি সরকার রাজ্যকে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা করতে চাইছে। তৃণমূল নেতাদের মতে, বিধানসভা থেকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে স্পষ্ট বার্তা যাবে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত, সোমবারের বিশেষ অধিবেশন শুধুই আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতের মঞ্চে পরিণত হতে চলেছে।

বাংলায় কমছে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা, দাবি রাজ্য সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলায় পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা কমেছে বলে দাবি করল রাজ্য সরকার। সরকারি হিসাবে বর্তমানে রাজ্যে আছেন ২২ লক্ষ ৪০ হাজার পরিযায়ী শ্রমিক। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী সংখ্যাটি ছিল ২৪ লক্ষ ৫ হাজার। অর্থাৎ, গত ১৪ বছরে প্রায় ১ লক্ষ ৬৫ হাজার শ্রমিকের হ্রাস ঘটেছে। সরকারের মতে, কর্মসংস্থানমুখী প্রকল্প ও সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা এই পরিবর্তনের অন্যতম কারণ।

তবে পরিসংখ্যান নিয়ে প্রশ্ন তুলছে বিভিন্ন মহল। সমালোচকদের যুক্তি, ২০২০ সালে কোভিড মহামারির সময়েই অন্য রাজ্য থেকে ৪০ লক্ষের বেশি শ্রমিক বাংলায় ফিরেছিলেন। ফলে বর্তমান সংখ্যার সঙ্গে তার ফারাক কার্যত অমিল। শ্রমিক সংগঠনগুলির মতে, প্রকৃত সংখ্যা সরকারি হিসাবে কম দেখানো হয়েছে, কারণ এখানে কেবল নথিভুক্ত শ্রমিকদের ধরা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, প্রকৃত সংখ্যা ২৫ থেকে ৩০ লক্ষেরও বেশি হতে পারে।

২০০১ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ৪৫ শতাংশ বেড়েছিল। বাম আমলে সেই সময়কার শ্রমমন্ত্রী অনাদি সাহুর মন্তব্য অনুযায়ী, কৃষিজীবীরা চাষের কাজ ছেড়ে শ্রমিকের কাজে বাইরে যেতে শুরু করেছিলেন; এক নতুন সামাজিক প্রবণতা। এদিকে সম্প্রতি ভিনরাজ্যে বাংলাভাষী শ্রমিকদের হেনস্তার অভিযোগে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে রাজ্য। বিশেষ করে বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে নথিপত্র থাকা সত্ত্বেও বাংলার শ্রমিকদের বাংলাদেশি সন্দেহে আটক, হেনস্তা এমনকি দেশে ফেরত পাঠানোর অভিযোগ উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ নিয়ে সরব হয়েছেন।

এই পরিস্থিতিতেই চালু হয়েছে নতুন প্রকল্প 'শ্রমশ্রী'। ভিনরাজ্য থেকে ফেরা প্রতিটি শ্রমিককে দেওয়া হবে এককালীন ৫ হাজার টাকা ভাতা, যা প্রাথমিকভাবে এক বছরের জন্য। শ্রমশ্রী পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করলেই মিলবে সুবিধা। সঙ্গে থাকবে আই-কার্ড, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা। বাড়ি না থাকলে কমিউনিটি সেন্টারে থাকার সুযোগ মিলবে। খাদ্যসাথী, স্বাস্থ্যসাথী, কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী-র মতো সুবিধাও যুক্ত থাকবে।

যদিও প্রশাসনেরই একাংশের মত, দক্ষিণ ভারত, দিল্লি বা মহারাষ্ট্রে যে হারে মজুরি পান শ্রমিকরা, সেই আয় ছেড়ে রাজ্যে কম আয়ের কাজে যুক্ত হওয়া অনেকের পক্ষে বাস্তবসম্মত নয়। আবার শঙ্কা রয়েছে, কেউ যদি 'শ্রমশ্রী' প্রকল্পে ভাতা নিয়ে ফের ভিনরাজ্যে ফিরে যান, তা হলে সরকারি অর্থ অপচয় হবে। তাই প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণ, শ্রমিক পর্যবেক্ষণ এবং নথিভুক্তিকরণকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে সরকার। এজন্য 'শ্রমশ্রী' ও 'কর্মসাথী' পোর্টালের তথ্য সংযুক্ত করার কাজ শুরু হয়েছে।

হাওড়া স্টেশনে সোনা পাচার রুখল আরপিএফ-শুল্ক দপ্তর

লক্ষাধিক টাকার সোনার বিস্কুট বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়া স্টেশনে ফের সোনা পাচার রুখল আরপিএফ ও শুল্ক দপ্তর। শনিবার রাতে হাওড়া স্টেশনের পুরনো কমপ্লেক্সের ৯ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে এক মহিলাকে পাকড়াও করে যৌথ দল। জেরা করতেই স্বীকারোক্তি;অন্তর্বাসে লুকোনো ছিল সোনার বিস্কুট! আরপিএফ/হাওড়া নর্থ পোস্ট ও শুল্ক দপ্তরের যৌথ অভিযানে ধৃত ওই মহিলা, ৫০ বছর বয়সি অনিতা সাহা, ওড়িশার কটকের বাসিন্দা। তদন্তে জানা যায়, বৈধ টিকিট ছাড়াই স্টেশনে প্রবেশ করেছিলেন তিনি এবং কটকের উদ্দেশে ট্রেনে চড়ার পরিকল্পনা ছিল। তল্লাশিতে তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হয় ১৪২.২২ গ্রাম ওজনের সোনার বিস্কুট, বাজারমূল্য আনুমানিক ১৪.৪৩ লক্ষ টাকা।

আরপিএফ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত কোনও বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেননি। ঘটনাস্থলেই সোনা বাজেয়াপ্ত করা হয় কাস্টমস অ্যাক্ট, ১৯৬২-এর ধারা ১১০ অনুসারে। ধৃত মহিলাকে কলকাতা শুল্ক দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, তাঁকে জেরা করে পাচারচক্রের অন্যান্য সদস্যদের খোঁজ চলছে।

রেল সূত্রের দাবি, এই অভিযান প্রমাণ করে রেলওয়ে প্রাঙ্গণে পাচার প্রতিরোধে আরপিএফ ও শুল্ক দপ্তরের তৎপরতা কতটা কড়া। হাওড়া ডিআরএম সঞ্জীব কুমার জানিয়েছেন, পাচারকারীদের ধরতে এবং যাত্রী নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আরপিএফকে আরও আধুনিক নজরদারি সরঞ্জাম দেওয়া হচ্ছে।

ধনধান্য অডিটোরিয়ামে পালিত হল গ্রন্থাগার দিবস।

হাওড়ায় মন্ত্রীর গাড়িতে লরির ধাক্কা, দুর্ঘটনা না কি পরিকল্পিত আঘাত, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার দুপুরে ব্যস্ত জাতীয় সড়ক ১৬ হঠাৎ থমকে দাঁড়াল এক প্রবল শব্দে। ডোমজুড়ের এল ন্যাক এলাকার কাছে একটি আটা ফ্যাক্টরির সামনে মন্ত্রীর গাড়ির পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে একটি লরি। মুহূর্তে দুমড়ে-মুচড়ে যায় গাড়ির পেছনের অংশ। ভেতরে বসেছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। আগে ছিল পাইলট কার, তবু অঘটন এড়ানো গেল না। সময় তখন দুপুর প্রায় ১টা ৫ মিনিট।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা, লরিটি তীব্র গতিতে আসছিল এবং আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মন্ত্রীর গাড়িতে গিয়ে ধাক্কা মারে। প্রবল আছড়ে পড়ার শব্দে স্থানীয়রা ছুটে আসেন। নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে মিলে মুহূর্তে মন্ত্রীকে গাড়ি থেকে নামিয়ে আনা হয়। দ্রুত তাঁকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা পরে নিশ্চিত করেছেন; মন্ত্রী সম্পূর্ণ সুস্থ, তাঁর শরীরে আঘাত লাগেনি।

ঘাতক লরিটি আটক করা হয়েছে এবং চালককে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, অতিরিক্ত গতি ও নিয়ন্ত্রণহীনতার কারণেই দুর্ঘটনা। কিন্তু তদন্তকারীরা কোনও সম্ভাবনাকেই উড়িয়ে দিচ্ছেন না। মন্ত্রীর গাড়িকে নিশানা করে এই ধাক্কা দেওয়া হয়েছিল কি না, চালক মদ্যপ ছিল কি না বা অন্য কারও প্ররোচনায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে কি না, সবদিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

প্রশাসনের এক কর্তার কথায়, মন্ত্রীকে লক্ষ্য করে পরিকল্পিত আঘাতের সম্ভাবনাও তদন্তে দেখা হচ্ছে। ফরেন্সিক ও সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ চলছে।

ঘটনার পর ফের প্রশ্ন উঠেছে জাতীয় সড়কে ভারী যানবাহনের বেপরোয়া চলাচল ও গতি নিয়ন্ত্রণ নিয়ে। স্থানীয়দের দাবি, এলাকায় ট্রাফিক নজরদারি আরও জোরদার করা হোক, যাতে ভবিষ্যতে এমন বিপজ্জনক পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি না হয়।

ভিনরাজ্যে বাঙালি শ্রমিকদের হেনস্তার প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেসের কৃষক সভা পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানো হয় গান্ধি মূর্তির সামনে।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে পশু প্রেমীদের প্রতিবাদ মিছিল ধর্মতলা চত্বরে।

হুগলির তলদেশে প্রথম সফর, রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের গ্রিন লাইন মেট্রো ভ্রমণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: শহরের বুকে মেট্রোরেলের ইতিহাসে এক আবেগঘন মুহূর্তের সাক্ষী থাকল কলকাতা। শনিবার, ৩০ অগস্ট ২০২৫, বাগবাজারের শ্রীশ্রী সারদা মায়ের বাড়ির সম্পাদক মহারাজ স্বামী নিত্যমুক্তানন্দজির নেতৃত্বে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসীরা সফর করলেন কলকাতার পূর্ব-পশ্চিম করিডরের গ্রিন লাইন মেট্রো। দিনের শুরু নিউ এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে। মেট্রোরেলের বিশিষ্ট আধিকারিকরা তাঁদের দেখালেন ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের বিশদ মডেল। তারপর সন্ন্যাসীরা চেপে বসলেন আধুনিক মেট্রো কোচে। এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া ময়দান, সেখান থেকে সরাসরি সল্টলেক সেক্টর ফাইভ; হুগলি নদীর তলদেশ দিয়ে যাত্রা যেন এক নতুন অভিজ্ঞতা। ফেরার পথে তারা নামেন সেন্ট্রাল পার্ক মেট্রো স্টেশনে। সেখানেই শেষ নয়। সন্ন্যাসীরা ঘুরে দেখেন অপারেশন কন্ট্রোল সেন্টার এবং সেন্ট্রাল পার্ক ডিপো। সফরের স্মারক হিসেবে স্বামী নিত্যমুক্তানন্দজিকে উপহার দেওয়া হয় গ্রিন লাইন মেট্রো কোচের একটি মডেল; রামকৃষ্ণ মিশন ও কলকাতা মেট্রোর স্থায়ী সম্পর্কের প্রতীক হিসেবে।

সফর শেষে মহারাজ প্রকাশ্যে জানালেন তাঁর গভীর সন্তুষ্টি। তিনি বলেন, হুগলির নিচ দিয়ে এই যাত্রা এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। কলকাতা মেট্রোর দল যে ভাবে আমাদের সফর আয়োজন করেছে, তার জন্য আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

তিনি কলকাতা মেট্রোর সেবাকে আশীর্বাদ করে বলেন, কলকাতার ও পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য মেট্রো রেল এক অমূল্য সম্পদ হয়ে উঠেছে। এই সেবার মান যেন আরও উন্নত হয়। হুগলির তলদেশে সন্ন্যাসীদের প্রথম সফরের এই দৃশ্য যেন একদিকে প্রযুক্তির জয়যাত্রা, অন্যদিকে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে আধুনিকতার হাত মেলানো; যেখানে রেলের শব্দও যেন মনে হয় প্রার্থনার সুর।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫ ভাদ্র ১৪৩২ সোমবার

প্রিন্সেপ ঘাটে নৌকো বিহারে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ ও ব্ল্যাকমেল, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: খাস কলকাতার প্রিন্সেপ ঘাটে গঙ্গায় বেড়ানোর নামে এক যুবতীকে নৌকোয় তুলে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল। নির্যাতিতার দাবি, দীপনারায়ণ ভট্টাচার্য নামে এক যুবকের সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় আলাপ হয়েছিল। প্রিন্সেপ ঘাটে একসঙ্গে নৌকো বিহারে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়। দীপনারায়ণের কথামতো প্রিন্সেপ ঘাটে পৌঁছন ওই যুবতী। অভিযোগ, নৌকো বিহারের সময়ই তাঁকে ধর্ষণ করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার সূত্রপাত মার্চ মাসে। যুবতীর সঙ্গে দীপনারায়ণের সোশ্যাল মিডিয়ায় আলাপ। দীর্ঘক্ষণ চ্যাট ও ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ ছিল। পরে দেখা করার সিদ্ধান্ত নেন এবং প্রিন্সেপ ঘাটে এসে নৌকো বিহারে যান।

নির্যাতিতার অভিযোগ, ওই দিনই ছিল প্রথম সাক্ষাৎ। নৌকোর ভিতরেই তাকে ধর্ষণ করা হয়। সেই সঙ্গে ধর্ষণের ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি তুলে তাকে ব্ল্যাকমেল করা হয়। নির্যাতিতার দাবি, মুখ বন্ধ রাখতে তাকে টাকা চাওয়া হয় এবং হুমকিও দেওয়া হয়। শেষপর্যন্ত গত ১৪ জুলাই নেতাজিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই তরুণী। পুলিশের তদন্ত শুরু হয়। দীপনারায়ণ কিছুদিন উধাও থাকলেও রবিবার তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বেহালা থেকে অভিযুক্ত দীপকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে আলিপুর আদালতে তোলা হয় এবং ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরই প্রিন্সেপ ঘাটের পর্যটকদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বাড়বে আর্দ্রতার অস্বস্তি, ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই দক্ষিণবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আপাতত ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত বৃষ্টির পরিমাণ কম থাকবে, ফলে বৃদ্ধি পাবে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিও। তবে মঙ্গলবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে আবারও বৃষ্টির পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী সপ্তাহের শুরুতে বাংলায় ফিরতে পারে মৌসুমি অক্ষরেখা। তাই সপ্তাহের মাঝামাঝি, মঙ্গলবার থেকে বাড়তে পারে বৃষ্টি।

বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়বে। আগামী মঙ্গলবার মৌসুমি অক্ষরেখা দক্ষিণবঙ্গের কাছাকাছি আসবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়বে। মঙ্গলবার কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব বর্ধমান, নদিয়ায় ঝড়বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বুধবার কলকাতা-সহ দক্ষিণের সব জেলায় রয়েছে সেই সতর্কতা। উত্তরবঙ্গেও আগামী শুক্রবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত ভাবে ঝড়বৃষ্টি চলবে। রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে সামান্য বেশি।

ব্রাত্য বসু এখন ভৃত্য বসু, শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার চাকরি দুর্নীতি, রাজ্যপাল ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শান্তা দত্তকে শিক্ষামন্ত্রীর কটাক্ষ প্রসঙ্গে সরাসরি আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

তিনি তীব্র ভাষায় বলেন, ওই লোকটার এতটা অধঃপতন হবে আমি ভাবতেই পারিনি। পেশায় নাট্যজীবী, অধ্যাপক। কিন্তু নামটা বদলে এখন 'ভৃত্য বসু' হয়ে গেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে খুশি করার জন্যই এসব বলছেন, যাতে দমদম থেকে টিকিট কেটে না দেয়।

এরপর আরও কড়া আক্রমণে শুভেন্দু যোগ করেন, লুম্পেনদের নিয়েই তো ভোট করতে হবে! এই শিক্ষামন্ত্রীর অনেক কৃতিত্ব আছে; প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, দলের ক্যাডারদের চাকরি দেবেন। হ্যাঁ, দেন। একজন মন্ত্রী তিনজন

অ্যাটেন্ড্যান্ট পান, সেখানে দিন। কিন্তু শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক পদে কেন দিচ্ছেন? ওটা তো মেধার ভিত্তিতে হওয়া উচিত।

শুভেন্দুর অভিযোগ, এই মন্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রীও পাত্তা দেন না। কবে স্কুল খুলবে, কবে স্কুল বন্ধ হবে, শিক্ষাঙ্গনের ভবিষ্যৎ কী হবে; তার উত্তর দেওয়ার অধিকার ওনার নেই। সবই পিসি বলেন। সবচেয়ে বিস্ফোরক অভিযোগে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, যারা পিছনের দরজা দিয়ে চাকরি পেয়েছে, তাদের সংখ্যা ৯০ শতাংশ। বাকি ১০ শতাংশ দলের সুপারিশে। ছয়-সাত হাজার এরকম নিয়োগ হয়েছে। ওই ১০ শতাংশ হল ৫০০ মতো নেতা-মন্ত্রীর আত্মীয়, পার্টির লোক। ৯০ শতাংশ সরাসরি টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছে। সেই টাকার কালেক্টর ছিল সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকু। শিক্ষামন্ত্রী এসব নিয়ে কোনো কথা বলার সাহস রাখেন না। মুখ্যমন্ত্রীর খাতিরে মুখ বন্ধ করে বসে আছেন। কালীঘাটের কাকু ৬৩ বার ফোন করলে অভিষেকের নাম নিয়েছে। এর থেকেই প্রমাণ হয়, এরা চাকরি বিক্রির টাকা হজম করেছে।

মমতা-অভিষেক না, ইউসুফ পাঠান-ললিতেশকে পাঠিয়ে বিরোধী ঐক্যে অবস্থান তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পাটনায় আজ বসছে বিরোধী শিবিরের বহুল আলোচিত মহাসভা। কিন্তু সভার আগেই নতুন করে রাজনৈতিক আলোচনা ছড়াল বাংলার রাজনীতিতে। কারণ, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কেউই পাটনা যাচ্ছেন না। অথচ কংগ্রেসের ভোটাধিকার যাত্রার এই সমাপনী সভায় যোগ দেওয়ার জন্য আগেই আমন্ত্রণ গিয়েছিল তৃণমূল নেতৃত্বের কাছে।

তৃণমূলের কৌশল স্পষ্ট;শীর্ষ নেতৃত্ব না গেলেও প্রতিনিধি পাঠিয়ে জোটের পাশে থাকার বার্তা দেওয়া। দলের অভ্যন্তরীণ সূত্রের খবর, বহরমপুরের সাংসদ ও প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান এবং উত্তরপ্রদেশের মুখ ললিতেশ ত্রিপাঠি থাকবেন পাটনার সভায়। আগের জল্পনায় শত্রুঘ্ন সিনহা বা সাগরিকা ঘোষের নাম শোনা গেলেও শেষ মুহূর্তে তাঁদের বাদ দেওয়া হয়েছে। দলের মধ্যে ধারণা, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যে সাংগঠনিক বৈঠক নিয়েই ব্যস্ত এবং মুখ্যমন্ত্রীও সরকারি কর্মসূচিতে ব্যস্ত থাকায় তাঁরা নিজে পাটনায় যাচ্ছেন না।

ফলে প্রতিনিধিদল পাঠানোই দলের নির্বাচনী প্রস্তুতি এবং রাজনৈতিক অবস্থানের সঠিক সমন্বয় বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

এই মহাসভাকে বিরোধীরা দেখছে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে শক্তি প্রদর্শনের বড় মঞ্চ হিসেবে। এসআইআর মামলা, ভোট কারচুপির অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সংস্থার ব্যবহার;প্রতিটি ইস্যু নিয়েই সরব হওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। বিজেপি অবশ্য তৃণমূল নেতৃত্বের অনুপস্থিতি নিয়ে ইতিমধ্যেই কটাক্ষ শুরু করেছে। কিন্তু রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, প্রতিনিধিদল পাঠিয়েই তৃণমূল স্পষ্ট করে দিয়েছে যে তারা বিরোধী ঐক্যে রয়েছে এবং নির্বাচনের আগে জোটকে দুর্বল করার কোনো ইচ্ছা নেই। বরং সংসদে সাম্প্রতিক সংবিধান সংশোধনী বিল নিয়ে কংগ্রেস-তৃণমূল দূরত্বের জল্পনারও এটি কার্যকর জবাব। পর্যবেক্ষকদের মতে, তৃণমূলের লক্ষ্য এখন রাজ্যে সংগঠন শক্তিশালী করে ভোটযুদ্ধের মঞ্চ প্রস্তুত করা।

রাজারহাটে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল, রক্তদান শিবিরে সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রাজারহাট: দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল রক্তদান শিবিরে উত্তেজনা সৃষ্টি করল, এমনটাই দেখা গেল রাজারহাটে। স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে রবিবার একটি রক্তদান শিবিরে দুই অনুগামী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শিবিরে উপস্থিত ছিলেন দলের একাধিক নেতা।

সংঘর্ষ শুরু হয় দলের অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীকোন্দলের কারণে। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। খবর পাওয়া পর্যন্ত কেউ গুরুতর আহত হননি। দলের স্থানীয় নেতারা ঘটনার বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন। পুলিশ জানায়, তারা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে এবং প্রয়োজনীয় তদন্ত শুরু করেছে।

স্থানীয়রা জানান, রক্তদান শিবিরের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, এ ধরনের ঘটনা দলের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতার প্রতিফলন।

নির্মল ঘোষ, পার্থ ভৌমিক কালেক্টর হিসেবে কাজ করেছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে শনিবার সন্ধেয় এসএসসি ১৮০৪ জন অযোগ্য শিক্ষকের নাম প্রকাশ করেছে। এসএসসি-র সেই 'দাগী' তালিকায় শাসকদলের নেতা-নেত্রীদের পাশাপাশি আত্মীয় পরিজনদেরও নাম রয়েছে। দাগী অযোগ্য তালিকায় রয়েছে রাজপুর-সোনারপুরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর কুহেলি ঘোষের নাম। তিনি রাজপুরের একটি স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন। প্রকাশিত অযোগ্য প্রার্থীদের তালিকায় নাম রয়েছে পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষের পুত্রবধূ শম্পা ঘোষের। তিনি নৈহাটি মহেন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ছিলেন। রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পরেশ অধিকারীর মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারীর নামও রয়েছে অযোগ্যদের তালিকায়। এসএসসি-র প্রকাশিত 'দাগী' তালিকা নিয়ে সুর চড়ালেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। রবিবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন

সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্মল ঘোষ ও পার্থ ভৌমিক কালেক্টর হিসেবে কাজ করেছে। তাঁর দাবি, নিয়োগ দুর্নীতিতে আগামীদিনে নাম জড়াবে ৬২টি পুরসভার পুরপ্রধানের। তাঁরা টাকার বিনিময়ে চাকরি দিয়েছেন। বিজেপি নেতার দাবি, নির্মল ঘোষ ওরফে নান্টুকে পানিহাটির লোকজন ওয়াগন ব্রেকার হিসেবে চেনেন। উনি পানিহাটির বিধায়ক এবং শ্রমিক নেতা। অথচ পানিহাটিতে সমস্ত কলকারখানা বন্ধ। বন্ধ কারখানার জমি পর্যন্ত বিক্রি হয়ে গেছে। নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে তিনি বলেন, যারা তৃণমূল করেন। তাঁরাও টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছেন। তাঁর দাবি, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মমতা ব্যানার্জির নামে এফআইআর হওয়া উচিত। কারণ, পুরো দুর্নীতিটাই হয়েছে মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে। এদিকে পুত্রবধূর নাম 'দাগী' তালিকায় থাকা নিয়ে পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ বলেন, আদালতের বিচারাধীন বিষয়। তবে সত্য-মিথ্যা বিচার করবে আদালত।

খড়দার ২৬ শিব মন্দির সংলগ্ন মৃৎ শিল্পালয়ে দুষ্কৃতী তাণ্ডব, ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: খড়দা পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ২৬ মন্দির সংলগ্ন এলাকায় দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ স্থানীয় মানুষজন। অভিযোগ, শনিবার গভীর রাতে ২৬ মন্দির সংলগ্ন এলাকায় একটি মৃৎ শিল্পালয়ে তাণ্ডব চালায় একদল দুষ্কৃতী। রবিবার সকালে শিল্পালয়ে এসে মৃৎ শিল্পী সুজল চৌধুরী দেখেন কয়েকটি ঠাকুর ভাঙা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে খড়দা থানার পুলিশ। মৃৎ শিল্পালয়ে তাণ্ডবের ঘটনায় কারা জড়িত, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। তবে ২৬ মন্দির সংলগ্ন এলাকায় দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্যে বাড়ায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা। মৃৎ শিল্পী সুজল চৌধুরীর অভিযোগ, বহিরাগতরা এসে মদের আসর বসায় এবং ওরা নিজেদের মধ্যে ঝামেলা করে। রাতের অন্ধকারে তাঁর শিল্পালয়ে ঠাকুরের মূর্তি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। মৃৎ শিল্পীর দাবি, এবারে পুজোয় তিনি অনেক ঠাকুর বানানোর অর্ডার পেয়েছেন। কিন্তু এভাবে মূর্তি ভাঙলে তো কাজ পিছিয়ে যাবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুজো উদ্যোক্তাদের প্রতিমা সরবরাহ করা সম্ভব হবে না। তাঁর দাবি, দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য অবিলম্বে বন্ধ করা হোক। অপরদিকে স্থানীয় কাউন্সিলর শান্তনু ভট্টাচার্য বলেন, পুলিশ তদন্ত করে দোষীদের গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত শাস্তি দিক।

পুজোর বিকিকিনি... নিউ মার্কেটে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

গণেশ পুজোর প্যান্ডেলে চটুল গানের তালে তৃণমূল কাউন্সিলরের নাচ, বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বক্সে বাজছে চটুল ভোজপুরি গান। গণেশ পুজোর প্যান্ডেলে সেই চটুল ভোজপুরি গানের তালে উদ্দাম নৃত্য করতে দেখা গেল শাসকদলের এক কাউন্সিলরকে। এক বৃহন্নলার সঙ্গে কোমর দুলিয়ে তৃণমূল কাউন্সিলরের সেই নাচের দৃশ্য রীতিমতো নেট দুনিয়ায় ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। আর ভাইরাল হওয়া ভিডিও ঘিরে তৈরি হয়েছে জোর বিতর্ক। অভিযোগ, ভাইরাল সেই ভিডিওতে টিটাগড় ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রাজেন্দ্র সোনকারকে এক বৃহন্নলার সঙ্গে চটুল গানের তালে হাত-পা নেড়ে কোমর দুলিয়ে নাচতে দেখা গিয়েছে। যদিও সেই ভাইরাল ভিডিও-র সত্যতা যাচাই করেনি 'একদিন'। অবাকের বিষয়, উদ্দাম নাচের ভাইরাল ভিডিও ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্ককে আমল দিতে নারাজ তৃণমূল কাউন্সিলর রাজেন্দ্র সোনকার। তাঁর দাবি, ওটা অনেক পুরনো ভিডিও। সম্ভবত, ওটা ২০০৪ কিংবা ২০০৫ সালের ভিডিও। তাঁকে বদনাম করার জন্য ষড়যন্ত্র চলছে। কাউন্সিলরের দাবি, সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। তাই হয়তো গায়ে কাঁদা ছেটোনোর জন্য কেউ এখন নাচের পুরনো ভিডিও ভাইরাল করেছে। যদিও বিজেপি নেতা কুন্দন সিংয়ের দাবি, এটাই তো তৃণমূলের সংস্কৃতি। তাঁর বক্তব্য, ভিডিও ভালো করে দেখলেই বোঝা যাবে ওটা পুরনো নাকি নতুন। তাছাড়া ২০০৪-০৫ সালে এত ভালো গুণগত মানের ক্যামেরা যুক্ত অ্যান্ড্রয়েড ফোন ছিল না।

অযোগ্যদের তালিকা ঘিরে রাস্তায় নামছে শিক্ষক সমাজ, পরীক্ষা বয়কটের হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অযোগ্যদের তালিকা রাতেই প্রকাশ, ক্ষোভে ফেটে পড়লেন চাকরিহারা শিক্ষকরা; পরীক্ষা পিছোনোর দাবিতে ফের আদালতের দ্বারস্থ 'ওয়েটিং নট' মঞ্চ।

নিয়োগ দুর্নীতির মামলা যেন আরও ঘনীভূত। শনিবার রাত ৮টা নাগাদ স্কুল সার্ভিস কমিশন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে ১,৮০৪ জন অযোগ্য প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করতেই ক্ষোভে ফেটে পড়লেন যোগ্য অথচ চাকরিহারা শিক্ষকরা। অভিযোগ, এত দেরিতে তালিকা দিলে সুবল সোরেনের মতো আত্মঘাতী ঘটনা রোখা যেত না।

রবিবার চুঁচুড়ায় ক্ষুব্ধ শিক্ষকদের মুখপাত্র ও 'ওয়েটিং নট ফর ভেরিফিকেশন' মঞ্চের আহ্বায়ক সুমন বিশ্বাস ঘোষণা করেন, 'অযোগ্যদের তালিকা হাতে পেয়েই আমরা ফের সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছি। যারা রয়েছেন তাঁরা নির্দোষ, কলঙ্কমুক্ত। তাহলে কেন আবার পরীক্ষা? আমাদের চাকরি ফেরত দিয়ে বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে দিন। ন্যায় চাই। ন্যায়ের জন্যই আমরা আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছি।'

সুমনের তোপ, আগামী ৭ ও ১৪ সেপ্টেম্বর যে নতুন পরীক্ষা নেওয়ার কথা ঘোষণা হয়েছে, তা কার্যত শিক্ষক সমাজকে চাপে ফেলার চেষ্টা। 'এত কম সময়ে পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। ১ সেপ্টেম্বর করুণাময়ীতে মহামিছিল হবে। অনশন, অবস্থান বিক্ষোভ চলবে। পরীক্ষা পিছোতে হবে। নয়তো আমরা পরীক্ষা দেব না,' স্পষ্ট বার্তা সুমনের।

এখানেই থামেননি তিনি। অভিযোগ করলেন, রাজ্য সরকার যেন 'জাদু' দেখিয়ে রাষ্ট্রশক্তি ব্যবহার করে পরীক্ষা চাপিয়ে দিতে চাইছে। তাঁর হুঁশিয়ারি, 'এই পরীক্ষা হতে দেব না। বিরোধী দল, বিরোধী দলনেতা এবং সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন হবে।'

শিক্ষক সংগঠনের হুঁশিয়ারিতে ফের চাপে রাজ্য সরকার। বিরোধীরা ইতিমধ্যেই বলছে, কমিশন ও সরকারের গাফিলতিতেই নিয়োগ দুর্নীতির জট পাকাচ্ছে। এখন নজর, ফের সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার পর এই আন্দোলন কোন পথে মোড় নেয়।

হুইলচেয়ারের চাকা ঘুরল স্বপ্নের পথে, বেগড়ি হাইস্কুলের দুই ছাত্রের নস্টালজিয়া জাগানো আবিষ্কার

রাজীব মুখোপাধ্যায়

স্টিফেন হকিংয়ের হুইলচেয়ারের মতো বিজ্ঞানের হাত ধরে যদি স্বপ্নও এগোয়, তাহলে তার গন্তব্য হয় একেবারে অন্যরকম। ডোমজুড়ের বেগড়ি হাইস্কুলের মাঠে দাঁড়িয়ে যেন সেই স্বপ্নেরই হাতছানি। একাদশ শ্রেণির দুই ছাত্র; অয়ন দাস ও প্লাবন পাল; নিজেদের মনের ভিতরে জমে থাকা কল্পনা আর বিজ্ঞানের পাঠ মিলিয়ে তৈরি করল এক অভিনব হুইলচেয়ার। ফলাফল? একদম হকিংয়ের হাই-টেক চেয়ারের মতো বহুমুখী এক মডেল, যা দেখেই চমকে গেছেন বিজ্ঞান প্রদর্শনীর বিচারকরা।

২১ থেকে ২৪ অগস্ট সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্ক ময়দানে বসেছিল ২৮তম জাতীয় বিজ্ঞান প্রদর্শনী। সারা রাজ্যের শতাধিক স্কুলকে পিছনে ফেলে বেগড়ি হাইস্কুল পৌঁছয় মূলপর্বে। সেখানে ৩২টি মডেলের মধ্যে সেরার তাজ পরে নেয় এই হুইলচেয়ার। ছাত্রদের কথায়, এটা শুধু চেয়ার নয়, একজন

মানুষের স্বাধীনতার নতুন সংজ্ঞা।

হুইলচেয়ারটির বিশেষত্ব শুনলেই বোঝা যায় কেন এত প্রশংসা। হাত, পা, এমনকী চোখের মণি দিয়েও নিয়ন্ত্রণ করা যাবে চেয়ার। শরীর খারাপ হলে সংযুক্ত মোবাইলে পৌঁছে যাবে অ্যালার্ট মেসেজ। ঘরের টিভি, আলো, পাখা; সব নিয়ন্ত্রণ করা যাবে এখান থেকেই। বাড়ির বাইরে থাকলেও পরিবার জিপিএস ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে জানতে পারবে ব্যবহারকারীর অবস্থান। রাস্তায় বাধা এলেই চেয়ার থেমে যাবে, হাম্প পড়লে কমে যাবে গতি। আর এই গোটা প্রযুক্তি চলে মাত্র ১২ ভোল্টের ব্যাটারিতে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, মাত্র ১৫ হাজার টাকার মধ্যে তৈরি হয়েছে মডেলটি। বড় পরিসরে উৎপাদন হলে দাম আরও কমবে ১২-১৩ হাজারে নেমে আসবে বলেই দাবি অয়ন-প্লাবনের।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিপ্লব গিরির গলায় গর্ব ঝরে পড়ছে, সিনিয়ার বিভাগে সেরা নির্বাচিত হওয়া আমাদের জন্য বিশাল প্রাপ্তি। ওরা প্রমাণ করল, বিজ্ঞানকে ভালোবেসে কল্পনার ডানা মেললে গ্রামের স্কুল থেকেও বিশ্বমানের উদ্ভাবন বেরতে পারে।

শিক্ষক প্রীতিময় ভট্টাচার্য বললেন, এই প্রজন্মের হাতে আমরা ভবিষ্যতের ভারত দেখতে পাচ্ছি। অয়ন হাসতে হাসতে জানাল, আমাদের লক্ষ্য ছিল ভিন্নভাবে সক্ষমদের একটু বেশি স্বাধীনতা দেওয়া। যদি আমাদের আবিষ্কার কারও জীবনকে সহজ করে, তাতেই আমাদের স্বপ্ন পূর্ণ হবে। প্লাবন যোগ করল, আমরা চাই, এই চেয়ার একদিন সবার নাগালে পৌঁছক। প্রযুক্তি মানুষের কাছে আসুক, দূরে না যাক। স্টিফেন হকিংয়ের হুইলচেয়ার হয়তো দূরের কোনো প্রতীক, কিন্তু বেগড়ির এই দুই কিশোর প্রমাণ করল; স্বপ্ন, বিজ্ঞান আর নিষ্ঠা একসঙ্গে চললে ভবিষ্যৎ সত্যিই হাতের নাগালে আসে।

কলকাতা 'অসুরক্ষিত' শহরের তালিকায়, সমীক্ষা ঘিরে তীব্র বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নারীদের জন্য নিরাপদ নয় কলকাতা! জাতীয় মহিলা কমিশনের নয়া সমীক্ষায় এমনই দাবি ঘিরে শুরু হয়েছে প্রবল বিতর্ক। ২০২৪ সালের অগস্ট থেকে ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত পার্ক স্ট্রিট, সাউথ কলকাতা ল' কলেজ, আরজি কর হাসপাতালের মতো একাধিক ভয়াবহ গণধর্ষণ ও নিগ্রহের ঘটনা কলকাতার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। এবার সরকারি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, কলকাতায় ছ'জনের মধ্যে চারজন নারী রাতের শহরে নিজেদের অনিরাপদ মনে করেন। তরুণীদের ক্ষেত্রে (২৪ বছরের নিচে) প্রকাশ্যে হয়রানির

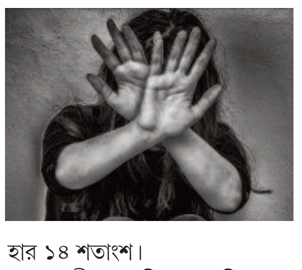

হার ১৪ শতাংশ।

জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া রাহতকর জানিয়েছেন, ৩১টি শহরের ১২,৭৭০ জন মহিলাকে নিয়ে সমীক্ষা চালানো হয়। এর ফলেই কলকাতা দেশের অনিরাপদ শহরের তালিকায় স্থান পেয়েছে। তাঁর মন্তব্য, নারী নিরাপত্তা মানে শুধু আইনশৃঙ্খলা নয়, সমাজকেও দায়িত্ব নিতে হবে।

তবে এই রিপোর্ট নিয়ে মতবিরোধ তীব্র। তৃণমূলপন্থী আইনজীবীদের দাবি কলকাতা অন্য শহরের তুলনায় অনেক বেশি নিরাপদ। যদিও কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন এডিজি নজরুল ইসলাম জানান, যে সব ঘটনা ঘটেছে, তাতে কলকাতাকে অনিরাপদ বলা একেবারেই যুক্তিযুক্ত।

বিশেষজ্ঞদের মতে, রিপোর্ট বিতর্কিত হলেও নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনিক উদ্যোগের পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতাও বাড়াতে হবে।

সম্পাদকীয়

এসএসসি-র দাগিদের তালিকায় খুলে গেল প্যান্ডোরার বাক্স

আর কোনও রাখঢাক নেই। খুলে গিয়েছে প্যান্ডোরার বাক্স। বেরিয়ে পড়েছে একের পর এক নাম। যে পাপ ঢাকতে গত প্রায় এক দশক ধরে কোটি কোটি টাকা খরচ করে মামলা, মোকদ্দমা চালিয়ে গেল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার, শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের এক ধমকে দাগী বা অযোগ্য শিক্ষকদের নামের তালিকা প্রকাশ করে দিল এসএসসি বা স্কুল সার্ভিস কমিশন।প্রমাণ হয়ে গেল পাপ সারাজীবন ঢেকে রাখা যায় না। প্রথম তালিকায় সব মিলিয়ে নামের সংখ্যা প্রায় আঠারোশো। আর তালিকা বের হতেই হুলস্থুল পড়ে গিয়েছে তৃণমূলের অন্দরে। কে কার দিকে আঙুল তুলবে? ঠক বাছতে গাঁ উজাড় হওয়ার অবস্থা। কে নেই তালিকায়? বিধায়কের ছেলেমেয়ে থেকে বৌমা, জামাই বা নিকটাত্মীয়, কাউন্সিলরের স্ত্রী, পরিবারের সদস্য, কোথাও খোদ কাউন্সিলর নিজেই, জেলাস্তরের নেতা, জেলা পরিষদের সদস্য, এলাকার তৃণমূল নেতা থেকে পুরসভা বা পঞ্চায়েতের দাপুটে নেতা বা জনপ্রতিনিধি, বাদ নেই কেউই। তালিকা সামনে আসতেই অনেকেই অবশ্য ভ্যানিস!। অনেকে আবার নির্লজ্জের মতো এখনও বলে যাচ্ছেন, আমি নিয়ম মেনে পরীক্ষা দিয়েই চাকরি পেয়েছি। অনেকে আবার ‘সাবজুডিস’ বলে দায় এড়াচ্ছেন।’ সত্যটা ঠিক সামনে আসবে’ বলে হুঙ্কার ছাড়ছেন এখনও কেউ কেউ। মোদ্দা কথা শাসক দলের কেষ্টবিষ্টুরা বড়সড় বিপদে পড়ে গিয়েছেন। এভাবে একেবারে হাটে হাঁড়ি ভেঙে যাওয়ার কথা তাঁরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। আর কত এড়াবেন? পাপ কখনও চাপা থাকে না, তা ফের প্রমাণিত হল। তবে তালিকা দেখে যাঁরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন, তাঁদের জন্য খারাপ খবর শুনিয়েছে কমিশন। এখনও নাকি অ-নে-ক বাকি। তার মানে ‘পিকচার আভি ভি বাকি হ্যায়’,। যা আস্তে আস্তে আসবে। ফলে আরও কিছু নেতা- মন্ত্রীর মুখোশ খোলার অপেক্ষা। কবে আসবে সেই তালিকা, তুঙ্গে জল্পনা। এর মধ্যে দাগীদের রক্তচাপ আরও বাড়িয়ে চাকরিপ্রার্থীদের আইনজীবী ফিরদৌস শামিম হুঙ্কার ছেড়েছেন, সব নাম প্রকাশ করতে হবে৷ নাহলে ফের সুপ্রিম কোর্টে যাবো। ফলে আপাতত কদিন এদিকেই নজর থাকবে আম জনতার। আর সেটাই স্বাভাবিক। কারণ, স্বাধীনতার পর এতবড় প্রশাসনিক দূর্নীতির সাক্ষী হয়নি বাংলা।

শব্দবাণ-৩৭৫

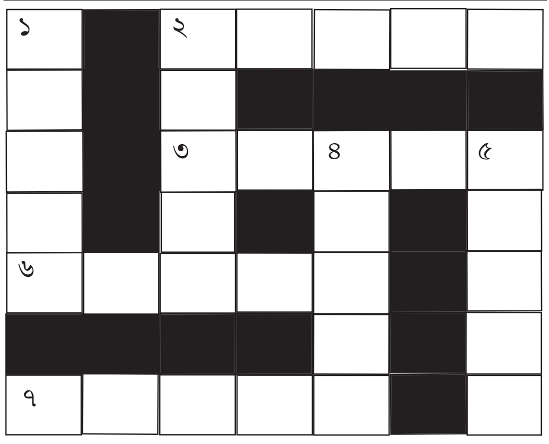

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. ভাগ্যহীন, অভাগা ৩. বিদ্যাচর্চার স্থান ৬. পইতে দেওয়া ৭. সৎস্বভাব, সচ্চরিত্র।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. কোনো-না-কোনো লোক ২. অগ্নিদেব ৪. পছন্দ করা, নির্বাচন ৫. কদম ফুলের আকৃতির সাদা রসালো মিষ্টিবিশেষ।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৭৪

পাশাপাশি: ১. এতিম ২. উপজ্জা ৫.অঞ্চল ৮. লাঞ্ছন ৯. দরদ।
উপর-নীচ: ১. এক্সট্রা ৩. জ্ঞানত ৪ .পঞ্চত্ব ৬. গোশালা ৭. বিচ্ছেদ।

জন্মদিন

আজকের দিন

পিএ সাংমা

১৯২৩ *বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব হবিব তনভীরের জন্মদিন।*
১৯৪৭ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ পিএ সাংমার জন্মদিন।*
১৯৬৪ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী নচিকেতা চক্রবর্তীর জন্মদিন।*

রাষ্ট্রীয় আদালতে সময়ের যূপকাষ্ঠে কূপিত অভিযুক্ত

এই সারদা গ্রুপের রাম রাজত্ব কিন্তু শুরু হয়েছিল সিপিএমের জানাতেই। সেই সময় সিপিএমের মুখপত্র থেকে রাজ্যের অধিকাংশ বৃহৎ সংবাদ মাধ্যম গোষ্ঠীকে ঢালাও বিজ্ঞাপন দেওয়া হতো সারদার তরফে। মজার বিষয় হলো তখনও সবাই কিন্তু জানতেন জনগণের কাছ থেকে আত্মসাৎ করা অর্থই তারাও হাত পেতে গ্রহণ করতো বিজ্ঞাপনের ব-কলমে। যেমনটি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁকা ছবিও কিন্তু তদানীন্তন সময়ে চড়া দামে কিনতেন এহেন চিটফান্ড কারবারীরা। এমনকি সেই ছবি বিক্রির নায্য করের টাকা সরকারি কোষাগারে সঠিক পন্থায় জমা আদৌ পড়েছিল কিনা তা নিয়েও খোলা বাজারে কম বিতর্ক ওঠেনি। এছাড়া বহুল সমালোচিত ডেলোর বৈঠক নিয়ে বহু ফিসফিস আজও ভূত তাড়ানোর মতো তৃণমূলকে মাঝেমধ্যেই ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। ফলে রাজ্যে প্রশাসনিক চূড়া থেকে শাসক তৃণমূল এবং বিরোধী সিপিএম সহ স্থানীয় সিংহভাগ প্রতিষ্ঠিত সংবাদ মাধ্যমগুলো কপটিতে চা খাওয়ার আদলে সারদাকে পরখ করতে যে কেউ কসুর করেনি তা এই বাংলার বিভিন্ন অলিতে গলিতে একসময়ের অন্যতম খিল্লির কারন হয়ে উঠেছিল। সুতরাং চা খেয়ে কাপটি ফেলার দায় কিন্তু অনেকেরই গায়ে ব্ল্যাকস্পষ্ট হয়ে রয়ে গিয়েছে এখনও সারদাকে কেন্দ্র করে।

সুবীর পাল

এ কোন প্রহসন? মানুষের জীবনের বারোটা বছর! শুধু মূল্য চোকাতে হলো নির্দোষ প্রমাণে। স্রেফ কারাবন্দি হয়ে। এটাই কি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় নাগরিকের এক তরফা প্রাপ্তির বাধ্যবাধকতা?

অবশেষে বহু প্রত্যাশিত নির্দোষ তকমাটা পেয়েই গেলেন সুদীপ্ত সেন ও দেবযানী মুখোপাধ্যায়!

একদা ঝাঁ চকচকে সারদা সাম্রাজ্যের জোড়ি নাম্বার ওয়ান অধীশ্বর ও অধীশ্বরী।

ঠকবাজি কালো টাকার বেতাজ বাদশা এবং তাঁর বিশ্বস্ত কালোয়ার সাম্রাজ্ঞী। এমনই সোচ্চারে তো একদা মুখরিত ছিল এই বাংলা।

বাংলার চিটফান্ড জগতে এঁরাই তো এখন পাড়ায় পাড়ায় দোকানের ঠেকে, আলোচনার বেঞ্চে নতুন করে তুফান ছোটানো কড়া লিকারের চায়ে পে চর্চা। এক্কেবারে লা জবাব সমালোচনা বলতে যা বোঝায়। সেটাতেও হাজির তাঁদের অতীত কৃতকর্মের নানান ফর্দ ফিরিস্তি। একরকম ফুটন্ত ইস্যু বলে কথা। কে ছাড়ে মশাই বলুন তো টিপ্পনী দেওয়ার এমন সুযোগটা। এককেতেই তারিখ পে তারিখ নিয়ে আদালতের শল্য চিকিসায় সদা বিব্রত বাঙালি ব্যক্তিবর্গ। তার উপর কারাগারের গরাদে কুঠরী প্রান্তে রয়ে যাওয়া জীবনের বারোটা বছরের প্রমাণহীন বারোমাস্যা। তা হতেই পারে রাষ্ট্রীয় আদালতের এটাই আইনগত সময়লব্ধ বেচারা দস্তুর। কিন্তু জনতান্ত্রিক ভারতে আরও এক আদালত রয়ে গেছে সমান্তরাল স্বমহিমায়। তা যে গণ আদালত। সেখানেও বিচার হয়। তার মহামান্য বিচারপতি যে আমআদমি গণদেবতা মহাশয়। তাঁর বিচারে তো বারো বছর মানে, কত দূর আর কত দূর... বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। কিইবা আর করার আছে। ইহাই যে প্রকৃত রাষ্ট্রযন্ত্র। আর তার নাগরিক তো বরাবরের ‘প্রয়োজন এন্ড কোম্পানী’র ল্যাবরেটরিতে বন্দি থাকা পরীক্ষিত গিনিপিগ। হয়তো তাই রাষ্ট্রীয় দয়ায় করুণার বশবর্তী হয়ে হাজার হলেও দেখতে দেখতে প্রায় এক যুগ পর উনারা দোষমুক্তির আইনি তাবিজ পেয়েছেন বলে কথা।

ভাই সব থোড়া রুকো রুকো, ধরতি ভি ফির বহোত হিলনা হ্যায় আভি। এহি মামলা কা আসলি জোড় কা ঝটকা হ্যায় না! এক যুগ! মানে বারোটা বছর? তারপর রাষ্ট্রীয় কোর্ট কক্ষের ঘোষণা, ‘প্রমান নাই।’ এরপরেই সদর্পে অফিসিয়াল কলমের অনুমোদন, বেকসুর খালাস। কি অদ্ভুত তাই না? আচ্ছা এটা কি ধরণের তামাশা শুনি? দুটি মানুষের জীবনের বারো, বারোটা বছর! স্রেফ তছনছ। জীবনের এই সময়পঙ্গুতার দায় কার? দেশ কিভাবে প্রলেপ লাগাবে, তাঁদের হারিয়ে ফেলা একটা লম্বা যুগের হারিয়ে যাওয়া প্রতি মুহূর্তের জমে থাকা অসম্মানগুলোর গাত্রে গাত্রে? জবাব আছে কি আইন ব্যবস্থা থেকে আইনসভার কাছে? হায়রে দেশমাতৃকা, তোমার তথাকথিত সেবকেরা (?) কেমন যেন এই প্রসঙ্গে অদ্ভুত রকমের নিরুত্তর। অনেকটা উদাসীনও।

পাঠকের স্মরণকে আরও একবার উস্কে দিয়ে একটু না হয় ফিরেই যাওয়া যাক ক্যালেন্ডারের পরিত্যক্ত পাতার বিবর্ণ খোপে খোপে। সময়টা ২০১৩ সাল। সারদা নামক একটি চিটফান্ডকে কেন্দ্র করে সারা রাজ্য জুড়ে তুমুল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল। আমানতকারী ও এজেন্টদের মধ্যে লেগে যায় খণ্ডযুদ্ধ। ওই চিটফান্ডের বিভিন্ন দফতরে জমাকৃত টাকা খুইয়ে ক্ষুব্ধ আমআদমি চালাতে থাকে অবাধ ধর্ণা ও ভাঙচুর। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ওই প্রতিষ্ঠানের দুই সর্বেসর্বা সুদীপ্ত সেন এবং দেবযানী মুখোপাধ্যায় দেশের নানা জায়গা ঘুরে শেষে পালিয়ে যান কাশ্মীরের সোনমার্গে। সেই সন্ধান পেয়ে কলকাতার হেয়ার স্ট্রিট থানার পুলিশ সেখান থেকে তাঁদের গ্রেফতার করে। এই গ্রেফতারি নিয়েও তখন রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন সমালোচনা শোনা গিয়েছিল। অনেকে সোচ্চার হয়েছিলেন এই অভিযোগে, সারদা কর্তার সঙ্গে রাজ্যের শাসক সরকার ও তৃণমূল দলের একটা মৌখিক গোপন সমঝোতার মধ্যে দিয়েই নাকি এই গ্রেফতার পর্ব সম্পন্ন হয়েছিল। এও গুঞ্জন চাউর হয়ে গিয়েছিল যে তদানীন্তন তৃণমূলের এক প্রবীণ সেকেন্ড ইন কমান্ডের কাছে নাকি পূর্ব পরিকল্পনা মতো অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়ে ছিলেন উক্ত সারদা কর্তা। তাতে রোগীর বদলে ছিল কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। কাশ্মীর যাওয়ার আগে সুদীপ্ত সেন নিজের কাছে যাবতীয় গচ্ছিত জনমানসের আমানতের সেই টাকাই দিয়ে যান সেই নেতাকে ভরসা করে। মানুষের স্মৃতিতে সম্প্রতি অনেকটাই অপাঙ্ক্তেয় হয়ে যাওয়া সেই নেতা ওই বিপুল পরিমাণ অর্থ নিয়ে আদতে কি করলেন তার হদিশ নিতে গিয়েই একদা তৃণমূলের সর্বোচ্চ স্তরের থিঙ্কট্যাঙ্কে অন্তর্দ্বন্দ্ব চরমে ওঠে। এরপরেই এই গ্রেফতারি অনেকটা স্ক্রিপটেড নাটকে পরিণত হয়েছিল, এমনটাই তখন অনেকেই মনে করতেন। কারণ বিভিন্ন চিটফান্ড ইস্যুকে কেন্দ্র রাজ্যবাসীর মধ্যে সরকারের বিরোধী মনোভাব তুঙ্গে উঠেছিল। সেই আক্রোশকে ধামাচাপা দিতে শাসক নেতৃত্বের কাছে এদের দুজনকে গ্রেফতার করাটা অনেকটা এক ঢিলে দুই পাখি মারার মতোই অতি প্রাসঙ্গিকতার রূপ নেয়।

উল্লেখ্য, এই সারদা গ্রুপের রাম রাজত্ব কিন্তু শুরু হয়েছিল সিপিএমের জানাতেই। সেই সময় সিপিএমের মুখপত্র থেকে রাজ্যের অধিকাংশ বৃহৎ সংবাদ মাধ্যম গোষ্ঠীকে ঢালাও বিজ্ঞাপন দেওয়া হতো সারদার তরফে। মজার বিষয় হলো তখনও সবাই কিন্তু জানতেন জনগণের কাছ থেকে আত্মসাৎ করা অর্থই তারাও হাত পেতে গ্রহণ করতো বিজ্ঞাপনের ব-কলমে। যেমনটি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁকা ছবিও কিন্তু তদানীন্তন সময়ে চড়া দামে কিনতেন এহেন চিটফান্ড কারবারীরা। এমনকি সেই ছবি বিক্রির নায্য করের টাকা সরকারি কোষাগারে সঠিক পন্থায় জমা আদৌ পড়েছিল কিনা তা নিয়েও খোলা বাজারে কম বিতর্ক ওঠেনি। এছাড়া বহুল সমালোচিত ডেলোর বৈঠক নিয়ে বহু ফিসফিস আজও ভূত তাড়ানোর মতো তৃণমূলকে মাঝেমধ্যেই ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। ফলে রাজ্যে প্রশাসনিক চূড়া থেকে শাসক তৃণমূল এবং বিরোধী সিপিএম সহ স্থানীয় সিংহভাগ প্রতিষ্ঠিত সংবাদ মাধ্যমগুলো কপটিতে চা খাওয়ার আদলে সারদাকে পরখ করতে যে কেউ কসুর করেনি তা এই বাংলার বিভিন্ন অলিতে গলিতে একসময়ের অন্যতম খিল্লির কারন হয়ে উঠেছিল। সুতরাং চা খেয়ে কপটি ফেলার দায় কিন্তু অনেকেরই গায়ে ব্ল্যাকস্পষ্ট হয়ে রয়ে গিয়েছে এখনও সারদাকে কেন্দ্র করে।

প্রাথমিক ভাবে ২০১৩ সালে তিনটে মামলা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দায়ের করে হেয়ার স্ট্রিট থানা। তাতে মাত্র ১৫ লক্ষ টাকার প্রতারণার অভিযোগ রুজু হয়। পরবর্তী সময়ে রাজ্য সরকারের তরফেও দুজনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল। একে একে ইডি, সিবিআই ও সেবিও মামলা ঠোকে সারদার দ্বিজ শিরোমণির বিপক্ষে। তারপর সারা রাজ্যের বিভিন্ন থানায় এদের বিরুদ্ধে নালিশ দায়ের হলে প্রায় দুশোটি মামলা চলতে থাকে এই সারদা কর্তাদের নিশানা বানিয়ে। সেই গ্রেফতারির সময়কাল থেকে তাঁরা আজও জেলবন্দি। কারণ ২০২৫ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত তাঁদের জামিন নামঞ্জুর হয়ে এসেছে দীর্ঘ বারো বছর যাবৎ নানা মামলার দুর্বিপাকে।

এ পর্যন্ত সবকিছুই জনগণের গা সাওয়া হয়ে গেলেও আচমকা পট বদল ঘটে যায় গত ১৯ আগস্ট। হেয়ার স্ট্রিট থানার দায়ের করা প্রথম তিনটি মামলায় বেকসুর খালাস পেয়ে যান সুদীপ্ত সেন এবং দেবযানী মুখোপাধ্যায়। যদিও অন্যান্য মামলায় জামিন এখনও না মেলায় তাঁদের এখনই কারাগারবাস মুক্তি আজও বাস্তবায়িত হয়নি। একইসঙ্গে এটাও আদালতে প্রমাণিত যে সংবিধানের ৪২০ ও ৪০৬ ধারা অনুসারিত ওই তিনটি মামলায় প্রসিকিউশনের তরফে সুনির্দিষ্ট প্রমাণাদি দাখিল করা এযাবৎ সম্ভবপর হয়নি। ফলে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে তাঁরা নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছেন।

ব্যাঙ্কশাল কোর্টের এই রায় সম্পর্কে অনেকেই কিন্তু সহমত পোষণ করেননি। তা হাটে ঘাটে বাজারে একটু কান পাতলেই এই নির্দেশ সম্পর্কে বহুবিধ বচন কানে আসে। এমনকি তদন্তকারী পুলিশ, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী তিন সংস্থা এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই মামলায় প্রকৃত তথ্য যোগানের ক্ষেত্রে কতটা সদর্থক ভুমিকা পালন করা হয়েছিল তা নিয়েও সম্প্রতি বহুজন প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

তবে ব্যাঙ্কশাল কোর্টের এই রায় সম্পর্কে রাজ্য জুড়ে সৃষ্টি হয়েছে এক নতুন বিতর্কের আবহ। ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেক অভিযুক্তের আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ অবস্থান রয়েছে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে। কিন্তু কে শোনে কার কথা? কাকস্য পরিবেদনা। কি ভয়ঙ্কর দমবন্ধ করা পরিণতি এই আইনি অনুশাসনের। আদালতের পর্যবেক্ষণে অভিযুক্ত নির্দোষ। কিন্তু এই নির্দোষ প্রমাণিত হতে সময় লাগলো কত? নয় নয় করে টানা বারোটা বছর। সুতরাং এই মামলার বিচারের অধীনে তাঁরা কারাবাস করলেন কতদিন? উত্তর একটাই, একটানা এক যুগ। অথচ রাষ্ট্রীয় আদালতের চোখে তাঁরা আগাগোড়া আপাদমস্তক পরিপূর্ণ নির্দোষ। কি আশ্চর্য তাই না? তাঁদের জীবন থেকে বারোটা বছর কেড়ে নিয়ে অভিযুক্তের তকমা লাগিয়ে সমাজে জোচ্চোর সাজিয়ে এই অযথা যে কারাবাস করানো হলো, এর দায় কার? রাষ্ট্র বলবে সেই এক বিরক্তিকর সানাইয়ের পোঁ। আদালতের সংখ্যা কম। বিচারপতিও সীমিত সংখ্যক। বিচারাধীন মামলার পাহাড় জমে হিমালয়ের উচ্চতা সম। এতো কৈফিয়তের বিপক্ষে একটা না হয় প্রতি প্রশ্ন তোলাই যাক। কি বলেন! ভারতবর্ষ তো ৭৯ তম স্বাধীনতা দিবস পালন করলো গত ১৫ আগস্ট। বারেবারে দেশের শাসনভার নির্বাচনের মাধ্যমে বিভিন্ন দল ভোগ করে চলেছে একাধিক ক্ষেপে। প্রতিটি নাগরিক বিভিন্ন পন্থায় ট্যাক্সও দিয়ে চলেছেন যথারীতি। একদম নিরবিচ্ছিন্ন পর্যায়ে। তাহলে দেশীয় বিচার ব্যবস্থার পরিকাঠামোগত অনুন্নতির এই অপদার্থতার দায় কি সুদীপ্ত সেন বা দেবযানী মুখোপাধ্যায়দের মতো অভিযুক্তরা নীরবে বহণ করে বেড়াতে বাধ্য হবেন কলুর চোখ বাঁধা বলদের ঘরাণায়? শুধু জীবন থেকে বিনা বিচারে বছরের পর বছর একতরফা ভাবে কেড়ে নেওয়া অভিযুক্তদের একতরফা ব্রয়লার মুরগি বানিয়ে, কিন্তু যাঁদের জবাব দেওয়ার কথা তাঁরা শুধু স্পিকটি নট্ হয়ে থাকবেন, এটা কোন ধরণের রাষ্ট্রীয় নৈতিকতা? তাছাড়া তদন্তকারী সংস্থাগুলোর নির্লজ্জ সেটিংয়েই আফিম মত্ততা বর্তমানে এমন জন কলরবে যে বাংলা অধুনা উত্তাল। আদালতের এই নির্দেশের পরেও অনেকগুলো সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেগুলো হলো, সারদায় জমে থাকা মানুষের এই আমানতের টাকা কে বা কারা হজম করলো? কেউ কি ব্যক্তি বিশেষে নাকি দলগত ভাবে ওই অর্থ গায়েব করলো? যাঁরা অন্তরালে থেকে টাকা চৌপট করলো তাঁদের বিরুদ্ধে আর কবে বিচার শুরু হবে? ওই অর্থ কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে? আমানতকারীরা তাঁদের জমাকৃত অর্থ কি আদৌ ফিরে পাবে? এখানে একটা গানের কলি খুব মনে আসে, ‘তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না, করে শুধু মিছে কোলাহল।’ সবশেষে একটা অতি স্পর্শকাতর প্রাসঙ্গিক মন্তব্য তুলে ধরা যাক। বক্তব্যটি দেবযানী মুখোপাধ্যায়ের মা শর্বরীদেবীর। তিনি কিছুটা শ্লেষের সুরেই বলে ওঠেন ব্যাঙ্কশাল কোর্টের নির্দেশ প্রকাশিত হবার পরপরেই, ক্ষ্মআমার মেয়ের বিচার ব্যবস্থার উপর এখনও পূর্ণ আস্থা রাখেন। তাই এই নিয়ে মেয়ে একটি কথাও কখনও উচ্চারণ করেননি। আদালতের এই রায় প্রমাণ করে যে দেবযানী নিরাপরাধ। মেয়ের এই নির্দোষ অধ্যায় আদালতের বুঝতে বারোটা বছর লেগে গেল। আশাকরি বাকি মামলা থেকেও তিনি নিষ্কৃতি পাবেন অচিরেই। আদালতের এই দীর্ঘসূত্রিতা আমাদের মতো অতি সাধারণ নাগরিকের কাছে সত্যি দুঃস্বপ্নের। খামোখা একটা মানুষের অনেকখানি লম্বা জীবন নষ্ট করে দেয়। এই যন্ত্রণার কথা কাকে বলবো বলুন তো?ক্ষ্ম

এবার একটা কথা বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, শর্বরীদেবীর এই প্রশ্নটা কি আপনারও নয়?

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

এসএসসির দাগি তালিকায় আরামবাগের একাধিক তৃণমূল নেতা-নেত্রীর নাম, অস্বস্তিতে শাসক দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আগেই পশ্চিমবঙ্গের এসএসসি পরীক্ষার দুর্নীতির পর্দা ফাঁস হয়েছিল। এবারে এসএসসির দাগি শিক্ষকদের তালিকায় হুগলি জেলা পরিষদের ৪৫ নম্বর জেলা পরিষদ আসনের জয়ী তৃণমূল প্রার্থী সাইনা সুলতানার নাম থাকায় চাঞ্চল্য। পাশাপাশি আরামবাগ মহকুমার একাধিক হেভিওয়েট তৃণমূল নেতা ও জনপ্রতিনিধি এবং তাদের আত্মীয়দের দাগি তালিকায় নাম থাকায় শোরগোল আরামবাগ মহকুমা জুড়ে। জানা গিয়েছে, খানাকুলের তৃণমূল নেতা বিভাস মালিক ও তাঁর স্ত্রীর দাগি তালিকায় নাম রয়েছে। বিভাস মালিকের নাম ৩১৬ নম্বরে রয়েছে। হুগলির প্রাক্তন জেলা পরিষদের সদস্য তিনি। বিভাস তারকেশ্বরের একটি বিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। শুধু বিভাসের নাম নয়, ১৩৩২ নম্বরে নাম রয়েছে বিভাসের স্ত্রী সন্তোষি মালিকেরও। ২০১৬-য় স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই চাকরি পেয়েছিলেন। ওই সময় অর্থাৎ ২০১৩ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত জেলা পরিষদের সদস্য ছিলেন বিভাস। পাশাপাশি তৃণমূল নেত্রী সাইনা সুলতানার নাম ১২৪১ নম্বরে রয়েছে। তিনি রাজহাটি বন্দর হাইস্কুলে কর্মরত ছিলেন। এমনকী খানাকুল এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সহ-সভাপতি তথা বর্তমান পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নইমুল হকের স্ত্রী নমিতা আদকের নাম ৯১৫ নম্বরে আছে। তিনি আরামবাগের দুর্গাদাস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। তবে তৃণমূল নেত্রী সাইনা সুলতানা খানাকুলের মাইনান এলাকার বাসিন্দা হলেও মহকুমা জুড়ে তাঁর দাপট ছিল। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় তৃণমূলকে আক্রমণ করতে আসরে নেমে পড়েছে বিরোধীরা। অভিযোগ, ফাঁকা ওএমআর শিট জমা দিয়ে শিক্ষকতার চাকরি করার অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূলের এই সব নেতা-নেত্রী ও তাঁদের নিকট আত্মীয়দের বিরুদ্ধে। যদিও এই বিষয়ে বারবার তৃণমূল নেত্রী সাইনা সুলতানা থেকে শুরু করে বিভাস মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তাঁরা ফোন তোলেননি। তবে স্থানীয়রা স্বীকার করেছেন, ওরা তৃণমূলের নেতা নেত্রী ছিলেন। এই বিষয়ে খানাকুল এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দিপেন মাইতি বলেন, 'তৃণমূল করতেন। এটা তো শিক্ষা দপ্তর ও কোর্টের বিষয়। তাই দুর্নীতি নিয়ে কিছু বলবো না।' অপরদিকে বিজেপি নেতা বিমান ঘোষ বলেন, 'এটা সম্পূর্ণ তালিকা নয়। আরও যারা জড়িত তাদের পুরো ঠিকানা-সহ নাম প্রকাশ করা দরকার। আসলে তৃণমূল সরকার আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত। স্বাভাবিকভাবেই তৃণমূল নেতা নেত্রীরা দুর্নীতিগ্রস্ত। তাঁরা টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছিল এটা প্রমাণিত। এই দুর্নীতিপ্রায়ণ তৃণমূল দলের জন্য মেধাবি ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হল। এর জন্য দায়ি তৃণমূল। এর জবাব বাংলার মানুষ ২০২৬ সালে দেবে।' সবমিলিয়ে এসএসসির দাগি তালিকায় নাম থাকায় তীব্র অস্বস্তিতে জেলা তৃণমূল শিবির।

বিজেপি আক্রমণ করলেও, তৃণমূলের মহিলা সাংসদরা চুপ করে বসে থাকেন: কল্যাণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: 'দিদি-অভিষেকের কাছে অনেক কথা ফিল্টার হয়ে যায়। সংসদে আমাকে হুমকি দেওয়া হলে, দলের মহিলা সাংসদরা চুপ করে বসে থাকেন', ফের এমনই বিস্ফোরক মন্তব্য করে দলেরই মহিলা সাংসদদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিতে দেখা গেল শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্রের সঙ্গে শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে আসে। একবার নয়, একাধিকবার সামনে আসে সেই দ্বন্দ্ব। সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয় নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশও করেন। চিফ হুইপ পদে ইস্তফাও দেন তিনি। তাঁর জায়গায় কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে লোকসভার চিফ হুইপ করে দল। ডেপুটি লিডার পদ দেওয়া হয় শতাব্দী রায়কে। আর এবার কল্যাণ দাবি করলেন, তাঁকে আক্রমণ করা হলেও তৃণমূলের মহিলা সাংসদরা কোনও প্রতিবাদ করেন না। শ্রীরামপুরের সাংসদ এদিন বলেন, 'রমেশ বিধুরী মহুয়া সম্পর্কে যে বাজে বাজে কথা বলেছে সেগুলো গ্রহণযোগ্য না। মহুয়ার ন্যায় বা অন্যায় নিয়েও আমি কোনও কথা বলব না। ঠিক একই সময়ে সংসদে দাঁড়িয়ে রাজীব প্রতাপ রুডি মহুয়াকে সমর্থন করতে গিয়ে আমাকে থ্রেট করেছিলেন। সেখানে ডেপুটি লিডার শতাব্দী রায় উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু সেদিন তিনি রাজীব প্রতাপ রুডিকে কিছু বলেননি। আর মহুয়া তো বলবেই না ছেড়ে দিন। আমাকে যখন অ্যাটাক করা হচ্ছে, তখন তৃণমূলের মহিলা মহল সব চুপ করে বসে থাকেন।' কল্যাণের অভিযোগ, বিজেপি আক্রমণ করলেও তৃণমূলের মহিলা সাংসদরা সবাই চুপ করে বসে থাকে। সমাজবাদী পার্টির সাংসদরা সেদিন তাঁকে সমর্থন করেছিলেন বলেও দাবি করেন কল্যাণ। চিহ্নিত 'অযোগ্য'দের নামের তালিকায় রয়েছে তৃণমূলের একাধিক নেতা-নেত্রীর নাম। কোনও নেতার মেয়ে, কোনও নেতার পুত্রবধূ, আবার কোনও নেতা নিজেই আছেন সেই তালিকায়। এবার তৃণমূল সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পালটা দাবি, তালিকায় বিজেপির লোকজনের নামও আছে, সেগুলো খুঁজে বের করতে হবে। এই প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নামও জড়িয়েছেন কল্যাণ। তৃণমূল সাংসদ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'খবরেই তো বেরিয়েছে বিজেপি নেত্রীর নাম। আগে তৃণমূল করত, এখন বিজেপি করে। সব শুভেন্দু অধিকারী করিয়েছে। দুই মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ যেখানে যেখানে শুভেন্দু অধিকারীর আধিপত্য ছিল সেখানে কী হয়েছিল খোঁজ নিন।'

বিজেপির ভাঙচুর মানুষ দেখছেন, এরপর খেলা জমবে: কাঞ্চন মল্লিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শনিবার উত্তরপাড়া পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচি আয়োজিত হল মাখলা বন্ধুমহল ক্লাবে। এই উপলক্ষে ওয়ার্ডের বাসিন্দারা তাঁদের সমস্যার কথা লিপিবদ্ধ করেন। কেউ জানালেন বার্ধক্য ভাতার পাচ্ছেন না, কেউ আবার জানালেন লদীর ভাণ্ডারের কথা। উত্তরপাড়া পুরসভার অফিসাররা টেবিলে বসে ৬টি বুথের এলাকার বাসিন্দাদের অভাব অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেন। তাঁরা বাসিন্দাদের আশ্বাস দেন, তাঁদের সব অভিযোগ সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই প্রসঙ্গে উত্তরপাড়ার বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক বলেন, 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান প্রকল্পে সাধারণ মানুষের উৎসাহ চোখে পড়ার মতো। সরকার মানুষের কাছে আসছে, তাঁদের কিসের সমস্যা জানতে চাইছে, এটা বড় প্রাপ্তি। আগে মানুষকে সরকারের কাছে ছুটতে হতো। সমস্যার কথা জানাতে হলে, সরকারি অফিসের দোড় গোড়ায় ঘুরতে হতো। এখন মুখ্যমন্ত্রী সাধারণ মানুষের কাছে চলে এসেছেন। এটাই হল তফাৎ। রাস্তাঘাট ঠিক হয়ে যাবে। আমি সব সময় মানুষের পাশে আছি। বিজেপির ভাঙচুর সাধারণ মানুষ দেখছেন, শুনছেন। এরপরে খেলা জমবে, সাধারণ মানুষই এর বিচার করবেন।' পুর চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন, 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান শিবিরে সাধারণ মানুষ তাঁদের সমস্যার কথা এসে জানাচ্ছেন, এগুলো সব সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।' সিআইসি তথা প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান ইন্দ্রজিৎ ঘোষ বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি প্রকল্প এখন সাধারণ মানুষের কাছে এসে পৌঁছেছে। যেটা আগে ছিল না। মুখ্যমন্ত্রী একমাত্র সাধারণ মানুষের কথা ভেবে এটা করেছেন। এতে মানুষই উপকৃত হবেন।' উপস্থিত ছিলেন সিআইসি সুব্রত মুখার্জি, কাউন্সিলর অর্ণব রায়, মানসী সিংহ।

বাংলার বরেণ্য কবি কবিরুল ইসলামের ৯৪ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হলো সিউড়ি সাহিত্য পরিষদ সভা কক্ষে। রবিবার বিকেলে কথা ও কবিতায় কবিকে শ্রদ্ধা জানালেন বীরভূম জেলার কবি সাহিত্যিকেরা।

সাহাপুরে ব্যাঙ্কের সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডিপার্টমেন্ট অফ ফিনান্সিয়াল সার্ভিস-এর নির্দেশে গত ১লা জুলাই থেকে সারা দেশব্যাপী স্যাচুরেশন অফ ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন সচেতনতার প্রচার শুরু হয়েছে। এই সচেতনতা চলবে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এদিন পূর্ব বর্ধমান জেলার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার পরিচালনায় বিভিন্ন ব্যাঙ্ক আধিকারিক ও গ্রাহকদের নিয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালার নেতৃত্বে ছিলেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কলকাতার রিজিওনাল শাখার জেনারেল ম্যানেজার রশ্মি রানি, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কলকাতা অফিস-এর জেনারেল ম্যানেজার রাজীব কুমার সিংহ, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বর্ধমান জোনের জোনাল ম্যানেজার গয়ালাল মাঝি, স্টেট ব্যাঙ্ক এর রিজিওনাল ম্যানেজার, ডব্লুবিজিবি-এর রিজিওনাল ম্যানেজার, এইচডিএফসি ও বন্ধনন ব্যাঙ্কের কর্তারা। মোট ১২টি ব্যাঙ্ক-এর জেনারেল ম্যানেজার ও ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার পদের আধিকারিকরা ছাড়াও এলডিএম পিনাকি বর্মন কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয় জামালপুর-২নং ব্লকের পাড়াতল-১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সাহাপুর গ্রামে। গ্রামীণ এলাকার প্রত্যেক মানুষকে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার আওতায় আনা ও বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প সম্পর্কে অবগত করাই এই কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য বলে জানান উদ্যোক্তরা। এছাড়া এই কর্মশালায় গ্রাহকদের রি-কেওয়াইসি সম্পর্কে জানানো হয় ও তাৎক্ষণিক রি-কেওয়াইসি করানোর ব্যবস্থা করা হয়।

স্কুলে কোমর-সমান জল, পড়াশোনা শিকেয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: যমুনা, পদ্মা, ইছামতির জল সারা বছরই থাকে স্কুল চত্বরে। বছরে ছয় মাস স্কুল হয়, আর বাকিটা প্রায় বন্ধ। বর্ষাকালে তো কথাই নেই। এই অবস্থায় আশার বাণী প্রশাসনের। সংস্কারের কাজ শুরু হবে, পদ্মা-যমুনা-ইচ্ছামতির। সংস্কারের জন্য টেন্ডার হয়ে গেছে জল কমলেই তিন নদী সংস্কার শুরু হবে বলে জানিয়েছেন বিডিও।

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগরের শগুনা গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীনাথপুর এলাকার ঘটনা। শ্রীনাথপুর এফ পি স্কুল, যেখানে ৪৫ জন ছাত্রছাত্রী এবং দু'জন শিক্ষক আছেন। অভিযোগ, বছরে প্রায় পাঁচ মাস স্কুল বন্ধ থাকে। কারণ, পাশেই যমুনা, পদ্মা ও ইছামতি এই তিন নদীর যুক্ত হয়েছে। তার পাশেই স্কুল, আর ইছামতির নদীর জল বর্ষা আসলেই প্লাবিত হয় সগুনা, শ্রীনাথপুর-এর ভেকুটিয়া, গোপালপুর ও তরনিপুর-সহ এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। বর্ষা এলেই স্কুলে জমে কোমর-সমান জল। যার কারণে পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। ৫ থেকে ৬ মাস বছরে বন্ধ থাকে এই স্কুল। স্থানীয়দের দাবি, অবিলম্বে এই স্কুল এখান থেকে সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হোক। স্বরূপনগরের বিডিও বিষ্ণুপদ রায় বলেন, 'যমুনা-পদ্মা-ইছামতি সংস্কারের জন্য টেন্ডার হয়ে গেছে। জল কমলেই নদী সংস্কার হবে।

Chakdaha Municipality
Chakdaha, Nadia
Tender Notice
Chakdaha Municipality invites manual tenders vide **reference no. 02/C.M//PWD/BT/CC/2025-2026, Dated : 29-08-2025** for various Development work under Chakdaha Municipal area. For further information, please visit **www.chakdahamunicipality.com**
Sd/-
Chairman
Chakdaha Municipality

NIT No. SFDC/MD/NIT-06(e)/2025-26 & NIT No. SFDC/MD/NIT-07(e)/2025-26
SFDC Ltd. Invites bid for 2 (two) nos. tender for 3 (three) nos. work "Annual maintenance for Sanitary - Plumbing & Sweeping - Cleaning, & Electrical works of entire harbour etc. at Deshapran Fishing Harbour, Petuaghat, Purba Medinipur", of total amounting to Rs. 3,49,490.00, Rs.4,53,845.00 & Rs.3,49,490.00 respectively. Last date of (online) bid submission on 11/09/2025 upto 3.00 p.m. and date of opening technical bid on 13/09/2025 at 3.00 p.m. respectively. For details, please visit our website - www.wbsfdcltd.com or https://wbtenders.gov.in.

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কেন্দ্রীয় সরকার
ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
মেসার্স বিক্রম বোর্ডস অ্যান্ড পেপারস প্রা. লি. রেজিস্টার্ড অফিস রুম নং ১০২, ২য় তল, ১৪ নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০১ সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **২২ আগস্ট ২০২৫ তারিখে** অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"মহারাষ্ট্র রাজ্যে"** স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন ১৩ ধারা অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত স্থানান্তরের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা, কর্পোরেট ভবন, প্লট নং IIIএফ/১৬, অ্যাকশন এরিয়া -III, প্রেমিসেস নং ০৫০৮৫২, আকন্দকেশরী, নিউ টাউন, ৫ম তল, রাজারহাট, কলকাতা - ৭০০১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।
বিক্রম বোর্ডস অ্যান্ড পেপারস প্রা. লি. এর পক্ষে
স্বা/- রাজেন্দ্র কুমার বাঙ্গুর
স্থান : কলকাতা ডিরেক্টর
তারিখ : ০১.০৯.২০২৫ ডিন - ০০২৪১৯৭৬

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in
(রুল ৮(১) দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
এ/সি নাম - মেসার্স প্রদীপ কুইতি, স্বত্বাধিকারী - শ্রী প্রদীপ কুইতি, এ/সি নং - **এমএসএমই-সিসি-৩৪৯৭৬৫৮৫২৫৯**
যেহেতু -
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএআরবি, সাউথ বেঙ্গল শাখা (কোড - ১৫১৯৬) অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের ২০০২ এর ৫৪ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৮.০৫.২০২৫** তারিখে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স প্রদীপ কুইতি, স্বত্বাধিকারী কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী : শ্রী প্রদীপ কুইতি, পিতা বিজয় কুইতি, ঠিকানা : গ্রাম -খেজুরবেড়িয়া, পো এবং থানা : নন্দকুমার, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন : ৭২১৬৩৬** এবং জমিনদাতা কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী : অশোক কুইলা, পিতা প্রয়াত নিরঞ্জন কুইলা, ঠিকানা : গ্রাম : পদুমবাসন, পো : তমলুক, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন : ৭২১৬৩৬, কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৫৫,৪০,২৩০.০০ টাকা** (পঞ্চান্ন লাখ চল্লিশ হাজার দুশো ত্রিশ টাকা) টাকা **২৭.০৫.২০২৫ অনুযায়ী ২৭.০৫.২০২৫ পর্যন্ত** হিসেব করা সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক, চার্জ এবং জরিমানা প্রযোজ্য মতে ইত্যাদি সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের আহ্বান করা হচ্ছে।
ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা /জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২৯ আগস্ট ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** এসএআরবি, সাউথ বেঙ্গল শাখা (কোড - ১৫১৯৬) **৫৫,৪০,২৩০.০০ টাকা** (পঞ্চান্ন লাখ চল্লিশ হাজার দুশো ত্রিশ টাকা) টাকা **২৭.০৫.২০২৫ অনুযায়ী** এবং চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ, তাগক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ, জরিমানা সুদ ইত্যাদি সহ।
ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) এর অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
স্থাবর সম্পত্তি(গুলির) বিবরণ
১) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি পরিমাপ ২৪ ডেসিমেল কমবেশি এবং তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত মৌজা :খেজুরবেড়িয়া, জেএল নং ৮৬, আরএস খতিয়ান নং ৫১, এলআর খতিয়ান নং ২২৩/১, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৮৯, গ্রাম - খেজুবেড়িয়া, থানা : নন্দকুমার, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, দলিল নং ১-০২৯৯২,বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১৫, পৃষ্ঠ ৩৩২ থেকে ৩৪৩- ২০১৪ সালের নথিভুক্ত ডিএসআর সমীপে, পূর্ব মেদিনীপুর, তমলুক। **ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে :** অর্জুন মাইতি; **পূর্বে :** মালিকের জমি সম্পত্তি; **দক্ষিণে :** মালিকের জমি সম্পত্তি; **পশ্চিমে :** মালিকের জমি সম্পত্তি।
সম্পত্তির মালিক : সম্পত্তি শ্রী প্রদীপ কুইতি, পিতা শ্রী বিজয় কুমার কুইতি।
২) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি পরিমাপ এরিয়া ২-৭/১০ ডেসিমেল কমবেশি এবং তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত মৌজা : খেজুরবেড়িয়া,জেএল নং ৮৬, আরএস খতিয়ান নং ২২, এলআর খতিয়ান নং : ১৪৫, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২২৯/৭৫৩, গ্রাম খেজুরবেড়িয়া, থানা : নন্দকুমার, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, দলিল নং ১-২৬৪৫, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১০৩, পৃষ্ঠা ১১৭ থেকে ১২১-২০০৬ সালের। নথিভুক্ত এডিএসআর -পূর্ব মেদিনীপুর। **ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে :** বিভূতি ভূষণ জানার সম্পত্তি; **পূর্বে :** সম্পত্তি দাগ নং ২১৯; **দক্ষিণে :** লক্ষ্মীকান্ত গিরি এবং অন্যান্যর সম্পত্তি; **পশ্চিমে :** সম্পত্তি দাগ নং ১১৩/৭৫৫।
সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : সম্পত্তি : শ্রী প্রদীপ কুইতি, পিতা শ্রী বিজয় কুমার কুইতি।
দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত পূর্বের ১৩(৪) অধীনে ইস্যুকরা নোটশ(গুলি) বাতিল বা প্রত্যাহৃত, যদি কিছু থাকে।
স্থান - নন্দকুমার, পূর্ব মেদিনীপুর — স্বা/-অনুমোদিত অফিসার,
তারিখ - ২৯.০৮.২০২৫ — এসবিআই, এসএআরবি, কলকাতা

লোকসভায় ডেপুটি লিডার হয়েছেন বীরভূমের সাংসদ শতাব্দী রায়। রবিবার সিউড়ি সার্কিট হাউসে সাংসদকে উত্তরীয় ও পুষ্প দিয়ে সম্মাননা প্রদান অনুগামীদের।

জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের পৃষ্ঠপোষকতায় ও স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃক বীরভূম জেলার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হলো সাধারণ গ্রন্থাগার দিবস। রবিবার সিধু কানহু প্রাঙ্গণ থেকে এই উপলক্ষে একটি শোভাযাত্রা বের হয়। যার সূচনা করেন বীরভূমের সাংসদ শতাব্দী রায়। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক বিশ্বজিৎ মোদক, জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক গোবিন্দ ভৌমিক, সুদীপ মণ্ডল প্রমুখ। গ্রন্থাগার দিবসের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বীরভূমের জেলাশাসক বিধান রায়।

মায়াপুর ইসকনে রাধাষ্টমী মহোৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: দেশব্যাপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী মহাসমারোহে পালিত হলেও, রাধাষ্টমী উৎসব সেই অর্থে পালিত হয় না। ব্যতিক্রম মায়াপুর ইসকন। রবিবার ইসকনের প্রধান কেন্দ্র শ্রীধাম মায়াপুর-সহ বিশ্বের সমস্ত শাখাকেন্দ্রে রাধা রানীর শুভ আবির্ভাব তিথি মহোৎসব (রাধাষ্টমী) ব্রত যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদা ও রীতিনীতি মেনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাঁকজমক সহকারে পালন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে মায়াপুর ইসকন মন্দির প্রাঙ্গণ ফুল ও আলোকমালায় সুসজ্জিত করা হয়। জাতী, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে দেশ বিদেশের বহু ভক্ত এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। এদিন মন্দিরে আগত দেশ বিদেশের ভক্তদের নিরাপত্তা জন্য কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। এবিষয়ে ইসকন মায়াপুর জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানান, 'রাধা এবং কৃষ্ণ এক ও অভিন্ন। যেমন দুধ এবং তার ধবলত্ব, অগ্নি এবং তার দাহিকা শক্তি, শক্তি এবং শক্তিমান অভেদ করা যায় না, সেরকমই রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা, দুই তনু ধারী। যেমন ত্রেতা যুগে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র লীলাসঙ্গিনী রূপে সীতাদেবীকে নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তেমনি দ্বাপরযুগে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতি রাধারানীকে নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।' বলা যেতেই পারে রাধা

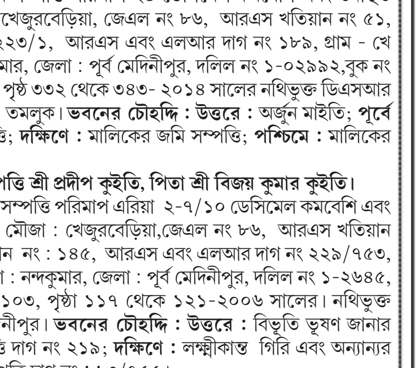

রাধাষ্টমী তৃতীয় উপলক্ষে সুসজ্জিত মায়াপুর ইসকন চন্দ্রোদয় মন্দির।

IDBI BANK
(CIN NO:L65190MH2004GOI148838)
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড,
এনপিএ ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ আইডিবিআই টাওয়ার, ৭ম ফ্লোর, ডব্লিউটিসি কমপ্লেক্স, কাফে প্যারেড, মুম্বাই , ৪০০০০৫
কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি (শো কজ নোটিশ)
ঋণগ্রহীতা: পাথব্রেকিং প্রজেক্টস লিমিটেড (পূর্বতন অভিজিৎ প্রজেক্টস লিমিটেড) লিকুইডেশন অধীনে
(নিবন্ধিত কার্যালয়- নলেজ হাব, ৫ম ফ্লোর, ডিএন২৩, সেক্টর-৫, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০৯১)
এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিচে উল্লিখিত ব্যক্তিদের জানানো যাচ্ছে যে, ০৮ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে সংবাদপত্রে প্রকাশিত অ-বিতরিত কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি (এসসিএন), তার সূত্র ধরে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক এবং নির্বাচিত আর্থিক সংস্থাগুলির দ্বারা জালিয়াতি - শ্রেণীকরণ এবং প্রতিবেদন সম্পর্কিত আরবিআই-এর মাস্টার ডাইরেকশন, তারিখ ০১ জুলাই, ২০১৬ অনুসারে জালিয়াতি যাচাইকরণের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছিল এবং এসসিএন জারি করা হয়েছিল। এই অ-বিতরিত এসসিএন ০৮ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে সংবাদপত্রগুলিতে (ইংরেজি, মারাঠি এবং বাংলা) প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর, আরবিআই-এর সংশোধিত মাস্টার ডাইরেকশন অন ফ্রড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইন দ্য রেগুলেটেড এনটিটিস, তারিখ ১৫ জুলাই, ২০২৪ অনুসারে ব্যাঙ্ক ১৪ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে একটি চিঠি জারি করে অতিরিক্ত সময় প্রদান করেছিল, যা নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে তাও ফেরত এসেছে প্রাপ্তি স্বীকার ছাড়া।

নাম	ঠিকানা	পদমর্যাদা (ঋণগ্রহীতা/প্রোমোটার/ডিরেক্টর)
শ্রী মনোজ জয়সওয়াল	শিবলোক, ৮০১, বি-উইং, জে.পি. হাইট, আরবিআই অফিসার কলোনির কাছে, গোণ্ডওয়ানা চক বাইরামজি টাউন, জারিপাটকা, নাগপুর-৪৪০১৪	প্রোমোটার ও যুগ্ম ম্যানেজিং ডিরেক্টর
শ্রী অভিষেক মনোজ জয়সওয়াল	২৪৬, উষা সদন, পি.টি. আর.এস.এস. মার্গ, সিভিল লাইনস, নাগপুর, মহারাষ্ট্র-৪৪০০০১	প্রোমোটার ও যুগ্ম ম্যানেজিং ডিরেক্টর
শ্রী অরুণকুমার ইকবালশংকর শ্রীবাস্তব	১০২, অপূর্ব অ্যাপার্টমেন্ট, জারিপাটকা থানার কাছে, রিং রোড, নাগপুর, মহারাষ্ট্র-৪৪০০১৪	প্রোমোটার ও প্রফেশনাল ডিরেক্টর
শ্রী রবীন্দ্র জয়সওয়াল	৪, মানিকতলা বাজার লেন, পোস্ট- বিডন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৬	এ্যাডিশনাল ডিরেক্টর
শ্রী রাধেশ্যাম প্রসাদ	প্লট নং-৯, দ্রোণাচার্য নগর, নাগপুর, মহারাষ্ট্র-৪৪০০২২	ডিরেক্টর
পাথব্রেকিং প্রজেক্টস লিমিটেড (পূর্বতন অভিজিৎ প্রজেক্টস লিমিটেড) ইন লিকুইডেশন	নলেজ হাব, ৫ম ফ্লোর, ডিএন২৩, সেক্টর-৫, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০৯১	ঋণগ্রহীতা

উপরোক্ত ব্যক্তিগণ, যদি ইচ্ছা করেন, (ক) এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ঠিকানায় অবিলম্বে সশরীরে বা উপযুক্তভাবে অনুমোদিত ব্যক্তির মাধ্যমে পরিচয়ের প্রমাণপত্র দেখিয়ে কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি/চিঠির অনুলিপি সংগ্রহ করতে পারেন। (খ) এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে কারণ দর্শাতে পারেন যে কেন তাদের নাম মাস্টার ডাইরেকশন অনুসারে জালিয়াতি হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হবে না এবং পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে না।
স্থান: মুম্বাই — **স্বা/-**
তারিখ: ৩০ আগস্ট, ২০২৫ — **ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, এনএমজি., মুম্বাই**

vikramsolar
CREATING CLIMATE FOR CHANGE
বিক্রম সোলার লিমিটেড
CIN : U18100WB2005PLC106448
রেজিস্টার্ড অফিস : বায়োওভার, ১২তম তল, ইউনিট নং - ১১০২
৭৮৯, আনন্দপুর মেন রোড, পূর্ব কলকাতা টাউনশিপ
কলকাতা - ৭০০ ১০৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
কর্পোরেট অফিস : 'দ্য চেম্বারস', ৯ম তল, ১৮৬৫, রাজডাঙ্গা মেইন রোড,
কলকাতা - ৭০০ ১০৭ পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন +৯১ ৩৩ ২৪৪২ ৭২৯৯/৭৩৯৯,
ইমেল : secretarial@vikramsolar.com; ওয়েবসাইট : www.vikramsolar.com
২০তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের ভিডিও কনফারেন্সিং/আদার অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে এবং ই-ভোটিং সম্পর্কিত সূচনার নোটিশ
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির **২০তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ১২টায় (আইএসটি)** ভিডিও কনফারেন্স ('ভিসি')/আদার অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস ('ওএভিএম') এর মাধ্যমে একটি সাধারণ স্থানে সদস্যদের উপস্থিতি ব্যতীত অনুষ্ঠিত হবে, যাতে কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) প্রবিধান, ২০১৫ ('তালিকাবদ্ধকরণ প্রবিধান') এর প্রযোজ্য বিধান মেনে বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম নোটিশ') এ বর্ণিত বিষয়সমূহ পরিচালনা করা যায়, যা ৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ৫ মে, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ২০/২০২০ এবং এই বিষয়ে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ('এমসিএ') দ্বারা জারি করা পরবর্তী সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFDPOD-2/P/CIR/2024/133 তারিখ ৩ অক্টোবর, ২০২৪, এবং এই বিষয়ে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (''সেবি'') দ্বারা জারি করা অন্যান্য সমস্ত প্রযোজ্য সার্কুলার (সম্মিলিতভাবে 'এমসিএ এবং সেবি সার্কুলার' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)।
উপরোক্ত সার্কুলারগুলি মেনে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি / ডিপোজিটরি / রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এর সাথে নিবন্ধিত। অধিকন্তু, তালিকাভুক্তি বিধিমালার ৩৬(১)(বি) বিধি অনুসারে, বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন অ্যাক্সেস করার জন্য একটি ওয়েবলিঙ্ক এবং কিউআর কোড প্রদানকারী একটি চিঠি সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে যারা তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি।
সদস্যরা মনে রাখবেন যে বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট যেমন **www.vikramsolar.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জ যেমন বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ওয়েবসাইট যথাক্রমে **www.bseindia.com** এবং **www.nseindia.com** এবং কোম্পানির আরটিএ ওয়েবসাইট, অর্থাৎ এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের ওয়েবসাইট **https://instavote.linkintime.co.in** এ পাওয়া যাবে। তবে, যে সকল সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের হার্ড কপি পেতে চান তারা **secretarial@vikramsolar.com** ঠিকানায় কোম্পানিকে ই-মেইল করে অনুরোধ করতে পারেন।
সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএম-এ যোগদান এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগদানের নির্দেশাবলী এজিএম নোটিশে দেওয়া হবে। আইনের ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যা গণনা করা হবে।
কোম্পানি সকল সদস্যকে বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত সকল সিদ্ধান্তে ভোট দেওয়ার জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করবে। এছাড়াও, কোম্পানি বার্ষিক সাধারণ সভার সময় ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করছে ('ই-ভোটিং')। যেসব সদস্য তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত সিদ্ধান্তে দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন। সেই অনুযায়ী, ডিমেটেরিয়ালাইজড/ফিজিক্যাল মোডে শেয়ারধারী সদস্যদের জন্য (ক) দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং এর জন্য এবং (খ) ভিসি/ওএভিএম এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার অংশগ্রহণের জন্য একটি বিস্তারিত পদ্ধতি, এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হবে।
সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করুন এবং তাদের নাম, ডাক ঠিকানা, টেলিফোন/মোবাইল নম্বর, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ, স্থায়ী অ্যাকাউন্ট নম্বর, মনোনয়ন ইত্যাদিতে যদি কোনও পরিবর্তন থাকে, তাহলে তা তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের কাছে নিবন্ধন/আপডেট করুন, যদি তাদের শেয়ারগুলি ডিম্যাটেরিয়ালাইজড আকারে থাকে এবং যদি তাদের শেয়ারগুলি নির্ধারিত ফর্ম আইএসআর -১ এবং অন্যান্য নির্ধারিত ফর্মে কোম্পানির আরটিএ-তে ভৌত আকারে থাকে।
সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, এজিএম নোটিশে উল্লেখিত সমস্ত নোট সাবধানে পড়ুন এবং বিশেষ করে, ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণের নির্দেশাবলী, এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং/ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি।
এজিএম নোটিশটি প্রযোজ্য আইন অনুসারে সদস্যদের তাদের নিবন্ধিত ই-মেইল ঠিকানায় যথাসময়ে পাঠানো হবে।
বিক্রম সোলার লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
সুদীপ্ত ভোয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
কলকাতা, ০১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ — সদস্যপদ নং-এফ৫৩০৩

‘ভুল বুঝিয়ে রাহুল গান্ধির কাছে নিয়ে গিয়েছিল’ বিহার থেকে ফিরে শান্তনুকে অভিযোগ মতুয়া ভক্তদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: ‘মহোৎসবের কথা বলে ভুল বুঝিয়ে রাহুল গান্ধির কাছে নিয়ে গিয়েছিল।’ বিহার থেকে ফিরে শান্তনু ঠাকুরের কাছে এমনই অভিযোগ জানালেন মতুয়া ভক্তরা। দুই দিন আগে বনগাঁ থেকে প্রায় ১০-১৫ জনের একটি মতুয়ার দল বিহারে রাহুল গান্ধির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সম্প্রতি রাহুল গান্ধির সঙ্গে তাঁদের একটি ছবি ব্যানারে লেখাও প্রকাশ্যে এসেছে। তাতে লেখা ছিল, ‘এসআইআর-এ বিপদ, কংগ্রেসে নিরাপদ।’ যা নিয়ে তুমুল জল্পনা তৈরি হয় মতুয়া সমাজের মধ্যে। প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, তাহলে কী মতুয়া ভোটে ভাগ বসাচ্ছে কংগ্রেস?

তবে জল্পনার কিছুটা অবসান ঘটিয়ে বিহার থেকে ফিরে রবিবার শান্তনু ঠাকুরের কাছে আসেন মতুয়া ভক্তরা। তাঁরা শান্তনু ঠাকুরের কাছে অভিযোগ করে বলেন, তাঁদের নাকি বলা হয়েছিল বিহারে মতুয়া মহোৎসব আছে। মহোৎসবের কথা শুনে তাঁরা গিয়েছিলেন। তাঁদের দাবি, স্থানীয় বিজেপি নেতা তপন হালদার তাঁদের ভুল বুঝিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা সিএএ এবং এসআইআর-এর পক্ষে। শান্তনু ঠাকুর বলেন, ‘মতুয়া ভক্তদের ভুল বুঝিয়ে সমস্ত ভাড়া দিয়ে নিয়ে গেছে এবং যাঁরা গেছেন, তাঁদের কিছু টাকা দেওয়ার কথা বলেছেন। এক্ষত্রে টাকার খেলা হয়েছে। কংগ্রেস মতুয়া ভোটে ভাগ বাসাতে চাইছে। কিন্তু মতুয়ারা তা হতে দেবে না।’ বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিকাশ ঘোষ বলেন, ‘মতুয়াদের ভুল বোঝানোর জন্য তপন হালদারকে শোকজ করা হবে।’ তবে বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতে চাননি তপন হালদার। তাঁর দাবি, তিনি যা বলার দলকে বলবেন। তিনি বিজেপির সক্রিয় কর্মী। এবিষয়ে উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ইন্দ্রাণী দত্ত চ্যাটার্জি বলেন, ‘মতুয়ারা রাহুল গান্ধি-র সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তাঁদের যেভাবে হেনস্থা হতে হচ্ছে লাইন দাঁড়িয়ে, যেভাবে নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হচ্ছে, হিন্দুত্বের কার্ড করতে হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে নিজেদের সেই দুঃখের কথা জানাতে গিয়েছিলেন তাঁরা। ব্যানার তো মিথ্যা কথা বলে না। এখন কেউ যদি টাকা দিতে মিথ্যা কথা বলায় সেই দায়িত্ব তো আমাদের নয়।’

পুরুলিয়ার একাধিক ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শনে রূপা গাঙ্গুলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: শনিবার বিকেলে পুরুলিয়ার পাড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে হঠাৎ পরিদর্শনে আসেন বিজেপির রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা রূপা গাঙ্গুলি। ওই দিন তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পাড়া বিধানসভার বিধায়ক নাদিয়ার চাঁদ বাউরি-সহ বিজেপির অন্যান্য নেতৃত্ব। রবিবার ফের পুরুলিয়ার ঝালদা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে হঠাৎ হাজির হন বিজেপির রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা রূপা গাঙ্গুলি। রবিবারের এই আচমকা সফরে হতবাক হয়ে যান রোগী ও তাঁদের আত্মীয়রা। এদিন তিনি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিভিন্ন পরিকাঠামো ঘুরে দেখেন এবং রোগী ও রোগীর আত্মীয়দের সঙ্গে কথা বলেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করার পাশাপাশি নবনির্মিত স্বাস্থ্যকেন্দ্র বন্ধ থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে। তবে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হননি তিনি।

পুরুলিয়া জেলা যুব মোর্চার সভাপতি রহিদাস মাহাতো জানিয়েছেন, ‘কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নির্মিত কাজ ও পরিকাঠামো বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিদর্শন চলছে। সেই সূত্রেই শনিবার পাড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শনের পর রবিবার ফের ঝালদা ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শনে আসেন রূপা গাঙ্গুলি।’ স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশের পাশাপাশি তিনি কেন্দ্রীয় প্রকল্পে নির্মিত শৌচাগার ও নবনির্মিত ভবন বন্ধ থাকায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন জেলা সভাপতি শঙ্কর মাহাতো, বাঘমুণ্ডী এক নম্বর মণ্ডল সভাপতি সঞ্জয় সিংহ দেও, ঝালদা শহর মণ্ডল সভাপতি মৌসুমী ব্যানার্জী-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

পানাগড়ে কংগ্রেসের প্রতিবাদ, প্রধানমন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: গত দু’দিন আগে কলকাতায় প্রদেশ কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর চালায় বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। ছেঁড়া হয় কংগ্রেসের নেতা নেত্রীর পোস্টার ও ছবি। ঘটনায় রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদে নেমেছে কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। রবিবার পানাগড়ে চৌমাথা মোড়ে পথে নামে কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা।

‘ভোট চোর, গদ্দি ছোর’ এই স্লোগান তুলে এদিন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবিতে কালি লাগিয়ে, কুশপুতুল দাহ করে কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। এদিন সকালে পানাগড় বাজারের চৌমাথা মোড়ে কাঁকসা ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এরপরেই তাঁরা পুরাতন জাতীয় সড়কে মোদির কুশপুতুল দাহ করে। এদিন এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, কাঁকসা ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি পুরব ব্যানার্জি, জেলার সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস বিশ্বাস, ব্লকের কার্যকরি সভাপতি মোজাম্মেল হক, বুদবুদ ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি জয়গোপাল দে সহ-ব্লকের অন্যান্য সংগঠনের কর্মী সমর্থকরা। ব্লক সভাপতি পুরব ব্যানার্জি জানিয়েছেন, গত শুক্রবার প্রদেশ কংগ্রেস কার্যালয়ে বিধান ভবনে বিজেপি নেতা রাকেশ সিং তাঁর দলবল নিয়ে কার্যালয়ে লাগানো কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির ছবিতে কালি লাগিয়ে দেয়। কংগ্রেসের ঝাণ্ডা পুড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের ব্যানার এবং পোস্টারগুলি ছিঁড়ে দেওয়া হয়। একই ঘটনা ঘটেছে বিহারের প্রদেশ কংগ্রেস কার্যালয়েও। এরই প্রীতিবাদে কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা পথে নেমেছে। এখন রাকেশ সিং ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। যতক্ষন না সে গ্রেপ্তার হচ্ছে, ততদিন তাদের আন্দোলন চলবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

প্রসূতি ও শিশু খাবারে বরাদ্দের অভাব ঝুড়ি পেতে মানুষের দরবারে দিদিমণিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: পুজোয় ক্লাব পিছু বরাদ্দ লক্ষ লক্ষ টাকা। কিন্তু আইসিডিএস কেন্দ্রে বরাদ্দ নেই। আইসিডিএস কেন্দ্রগুলিতে মাথাপিছু যে বরাদ্দ তা দিয়ে আর যাই হোক রান্না করা পুষ্টিকর খাবার দেওয়া কার্যত অসম্ভব। অগত্যা জেলা প্রশাসনের নির্দেশে বাঁকুড়ার আইসিডিএস কেন্দ্রগুলিতে ঝুড়ি পেতে খোদ উপভোক্তাদের কাছ থেকেই সংগ্রহ করা হচ্ছে সবজি। যাকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।

শিশু ও প্রসূতি মায়েদের অপুষ্টি দূরিকরণের জন্য রাজ্যের আইসিডিএস কেন্দ্রগুলি থেকে প্রতিদিন নিয়ম করে প্রসূতি মা ও শিশুদের রান্না করা পুষ্টিকর খাওয়ার দেওয়ার নিয়ম। তার জন্য চাল, ডাল সরবরাহ করে রাজ্যের সরকার। জ্বালানি, সবজি ও ডিমের জন্য দেওয়া হয় নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকাও। উত্তরোত্তর বাজারদর বৃদ্ধি পেলেও পাল্লা দিয়ে বাড়েনি সেই বরাদ্দ টাকার অঙ্ক। বর্তমানে আইসিডিএস কেন্দ্রের উপভোক্তা প্রসূতি মা ও শিশুদের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দের অঙ্ক যা তা দিয়ে আর যাই হোক রান্না করা খাওয়ার দেওয়া কার্যত দুস্কর। জানা গেছে, আইসিডিএস কেন্দ্রগুলিতে দু’ধরনের খাবার দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। দু’ধরনের খাওয়ারের জন্য বরাদ্দ রয়েছে নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা। খিঁচুড়ির দিনগুলিতে প্রসূতি মায়েদের জন্য বরাদ্দ মাথাপিছু ১ টাকা ৬৩ পয়সা। শিশুদের বরাদ্দ আরও কম । শিশুদের মাথাপিছু বরাদ্দ মাত্র ১ টাকা ০৯ পয়সা। যেদিনগুলিতে আইসিডিএস কেন্দ্রগুলিতে ভাত রান্না করার নিয়ম সেদিন শিশুদের খাওয়ারের জন্য চাল বা ডাল বরাদ্দ থাকলেও জ্বালানি বা সবজির জন্য কোনও বরাদ্দই নেই। ওই দিনগুলিতে প্রসূতি মায়েদের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ মাত্র ৮৪ পয়সা। সামান্য এই বরাদ্দে যেখানে জ্বালানির খরচ তোলাই কষ্টসাধ্য সেখানে কোনওদিন উপভোক্তাদের পাতে তুলে দেওয়ার নিয়ম রান্না করা ডিম আবার কোনও দিন সয়াবিন বা অন্যান্য পুষ্টিকর সবজি। সামান্য বরাদ্দে উপভোক্তাদের ওই পুষ্টিকর খাওয়ার দিতে না পারায় আইসিডিএস কেন্দ্রগুলি শুরু করেছে নতুন পদ্ধতি। আইসিডিএস কেন্দ্রের সামনে সাত সকালেই একটি ঝুড়ি পেতে দিচ্ছেন আইসিডিএস কেন্দ্রের দিদিমনিরা। সেই ঝুড়িতে উপভোক্তা প্রসূতি মা ও শিশুদের অভিভাবকদের সাধ্যমতো সবজি রেখে দেওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে। সংগৃহীত সেই সবজি দিয়েই কোনও মতে রান্না করা খাওয়ার উপভোক্তাদের পাতে তুলে দিচ্ছেন আইসিডিএস কর্মীরা। আইসিডিএস কর্মীদের দাবি, বাঁকুড়া জেলা প্রশাসনের নির্দেশে এবং তাঁদের সরবরাহ করা ঝুড়ি দিয়েই শুরু হয়েছে সবজি সংগ্রহের এই নতুন পদ্ধতি। আর যাকে নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। সরকারি তহবিল থেকে দুর্গাপুজোয় ক্লাবগুলিকে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে আইসিডিএস কেন্দ্রগুলিকে এভাবে সবজি সংগ্রহের পথে ঠেলে দেওয়ার কড়া সমালোচনা করেছে বিরোধী দলগুলি। শাসক দল পালটা এই ঘটনার জন্য কাঠগোড়ায় তুলেছে কেন্দ্রকেই। কেন্দ্র প্রয়োজনীয় বরাদ্দ না দেওয়ার ফলেই আইসিডিএস কেন্দ্রগুলির এমন হাল দাবি তৃণমূলের।

স্কুলের উন্নয়নে প্রাক্তনীদের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রামের এড়গোদা নিত্যানন্দ বিদ্যায়তনের উন্নয়নে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা। বিদ্যায়তনের ৭৫ তম বর্ষপূর্তি উদযাপনের পর রবিবার বিদ্যায়তনের সম্মেলন কক্ষে প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের মিলন উৎসবের আয়োজন করা হয়। কর্মসূত্রে রাজ্য তথা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা প্রাক্তনীরা তাতে যোগ দেন। বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত সম্মেলন হয়। সম্মেলনে প্রক্তনীদের মধ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। বিদ্যালয়ের জীর্ণ ভবনগুলি সংস্কার কিভাবে করা যায়, বিদ্যালয়ে রক্তদান ও স্কুলের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে মাদক বিরোধী সচেতনতা শিবির করা ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মিলন উৎসব অনুষ্ঠানে যোগ দেন বিদ্যায়তনের শতাধিক প্রাক্তনী।

কাঁকসায় ডাকাতির ছক বানচাল, ধৃত মোট ৭

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ডাকাতির ছক বানচাল করে ৬ জন ডাকাতকে গত বুধবার রাতে গ্রেপ্তার করেছিল কাঁকসা থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার ওই ছয় জনকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছিল। কাঁকসার বামুনারা এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করে মহকুমা আদালতে পেশ করার পর ওই ছয় জনকে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে তাদের জেরা করে আরও একজনের নাম জানতে পারে পুলিশ। রবিবার ভোর রাতে ওই দলের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে দুর্গাপুরের মুচিপাড়া থেকে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করে কাঁকসা থানার পুলিশ। ধৃতের নাম রাজু মণ্ডল। ধৃতকে রবিবার মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ। তাকেও পুলিশ হেফাজতে নিয়ে আর কেউ এই দলের সঙ্গে যুক্ত আছে কিনা তার সন্ধান চালাবে পুলিশ। এই নিয়ে এখনও পর্যন্ত মোট ৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

নিখোঁজ গৃহবধূর পচাগলা দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: কয়েকদিন আগেই দুর্গাপুরের গোপাল মাঠের দশম শ্রেণির এক ছাত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার হয় আসানসোলের ডামরা এলাকার একটা জঙ্গল থেকে। এবার খনি অঞ্চলে গৃহবধূর পঁচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে রহস্য দানা বেঁধেছে। মৃতার নাম আলেয়া বিবি। রবিবার শ্রীকৃষ্ণপুরের অদূরে একটা নির্জন জায়গায় পেটো থান নামে একটা কালী মন্দিরের কুয়ো থেকে পঁচা দুর্গন্ধ পান স্থানীয় গো-পালকরা। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় লাউদোহার ফরিদপুর থানায়। কৌতুহলী মানুষজন ভিড় জমাতে থাকে এলাকায়। যেখানে মৃতদেহ উদ্ধার হয়, তার পাশ থেকে পাওয়া যায় একটি ব্যাগ এবং জামাকাপড়। সেটা দেখেই মৃতদেহ শনাক্ত করে রাঙ্গামাটি গ্রামের বাসিন্দা শেখ গিয়াস উদ্দিন। তিনি বলেন, তাঁর স্ত্রী ১৬ অগস্ট থেকে নিখোঁজ ছিলেন। প্রায় ১৫ দিন আগে তিনি তার ছেলেকে নিয়ে লাউ দোহাই এক গৃহ শিক্ষকের কাছে যান। তারপর সেদিন সকাল ন’টা নাগাদ বাড়ি ফিরে তাঁর মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁর মা কোথায়? মেয়ে জানায়, তার মা নানির সঙ্গে গিয়েছেন। কিন্তু নানি জানায় ওই গৃহবধূ তাঁর সঙ্গে যাননি। এরপরই লাউদোহার ফরিদপুর থানায় তাঁর স্ত্রীর নিখোঁজ ডায়েরি করেন। তিনি জানান, তাঁর স্ত্রীর সমস্ত গয়না ও নগদ ১৮০০০ টাকা আলমারিতে ছিল, সেটাও উধাও। স্বামী সেখ গিয়াস উদ্দিনের সন্দেহ, তাঁর স্ত্রী কারওর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল।

রঘুনাথপুরে ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: গভীর রাতে একটি চারচাকা গাড়িতে করে ১০০ কেজি তামা ও ৫ ক্যুইন্টাল পরিত্যক্ত লোহা পাচার করার সময় পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর থানার পুলিশ ওই গাড়িটি আটক করে তামা ও লোহা বাজেয়াপ্ত করল। পাশাপাশি ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে দুই পাচারকারীকে রঘুনাথপুর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তাদের নাম শ্যামসুন্দর বাস্কে ও সমিরুল খাঁন। দুজনেরই বাড়ি বাঁকুড়া জেলার ছাতনা থানা এলাকায়। ধৃতদের রবিবার দুপুর রঘুনাথপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শনিবার গভীর রাতে রঘুনাথপুর থানার পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে একটি চারচাকার গাড়িতে করে তামা ও লোহা পাচার করা হচ্ছে। সেই তথ্য পেয়েই রঘুনাথপুর থানার পুলিশ পুরুলিয়া-বরাকর রাজ্য সড়কের রঘুনাথপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের অদূরে অপেক্ষা করতে থাকে। গভীর রাতে ওই চারচাকা গাড়িটি আসতেই পুলিশ গাড়িটি আটক করে রঘুনাথপুর থানায় নিয়ে আসে। তাতে ১০০কেজি তামা ও ৫ কুইন্টাল পরিত্যক্ত লোহা বাজেয়াপ্ত হয়। গাড়ির চালক ও অপর এক পাচারকারীকে গ্রেফতার করে রঘুনাথপুর থানার পুলিশ। রবিবার তাদের রঘুনাথপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

সাবেকি রান্নার বাহারে মাতল পূর্ব বর্ধমান

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পটল মহারানি, চালগুঁড়ি, ব্যাসনের ব্যাটারে ভাজা পটলের দোরমা, তালের ক্ষীর, বাঁশকাটি চালের থালি সঙ্গে পান্তা ভাতের গরম গরম পাকোয়া, ছানার ডিমের রসা, মিষ্টি মুখ করা জন্য শশা পায়েস, নোনতা কচুরির সাথে মিষ্টি বরফি... এইরকমই সব বিভিন্ন ধরনের নিরামিষ রান্নাতে রবিবারে ভরা ছিল পূর্ব বর্ধমান জেলার অরবিন্দ স্টেডিয়ামের সভা কক্ষ।

পূর্ব বর্ধমানের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বর্ধমান সহযোদ্ধার উদ্যোগে এক মাসব্যাপী চলছে ‘সাবেকিআনার সন্ধানে’ নামক এক বিশেষ প্রতিযোগিতা। যে প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের নানান জায়গার পুরনো সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, আমাদের চিন্তা সবকিছু নিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। এই প্রতিযোগিতার বিশেষ আকর্ষণের বিষয়ই ছিল রন্ধনে সাবেকিয়ানা। নিরামিষ রান্নার ওপর এত বৈচিত্র না দেখলে বোধহয় বিশ্বাস করা যেত না। বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রতিযোগীরা অংশ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু সুস্বাদু নিরামিষ রান্নার পদ তারা এই প্রতিযোগিতায় করেছিলেন। পূর্ব বর্ধমানের একটি নামি ক্যাটারার আর কে ক্যাটারার প্রেজেন্ট এই বন্ধনে সাবেকিয়ানা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। পুরুষ মহিলা-সহ ৪০ জন প্রতিযোগী বিভিন্ন জায়গা থেকে এদিন অংশগ্রহণ করেছিলেন। সকাল থেকেই প্রতিযোগিতার মধ্যে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। কেউ বানান মেনকোর্স কেউবা ডেসার্ট ইত্যাদি।

বর্ধমান সহযোদ্ধার সভাপতি জগন্নাথ ভৌমিক তিনি জানান, ‘সহযোদ্ধা সারা বছর ধরে বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজ করে আসছে। প্রতিবছর এটা তাদের একটা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতা আমাদের পুরনো ঐতিহ্যকে নিয়ে। এতে আগামী প্রজন্মের কাছে এবং নতুন প্রজন্মের কাছে এক সুন্দর সংস্কৃতির বার্তা বহন করে।’ প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর বর্ধমান রবীন্দ্র ভবন হলে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পুরস্কার শংসাপত্র এবং বিশেষ উপহার তুলে দেওয়া হবে।

কেন্দ্রীয় বিচারে স্বচ্ছতায় সেরা বসিরহাট

মিলল আবর্জনামুক্ত শহরের সম্মান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বসিরহাট পুরসভার নতুন সাফল্য। কেন্দ্রীয় সরকারের বিচারে স্বচ্ছতায় সেরা বসিরহাট। মিললো আবর্জনামুক্ত শহরের সম্মান। খুশির হাওয়া বসিরহাট জুড়ে। কেন্দ্রীয় সরকারের আবাসন ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে পরিচালিত স্বচ্ছ মিশন ২.০-এর অংশ হিসেবে সম্প্রতি বসিরহাট শহরে চালানো হয়েছিল এক বিশেষ সমীক্ষা। শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে বর্জ্য পৃথকীকরণ, সংগ্রহ ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য বর্জ্যের ব্যবহার কতটা কার্যকর হচ্ছে, তা যাচাই করা ছিল সমীক্ষার কাজ। সমীক্ষার ফলাফলে বসিরহাট পুরসভা পেয়েছে গর্বের স্বীকৃতি, আবর্জনামুক্ত শহরের তকমা। নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও প্রশাসনের উদ্যোগের ফলেই এই সম্মান এসেছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। এই সাফল্যের পর শহরজুড়ে আনন্দ ও গর্বের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে স্থানীয় ক্লাব, স্কুল এবং সামাজিক সংগঠনগুলিও দীর্ঘদিন ধরে পরিচ্ছন্নতার কাজে হাত লাগিয়েছিল। তাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টারই স্বীকৃতি এই সাফল্য। পুরপ্রশাসন জানিয়েছে, আগামী দিনে আধুনিক বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। পাশাপাশি দরজায় দরজায় বর্জ্য সংগ্রহ, ভেজা ও শুকনো আবর্জনা আলাদা করার প্রকল্প আরও জোরদার করা হবে। পরিবেশবিদদের মতে, এই সাফল্যের ফলে বসিরহাট শুধু জেলার নয়, গোটা রাজ্যের মধ্যেই একটি রোল মডেল শহর হিসেবে উঠে এসেছে বসিরহাট পুরসভা। এতে যেমন দূষণ কমবে, তেমনি নাগরিকদের জীবনযাত্রার মানও অনেকটা উন্নত হবে। প্রশাসনের আশা, নাগরিকদের সহযোগিতা অব্যাহত থাকলে বসিরহাট পুরসভা আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম পরিচ্ছন্ন, সবুজ ও স্বাস্থ্যকর শহর হিসেবে গড়ে উঠবে।

সকল সাংবাদিকদের নিরাপত্তার দাবিতে সোচ্চার স্বপন বাউল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সাংবাদিক নিগ্রহ, সাংবাদিক অত্যাচার দিনদিন বেড়েই চলেছে গোটা রাজ্যে। বর্তমানে ডাইনি অপবাদ দেওয়ার মতো ছোঁয়াচে রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে সাংবাদিক নিগ্রহ, অত্যাচার এবং প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার মতো ঘটনা। রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত সম্মানিত আশির্বাদধন্য উপহারস্বরূপ পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল সাংবাদিক নিগ্রহের বিরুদ্ধে বাউল গানের মাধ্যমে প্রতিবাদ করে প্রতিবাদী ঝড় তুলে দেন বর্ধমান রেল স্টেশনে। জাতীয় সম্মানিত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী, এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তিন বার সম্মানিত পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী তাঁর বাউল গানে ও বক্তব্যে বার বার বলছেন যে, সাংবাদিকদের নিরাপত্তা, সুরক্ষা দেওয়া হোক। দশবার স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত এবং দিল্লিতে গোল্ড পদ্ম সম্মান প্রাপ্ত ডক্টর স্বপন বাউল গানে ও বক্তব্যে গর্জে ওঠেন সংবাদিকদের নিপীরণ নিয়ে। তিনি গানের মাধ্যমে বলেন, ‘সাংবাদিকদের ওপর অত্যাচার প্রাণনাশের হুমকি বন্ধ করতে হবে। সংবাদিকদের নিরাপত্তা সুরক্ষার ব্যবস্থা রাজ্য সরকার, কেন্দ্র সরকার-না করলে সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিক বৃন্দ ঠিক মতো সত্য ঘটনা তুলে ধরতে পারবেন না।’ স্বপন বাউল বলেন, ‘আমি যেহেতু রাষ্ট্রপতির সম্মানিত শিল্পী, সেহেতু সামাজিক দায়বদ্ধতা মাথায় রেখে সারা দেশের সাংবাদিক ও সারা রাজ্যের জেলায় জেলায় সাংবাদিক বৃন্দদের ওপর নিগ্রহ, অত্যাচার প্রাণ নাশের হুমকি দেওয়া বন্ধের দাবিতে সোচ্চার হচ্ছি জেলায় জেলায়। সকলকে জানতে হবে, বুঝতে হবে, সচেতন হতে হবে যে, গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিক বৃন্দ। বাংলার এক এবং অদ্বিতীয় বাউল শিল্পী, যিনি নিঃস্বার্থভাবে বিনা পারিশ্রমিকে সমাজ সচেতন, কুসংস্কার, কু-প্রথা দূরীকরণ এবং দেশে বিদেশে শান্তি সম্প্রীতির বাউল গানের বার্তায় দেশে বিদেশে সম্মানিত। তিনি বর্ধমান স্টেশনে সাংবাদিকদের ওপর শ্রদ্ধা করে লেখা ও সুরে বাউল গানে মাধ্যমে বলেন--- ‘সাংবাদিক নিগ্রহ বন্ধ করো রে , সংবাদিককে অত্যাচার কেউ করো না রে। সংবাদিকদের প্রাণ নাশের হুমকি কেউ দিও না রে, দোষীদের শাস্তি পেতেই হবে, আইন আদালত ছাড়বে না রে। সংবাদিকদের নিরাপত্তা সুরক্ষার না দিলে, সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিককে রক্ষা করা যাবে না রে।’

‘এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারতের ভাবনা দেশের একতার জন্য প্রয়োজনীয়’

উৎসবের মরশুমে স্বদেশি পণ্য কেনায় জোর মোদীর

নয়াদিল্লি, ৩১ অগস্ট: উৎসবের মরশুমে স্বদেশি পণ্য ক্রয়ে জোর দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ‘এই সময় দেশজুড়ে গণেশ উৎসবের সমারোহ চলছে। আগামী দিনে আরও অনেক উৎসবের রোশনাই আমরা দেখতে পাব। এই সব উৎসবে আপনাদের স্বদেশিকতার কথা কখনওই ভোলা উচিত নয়। উপহার তাই হবে যা ভারতে তৈরি, পোশাক তাই পরবেন, যা ভারতে বয়ন করা, সাজসজ্জা তাই হবে, যা ভারতে প্রস্তুত দ্রব্য দিয়ে তৈরি, আলোকসজ্জা হবে ভারতে প্রস্তুত সামগ্রী দিয়ে- আরও এই রকম অনেক কিছু, জীবনের প্রতিটি প্রয়োজনীয় জিনিস স্বদেশি হওয়া চাই।’

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘গর্বের সঙ্গে বলো ‘এটি স্বদেশি’, গর্বের সঙ্গে বলো ‘এটি স্বদেশি’, গর্বের সঙ্গে বলো ‘এটি স্বদেশি’। এই ভাবনা নিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। একটাই মন্ত্র ‘ভোকাল ফর লোকাল’, একটাই রাস্তা ‘আত্মনির্ভর ভারত’, একটাই লক্ষ্য ‘বিকশিত ভারত’।’ মোদী বলেছেন, এই খুশির মধ্যেও আপনারা সবাই স্বচ্ছতার প্রতি জোর দিতে থাকবেন, কারণ যেখানে স্বচ্ছতা আছে, সেখানে উৎসবের আনন্দ আরও বেড়ে যায়।

এদিন ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন, এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের ভাবনা দেশের একতার জন্য প্রয়োজনীয়। তিনি বলেছেন, ‘‘এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত’-এর ভাবনা দেশের একতা, দেশের বিকাশের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং নিশ্চিত ভাবেই ক্রীড়া এতে একটা বড় ভূমিকা পালন করে। আর তাই তো আমি বলি, যে খেলে, সে বিকশিত হয়। আমাদের দেশও যত টুর্নামেন্ট খেলবে, তত বিকশিত হবে।’

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ‘এখন ভারতের প্রতি গোটা দুনিয়ার মনোযোগ রয়েছে। ভারতের মধ্যে লুক্কায়িত সম্ভাবনাগুলির দিকে সারা বিশ্ব দৃষ্টি দিয়েছে। এই প্রসঙ্গেই একটা আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা আমি আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই। আপনারা তো জানেন আজকাল পডকাস্টের খুব ফ্যাশন হয়েছে। নানা বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত পডকাস্ট বিভিন্ন ধরনের লোক দেখেন ও শোনেন। অতীতে আমিও কিছু পডকাস্টে অংশগ্রহণ করেছিলাম। এমনই এক পডকাস্ট হয়েছিল পৃথিবীর অত্যন্ত বিখ্যাত পডকাস্টার লেক্স ফ্রিডম্যানের সঙ্গে। এই পডকাস্টে অনেক কথা হয়েছিল এবং সারা বিশ্বের মানুষ তা শুনেছিলেন। পডকাস্টের সময় এমনই কথায় কথায় আমি একটা বিষয় উত্থাপন করেছিলাম। জার্মানির এক ক্রীড়াবিদ সেই পডকাস্ট শোনেন এবং আমি সেখানে যে কথা বলেছিলাম, সেই বিষয়ে তাঁর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়। তিনি এই টপিকের সঙ্গে এতটাই কানেক্ট করেছিলেন যে, প্রথমে তিনি সেই বিষয়ে রিসার্চ করেন, তারপর জার্মানিতে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং চিঠি লিখে জানান যে, উনি সেই বিষয়টি নিয়ে ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত হতে চান।’

প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেশকে পরীক্ষায় ফেলেছে: প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩১ অগস্ট: রবিবার ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর কথায়, এই বর্ষার মরশুমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেশকে পরীক্ষায় ফেলেছে। রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানের ১২৫তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ‘এই বর্ষার মরশুমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেশকে পরীক্ষায় ফেলছে। গত কয়েক সপ্তাহে আমরা বন্যা ও ভূমিধসের কারণে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করেছি। ঘরবাড়ি ভেঙে গেছে, খেত ডুবে গেছে, পুরো পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে। অবিরাম জলোচ্ছ্বাসে সেতু-রাস্তা ভেসে গেছে এবং মানুষের জীবন ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। এই ঘটনাগুলি প্রতিটি ভারতীয়কে দুঃখ দিয়েছে। প্রিয়জনদের হারানো পরিবারের বেদনা আমরা সকলেই ভাগ করে নিই।’

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, ‘যেখানেই সংকট দেখা দিয়েছে, আমাদের এনডিআরএফ-এসডিআরএফ কর্মীরা এবং অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী দিন-রাত কাজ করেছে মানুষকে বাঁচাতে। সৈন্যরাও প্রযুক্তির সাহায্য নিয়েছে। থার্মাল ক্যামেরা, লাইভ ডিটেক্টর, স্নিফার ডগ এবং ড্রোন নজরদারির সাহায্যে ত্রাণ কাজ দ্রুত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই সময় হেলিকপ্টারে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল এবং আহতদের উদ্ধার করা হয়েছিল। দুর্যোগের সময় সাহায্যের জন্য সশস্ত্র বাহিনী এগিয়ে এসেছিল। স্থানীয় মানুষ, সমাজকর্মী, ডাক্তার, প্রশাসন-সকলেই এই সংকটের সময়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। এই কঠিন সময়ে মানবতাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য আমি প্রতিটি নাগরিককে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।’

যমুনার জলস্তর বিপদসীমার ঊর্ধ্বেই

নয়াদিল্লি, ৩১ অগস্ট: দিল্লিতে যমুনার জলস্তর বিপদসীমার ঊর্ধ্বেই। ফলে বন্যার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে নীচু এলাকায়। রবিবারও বিপদসীমার ওপর থেকে প্রবাহিত হতে থাকে যমুনার জলস্তর। প্রতি মুহূর্তে জলের স্তর বাড়ছে। যার জেরে আতঙ্কও বাড়ছে। বিগত বেশ কিছু দিন ধরে দিল্লি ও লাগোয়া রাজ্যগুলিতে একটানা বৃষ্টি হচ্ছে। প্রবল বৃষ্টিতেই যমুনার জলস্তর বাড়ছে।

রবিবার সকালে দিল্লির পুরনো যমুনা সেতু এলাকায় দেখা যায়, বিপদসীমা অনেকটাই ছাপিয়ে গিয়েছে যমুনার জলস্তর। যমুনার জলস্তর ২০৫.৫২ মিটারে ছিল। দিল্লির জন্য সতর্কতা চিহ্ন ২০৪.৫ মিটার, বিপদসীমা ২০৫.৩ মিটার এবং ২০৬ মিটারে পৌঁছলে মানুষজনকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়।

বৃষ্টি থামছেই না জম্মু-কাশ্মীরে, ভূমিধস-হড়পা বানের সতর্কতা

জম্মু, ৩১ অগস্ট: আগামী ২৪ ঘণ্টাতেও জম্মু ও কাশ্মীরে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে, যার ফলে জম্মু অঞ্চলে ভূমিধস ও হড়পা বানের সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, জম্মু, কাঠুয়া, রাজৌরি, রিয়াসি, ডোডা, রামবান, কিশতওয়ার, সাম্বা এবং উধমপুরের অনেক স্থানে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে মেঘভাঙা বৃষ্টি, হড়পা বান ও ভূমিধসের সম্ভাবনা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

জম্মুর পাহাড়ি এলাকায় টানা বৃষ্টি ও ধসের পরিস্থিতি মাথায় রেখে সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত জম্মু বিভাগের সব সরকারি ও বেসরকারি স্কুল বন্ধ রাখার নির্দেশ জারি করেছে জম্মু স্কুল শিক্ষা দফতর (ডিএসইজে)। রবিবার অধিদফতরের তরফে জানানো হয়েছে, ছাত্রছাত্রী ও কর্মীদের নিরাপত্তার স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রশাসন জানিয়েছে, পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে। আবহাওয়া স্বাভাবিক হলে এবং পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে স্কুল খোলার পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। রবিবার জম্মু ও কাশ্মীর বিদ্যালয় শিক্ষা বোর্ডও (জেকেইবিওএসই) ঘোষণা করেছে যে, ১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিতব্য দশম ও একাদশ শ্রেণির সব পরীক্ষা স্থগিত রাখা হল। এদিন বোর্ডের তরফে এক্স হ্যান্ডেলে জানানো হয়েছে, নতুন পরীক্ষার সূচি পরে জানানো হবে।

অবিরাম বৃষ্টি এবং নতুন করে ধসের কারণে ব্যাহত হচ্ছে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক চালুর কাজ। রবিবার পর্যন্ত টানা ছ’দিন বন্ধ রয়েছে ওই রাস্তায় যানবাহন চলাচল। এই বিষয়ে জানিয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের এক প্রশাসনিক আধিকারিক। জানা গিয়েছে, প্রবল বৃষ্টি এবং ধসের কারণে কাশ্মীরের সঙ্গে দেশের বাকি অংশের সংযোগকারী জাতীয় সড়কটিকে বন্ধ রাখা হয়েছে। জম্মু কিংবা কাশ্মীর, কোনও দিক থেকেই নতুন কোনও যানবাহনকে ওই রাস্তায় যাতায়াতের অনুমতি দেওয়া হয়নি।

এরই মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলার করমাইল অঞ্চলে চন্দ্রভাগা নদীতে আটকে পড়া আট জনকে রাতভর অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করল পুলিশ, এসডিআরএফ ও সেনাবাহিনী। নৌকোয় চেপে নদী পার হওয়ার চেষ্টা করছিল ওই আট জন। ভাসমান কাঠের স্তূপে নৌকা আটকে পড়ায় মাঝরাতে বিপাকে পড়েন তাঁরা। রবিবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে , শনিবার রাত দেড়টা নাগাদ স্থানীয়দের মাধ্যমে আটকে পড়ার খবর আসে। সঙ্গে সঙ্গে জেলা পুলিশের দল এবং এসডিআরএফ উদ্ধার সরঞ্জাম নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। ঘন কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কমে গিয়ে উদ্ধারকাজে সমস্যা তৈরি হয়। প্রায় তিন ঘণ্টার তৎপরতায় সবাইকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

ষষ্ঠদিনেও স্থগিত বৈষ্ণোদেবী যাত্রা

কাটরা, ৩১ অগস্ট: ভারী বৃষ্টি ও খারাপ আবহাওয়ার পূর্বাভাসের প্রেক্ষিতে স্থগিত রয়েছে শ্রী মাতা বৈষ্ণোদেবী যাত্রা। সাম্প্রতিক বিপর্যয় ও খারাপ আবহাওয়ার কারণে রবিবার ষষ্ঠ দিনের জন্যও স্থগিত রয়েছে শ্রী মাতা বৈষ্ণোদেবী যাত্রা। ভক্তদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে আপাতত শ্রী মাতা বৈষ্ণোদেবী যাত্রা স্থগিত রাখা হয়েছে। হড়পা বানে বিপর্যস্ত রামবানের রাজগড় এলাকার বিভিন্ন স্থান। ভারতীয় সেনাবাহিনী, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ, সিআরপিএফ-এর ৮৪ নম্বর ব্যাটেলিয়ন, সিআরপিএফ-এর ২৩৯ নম্বর ব্যাটেলিয়ন, ইউটিডিআরএফ ও অন্যান্য উদ্ধারকারী দল উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে।

প্রকৃতির রোষে হিমাচলে মৃত ৩২০

সিমলা, ৩১ অগস্ট: বৃষ্টির দুর্যোগ থামছে না হিমাচল প্রদেশেও। ভূমিধস ও বৃষ্টিজনিত কারণে হিমাচল প্রদেশে ৮০০-র বেশি রাস্তা বন্ধ রয়েছে। এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৩২০ জনের, বহু মানুষ নিখোঁজ। ২০ জুন থেকে ৩০ অগস্টের মধ্যে হিমাচল প্রদেশে বৃষ্টিপাতজনিত ঘটনায় কমপক্ষে ৩২০ জন মারা গিয়েছেন ও ৪০ জন নিখোঁজ হয়েছেন।

চলতি বর্ষার মরশুমে ৯১টি হড়পা বান, ৪৫টি মেঘভাঙা বৃষ্টি ও ৯৩টি বড় ধরনের ভূমিধসের কারণে হিমাচল প্রদেশে ৩,০৪০ কোটি টাকারও বেশি ক্ষতি হয়েছে। গত কয়েক দিনের বৃষ্টিপাতের ফলে হিমাচল প্রদেশজুড়ে ৮৪২টি রাস্তা বন্ধ হয়ে রয়েছে। এমতাবস্থায় ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর (আইএমডি) জানিয়েছে, হিমাচল প্রদেশে আগামী ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। কয়েকটি জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

এদিকে, ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী ৪-৫ দিন উত্তর-পশ্চিম ভারতে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আইএমডি পূর্বাভাস অনুসারে, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ডেও আগামী দুই থেকে তিন দিন ভারী বৃষ্টিপাত হবে।

কাশ্মীরে দিবা-রাত্রির ক্রিকেট, দেশ-বদলের বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩১ অগস্ট: ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে কাশ্মীরে দিন-রাত ক্রিকেট ম্যাচের উল্লেখ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানের ১২৫তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ‘বন্যা ও বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যেই জম্মু ও কাশ্মীর দু’টি অত্যন্ত বিশেষ প্রাপ্তিও অর্জন করেছে। খুব বেশি মানুষ এসব লক্ষ্য করেননি। তবে আপনারা সেই প্রাপ্তিগুলি সম্পর্কে জেনে খুশি হবেন। পুলওয়ামার একটি স্টেডিয়ামে রেকর্ড সংখ্যক মানুষ জড়ো হয়েছিল। পুলওয়ামার প্রথম দিবা-রাত্রির ক্রিকেট ম্যাচ এখানে খেলা হয়েছিল। আগে এটি অসম্ভব ছিল, কিন্তু এখন আমার দেশ বদলে যাচ্ছে। এই ম্যাচটি ‘রয়্যাল প্রিমিয়ার লিগ’-এর একটি অংশ যেখানে জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন দল অংশগ্রহণ করছে।’

এদিনের ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এ-ও জানান, আন্তরিক ও মনোযোগী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিভা সেতু পোর্টাল চালু করা তৈরি করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ‘ইউপিএসসি দেশের অন্যতম কঠিন পরীক্ষা সিভিল সার্ভিসেস পরীক্ষা পরিচালনা করে। হাজার-হাজার এমন প্রার্থী আছেন যাঁরা অত্যন্ত সক্ষম, কিন্তু খুব কম ব্যবধানে চূড়ান্ত তালিকায় পৌঁছতে পারেন না। এই প্রার্থীদের অন্যান্য পরীক্ষার জন্য নতুন করে প্রস্তুতি নিতে হয়, যার জন্য তাঁদের সময় এবং অর্থ উভয়ই ব্যয় হয়।

দিল্লিতে সাইকেল র‍্যালিতে অংশগ্রহণ ক্রীড়ামন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩১ অগস্ট: কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া রবিবার সকালে দিল্লিতে ‘ফিট ইন্ডিয়া- সানডেস অন সাইকেলে’র বিশেষ জাতীয় ক্রীড়া দিবস সংস্করণ উপলক্ষে সাইকেল র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। বিপুল উৎসাহের সঙ্গে দিল্লির রাজপথে আয়োজিত এই সাইকেল র‍্যালিতে বহু মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

‘ফিট ইন্ডিয়া- সানডেস অন সাইকেল’-এর বিশেষ জাতীয় ক্রীড়া দিবস সংস্করণে যোগদানের সময় কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া বলেন, ‘জাতীয় ক্রীড়া দিবস উপলক্ষে তিন দিনের জাতীয় ক্রীড়া উৎসব পালিত হচ্ছে। প্রথম দিনে, সারা দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ খেলাধূলার বার্তা প্রচারের জন্য এক ঘণ্টার জন্য খেলার মাঠে উপস্থিত হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে, দেশব্যাপী ২০০টিরও বেশি স্থানে ক্রীড়া সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। তৃতীয় দিনে, সারা দেশে ১০,০০০টিরও বেশি স্থানে ‘সানডেস অন সাইকেল’ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে।’

লখনউয়ের বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ, মৃত কমপক্ষে ৭

লখনউ, ৩১ অগস্ট: উত্তর প্রদেশের লখনউয়ে একটি বাজি কারখানায় জোরালো বিস্ফোরণ হল রবিবার। গুড্ডওয়া এলাকার একটি বাজি কারখানায় এই বিস্ফোরণ হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, কারখানার মালিক, তাঁর স্ত্রী এবং দুই সন্তানের মৃত্যু হয়েছে এই বিস্ফোরণে। আহত হয়েছেন আরও কয়েক জন। মোট মৃতের সংখ্যা ৭।

রবিবার দুপুরে জোরালো একটি বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনতে পান স্থানীয়রা। তার পর শুরু হয় আর্ত চিৎকার। তাঁরা দেখেন বাজি কারখানার ছাদ উড়ে গিয়েছে। ধোঁয়ায় ঢেকে যায় আশপাশ। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়েরাই উদ্ধারকাজে হাত লাগান। কারখানার একাংশ ভেঙে পড়ে।

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন। জেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন লখনউয়ের জেলাশাসক এবং পুলিশ কমিশনার।

চিনে পৌঁছলেন পুতিন

তিয়ানজিন, ৩১ অগস্ট: চিনে পৌঁছলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। চার দিনের সফরের শুরুতে রবিবার চিনে পৌঁছেছেন তিনি। প্রেসিডেন্ট পুতিন প্রথমে উত্তর চিনের বন্দরনগরী তিয়ানজিনে সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার (এসসিও) দুই দিনের শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন। সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন বা এসসিও-তে

১০টি সদস্য দেশ রয়েছে। ভারত ছাড়াও রয়েছে বেলারুশ, চিন, ইরান, কাজাখস্তান, কিরঘিজস্তান, পাকিস্তান, রাশিয়া, তাজিকিস্তান এবং উজবেকিস্তান। এসসিও সম্মেলনের ফাঁকে রুশ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

ময়দান

‘ওরা মনে হয় সত্যিই বোকা’, বিরাটের দলকে ললিত-খোঁচা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০০৮ সালে শুরু হওয়া ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (আরসিবি) সবসময় আলোচনার কেন্দ্রে থেকেছে। প্রথম দিন থেকেই তাদের ব্র্যান্ড ভ্যালু ও জনপ্রিয়তা প্রশ্নাতীত হলেও, ২০২৫ সালে এসে দলটি প্রথম শিরোপা জয় করে। তবে ট্রফি জয়ের আনন্দের মাঝেই মালিকানা বদল ও বিক্রির সম্ভাবনা নিয়ে নতুন বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। সম্প্রতি শোনা যায়, আরসিবিকে বিক্রির জন্য ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাম নির্ধারণ করা হয়েছে। ভারতীয় মুদ্রায় যা দাঁড়ায় প্রায় ১৭,৬৩৭ কোটি টাকা। আর এতেই বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন আইপিএলের প্রাক্তন কমিশনার ললিত মোদী।

ললিত মনে করেন, ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের কম দামে আরসিবি বিক্রি করা হলে সেটি হবে এক বড় ভুল। তাঁর মতে, আরসিবির ব্র্যান্ড ভ্যালু প্রতি বছর বাড়ছে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর মূল্য আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। তিনি উদাহরণ টেনে বলেন, আগামী বছর যদি বিক্রি হয় তবে দাম দাঁড়াবে ২.৫ বিলিয়ন, দুই বছরের মধ্যে ৩ বিলিয়ন এবং চার বছরের মধ্যে ৪ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছতে পারে। এ প্রসঙ্গে ললিত স্পষ্ট জানিয়েছেন; ‘ওরা কি বোকা? ২ বিলিয়নের নীচে বিক্রি করা মানে হবে ভবিষ্যতের বিশাল সম্ভাবনাকে হাতছাড়া করা।’

উল্লেখযোগ্য ভাবে, ২০০৮ সালে আইপিএলের প্রথম মরশুমের আগে ১১১.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে কেনা হয়েছিল আরসিবি। তখন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের পরেই এটিই ছিল দ্বিতীয় ব্যয়বহুল দল। ললিত মোদী আরও বলেন, আইপিএলের ১৮ বছরের ইতিহাসে সমর্থকদের উন্মাদনা ও আকর্ষণ ক্রমশ বেড়েছে। সম্প্রতি কর্নাটকে আরসিবি জয়ের পর যে পদপিষ্টের মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে, সেটিকে তিনি দুর্ভাগ্যজনক বলে উল্লেখ করেন।

একইসঙ্গে তিনি জানান, আইপিএলকে তিনি এখনও মিস করেন, তবে জীবন থেমে থাকে না। নিজের অতীত অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অনেকের ঈর্ষার কারণেই তাঁকে টেনে নামানোর চেষ্টা হয়েছিল, তবে এগিয়ে যাওয়াই জীবনের নিয়ম। পদপিষ্টের ঘটনায় দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে অবশেষে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে আরসিবি কর্তৃপক্ষ। ‘আরসিবি কেয়ার্স’ নামে একটি নতুন উদ্যোগের ঘোষণা করেছে তারা। ফ্র্যাঞ্চাইজি জানিয়েছে, এটি হবে সমর্থকদের পাশে থাকার একটি প্ল্যাটফর্ম, শুধুমাত্র সেলিব্রেশনের জন্য নয়, বরং কঠিন সময়ে ফ্যানদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, ৪ জুনের মর্মান্তিক ঘটনার পর তারা গভীর দুঃখে নিস্তব্ধ হয়ে পড়েছিল, তবে এবার থেকে নতুনভাবে এগিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার নিয়েছে। উল্লেখ্য, ৫ জুন মৃতদের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা করেছিল ফ্র্যাঞ্চাইজি।

তবুও এই বিপর্যয়ের ফলে বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। পদপিষ্টের জেরে আইসিসি মহিলাদের বিশ্বকাপের একটি ম্যাচ বেঙ্গালুরু থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতে বড় আন্তর্জাতিক ইভেন্ট আয়োজন করতে পারবে না এই মাঠ।

সব মিলিয়ে, একদিকে আইপিএল জয়ের ঐতিহাসিক আনন্দ, অন্যদিকে মালিকানা বদল নিয়ে বিতর্ক ও পদপিষ্টের ট্র্যাজেডি, আরসিবি এখন আলোচনার শীর্ষে। তবে ললিত মোদির কথায় স্পষ্ট, আরসিবির ব্র্যান্ড ভ্যালু কেবল সময়ের সঙ্গে আরও উজ্জ্বল হবে, আর সমর্থকদের জন্য নতুন উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে যেতে চাইছে ফ্র্যাঞ্চাইজি।

শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: এএফসি ওমেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২০২৫-২৬-এর প্রিলিমিনারি স্টেজে গ্রুপ ‘ই’ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল এফসি দলকে শুভেচ্ছা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং ক্রীড়ামন্ত্রী। রবিবার ন্যাশনাল স্পোর্টস কমপ্লেক্স কম্বোডিয়ায় গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল এফসি (ভারত) এবং কিটচি এসসি (হংকং)-এর মধ্যে খেলা ১ -১ গোলে অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। ইস্টবেঙ্গল এফসি-র গোলদাতা সঙ্গীতা বাসফোর। দুই ম্যাচে চার পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে থেকে ইস্টবেঙ্গল এফসি এএফসি ওমেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্বে অনেকটা সুবিধাজনক জায়গায় পৌঁছে গেল।

একসঙ্গে আর নয়, দুবাই যাত্রায় রীতি ভাঙছেন ইন্ডিয়ার তারকারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: এশিয়া কাপকে ঘিরে ভারতীয় ক্রিকেট দলে উত্তেজনার পারদ চড়ছে। সামনেই মরসুমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই টুর্নামেন্ট, যেখানে ভারতের প্রথম বড় চ্যালেঞ্জ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। তবে এ বার প্রস্তুতি এবং সফরসূচিতে দেখা গিয়েছে কিছুটা ভিন্নতা। সাধারণত, বিদেশের মাটিতে কোনও টুর্নামেন্টে অংশ নিতে গেলে ভারতীয় দল একসঙ্গে বিমানে চড়ে যায়। কিন্তু এবারের এশিয়া কাপে তা হচ্ছে না। খেলোয়াড়দের সুবিধার কথা ভেবেই আলাদা আলাদা শহর থেকে দুবাই পৌঁছনোর অনুমতি দিয়েছে বিসিসিআই।

বোর্ডের এক কর্তা জানিয়েছেন, ৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার মধ্যেই সমস্ত ক্রিকেটার দুবাইয়ে পৌঁছে যাবেন। এরপর ৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে চার দিনের প্রস্তুতি শিবির। স্থান হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে আইসিসি অ্যাকাডেমি। প্রস্তুতি সেরে ১০ সেপ্টেম্বর ভারত মুখোমুখি হবে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে। তারপর ১৪ সেপ্টেম্বর মহারণে নামবে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের সঙ্গে। ১৯ সেপ্টেম্বর ওমানের বিপক্ষে তৃতীয় ম্যাচ খেলবে মেন ইন ব্লু।

এশিয়া কাপের দল নির্বাচনের পর থেকেই একরাশ বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন বাদ পড়া খেলোয়াড়দের নিয়ে। তবুও টিম ইন্ডিয়ার জার্সিধারীরা সব ভুলে মাঠে সেরা পারফরম্যান্স দিতেই চাইবেন। এদিকে, শুভমান গিল কিছুদিন আগে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু শারীরিক সমস্যার পরও বেঙ্গালুরুতে অনুশীলন করেছেন এবং দুবাইয়ে দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত।

যদিও মূল দলের ১৫ জন ক্রিকেটার দুবাই পাড়ি দিচ্ছেন, কিন্তু পাঁচ জন স্ট্যান্ডবাই ক্রিকেটার থাকছেন ভারতে। তাঁরা হলেন যশস্বী জয়সওয়াল, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, ওয়াশিংটন সুন্দর, রিয়ান পরাগ এবং ধ্রুব জুরেল। যেহেতু দুবাই ভারতের কাছাকাছি, তাই জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হলে খুব দ্রুতই স্ট্যান্ডবাই খেলোয়াড়দের ডেকে পাঠানো সম্ভব হবে। এই কারণেই মূল দলের সঙ্গে তাঁদের না-পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিসিআই।

দল আলাদা আলাদা করে গেলেও বোর্ডের দাবি, এতে কোনও অসুবিধা হবে না। বরং ক্রিকেটাররা নিজেদের শহর থেকে যাত্রা করলে সময় এবং পরিশ্রম দুইই বাঁচবে। পাশাপাশি যাতায়াতের চাপও কম পড়বে। মূল উদ্দেশ্য হল খেলোয়াড়দের সুবিধা দেওয়া, যাতে তাঁরা ফুরফুরে মন নিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করতে পারেন। এশিয়া কাপ সব সময়েই ভারত-পাকিস্তান ম্যাচকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না। তাই প্রথম ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে নামলেও সমর্থকদের চোখ থাকবে ১৪ সেপ্টেম্বরের লড়াইয়ের দিকে। এই ম্যাচের ফলাফলই ভারতের টুর্নামেন্টের ভবিষ্যৎ দিক অনেকটাই নির্ধারণ করবে। সব মিলিয়ে, এশিয়া কাপের জন্য ভারতের সফরসূচি এবং প্রস্তুতির কৌশল এবার একটু অন্য রকম হলেও লক্ষ্য একটাই, দুবাই থেকে ট্রফি নিয়ে ফেরা। এখন দেখার বিষয়, এই পরিকল্পনা মাঠে কতটা কাজে দেয় এবং ভারতীয় দল সমর্থকদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে কি না।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

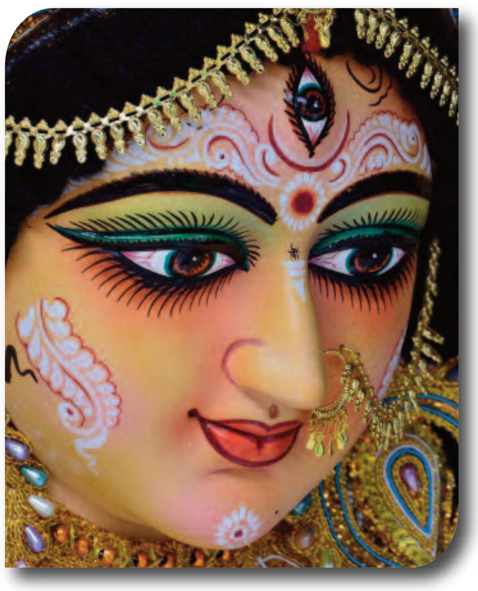

আরোগ্য

মাত্র ১০ বছর পরেই এআই দিয়ে কমানো যাবে বয়স !

বার্ধক্য নিয়ে ভাবতে হবে না মানুষকে। ঘুরিয়ে দেওয়া যাবে বয়সের চাকা। বৃদ্ধ থেকে ফির তরুণ হতে পারবে মানুষ। এহেন চিরযৌবনের আশা মানুষের বহু কালের। কিন্তু সে আশা কল্পনা হয়েই থেকে গিয়েছে। বাস্তবে রূপান্তরিত হয়নি কোনদিন। এবার কি বিজ্ঞানের হাত ধরে সম্ভব হবে সেই অসম্ভবও? প্রশ্ন তুলে দিলেন মার্কিন বিজ্ঞানী দেরিয়া উনুতমাজ।

পেশায় ইমিউনোলজিস্ট দেরিয়া। অর্থাৎ মানব শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিয়ে গবেষণা করাই তাঁর কাজ। সম্প্রতি একটি পডকাস্টে চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে দেরিয়া এমন কিছু কথা বলেন, যা রীতিমতো ভাইরাল হয়ে গিয়েছে সমাজমাধ্যমে।

ওই পডকাস্টে বিজ্ঞানী বলেন, তদয়া করে আগামী ১০ বছরের মধ্যে মারা যাবেন না। দয়া করে এই একটি দশক বেঁচে থাকার চেষ্টা করুন। কারণ, আগামী ১০-১৫ বছর যদি আপনি বেঁচে থাকতে পারেন তাহলে, আপনার আয়ু আরও অন্তত ৫০ বছর বেড়ে যাবে।দ

তিনি দাবি করেন, আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই বয়স বাড়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা গড়ে তুলতে পারবেন বিজ্ঞানীরা এবং তার সমাধানও খুঁজে পাওয়া যাবে অচিরেই।

তাঁর কথায়, তআমরা এমন একটি সময়েকালে রয়েছি যেখানে একথা বলাই যায় যে, মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রথমবার, বয়সের চাকা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।দ

তিনি দাবি করেন, তআমরা অবশ্যই বার্ধক্যের প্রক্রিয়াটিকে উল্টোপথে নিয়ে যেতে পারি।দ তাঁর আরও দাবি আগামী সময়ে বিজ্ঞানীরা ১০০ কিংবা ৮০ বছর বয়সী বৃদ্ধদের ২০ বছরের যুবককে পরিণত করতে পারবেন। এই গোটা বিষয়টি মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটি বৈপ্লবিক সন্ধিক্ষণ হয়ে থাকবে, সভ্যতার বিকাশের পর এত বড় ঘটনা আগে ঘটে নি বলেই তাঁর। স্বাভাবিকভাবেই এই দাবি ঘিরে ভ্রু কুঁচকেছেন অনেকে। বিষয়টি নিয়ে তিনি নিজেও অবগত বলে জানান বিজ্ঞানী। বলেন, তআমি বহু বছর ধরে এই বিষয়টি নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) আসার পর সত্যি সত্যি এরকম অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটা সম্ভব।দ দেরিয়া জানান, আমেরিকার কানেক্টিকাটে জ্যাকসন ল্যাবরেটরীতে অধ্যাপনা করেন তিনি। সেখানে এই বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা হচ্ছে। চ্যাটজিপিটির নির্মাতা সংস্থা ওপেন এ আই এর সঙ্গে কাজ করছেন তাঁরা। আর তাতেই মিলেছে অভাবনীয় সাফল্য। বিজ্ঞানী জানিয়েছেন অত্যাধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে ডিএনএ এবং প্রোটিনের অনুর গঠন সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাচ্ছে। এই ভাবে এগোলে কিছুদিনের মধ্যেই মানবদেহের বিপাকহার নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি আয়ত্তে চলে আসবে বিজ্ঞানীদের। ফলে বিভিন্ন অঙ্গের বয়সজনিত ক্ষয় রোধ করা যাবে এবং সেগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা যাবে। বয়সের চাকা উল্টো দিকে ঘোরানোর সেটাই হবে প্রথম পদক্ষেপ।

ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজিস্টদের ছোট করে দেখা অসংলগ্ন মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ

শুভজিৎ বসাক

লেখার শুরুতেই বলে রাখা ভালো যে যারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষিত হয়ে আধুনিক স্বাস্থ্য পরিসরে উপযোগী ভূমিকা পালনে সহায়ক তাদের মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট বলা হয় এবং এখনও স্বাস্থ্য পরিসরে সার্বিক স্তরে অনুচিৎ ভাবে উচ্চারিত টেকনিশিয়ান বলতে বোঝায় যারা প্রয়োজনের তাগিদে কোনওমতে দেখে দেখে বিশেষ অধ্যয়ন ছাড়া বা অধ্যয়ন পেলেও তার অগভীর তলের ওপর ভর করে কোনওমতে দায়সারা ভাবে কাজ করার জন্য নিয়োজিত। বলাইবাহুল্য, আধুনিক স্বাস্থ্য পরিসরে সার্বিক স্তরে মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের নিয়োগ বরাদ্দ হয়েছে, টেকনিশিয়ান পদের গুরুত্ব নেই বা প্রশিক্ষিত মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের প্রতি তার উচ্চারণ প্রথাও ভুল বার্তা বহন করে।

সম্প্রতি রাজ্য স্বাস্থ্য নিয়োগ বোর্ডের তরফে বেশ কিছু মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট ক্যাডারে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলেও বিপত্তি ঘটেছে অপারেশন থিয়েটার এবং ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজিস্টদের নিয়োগ নিয়ে কারণ এই দুটোতেই শুধুমাত্র সংরক্ষণ বিভাগে নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। এই নিয়ে স্বভাবতই হতাশার রেশ এসেছে অসংরক্ষিত বিভাগের এই দুই পরিসরের কর্মযোগ্য প্রার্থীদের মধ্যে এবং তার মধ্যে তাদের উদ্দেশ্যে কেউ বা কারা রটিয়েছে যে অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টদের নিয়োগ আরও বেশি পরিমাণে করা উচিৎ কারণ তারা ওটি সহ ক্রিটিক্যাল কেয়ারের মত অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগেও পারদর্শীতার পরিচয় বহন করছে। এমন বক্তব্য সত্যিই নিজেকে বড় করে দেখাতে গিয়ে বৃহত্তর পরিসরে অচিরেই নিজ ক্যাডারটিকে গুরুত্বহীন করে তুলছে সেটা বিবেকবানদের বুঝতে হবে।

বলাইবাহুল্য, রাজ্যে অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজি বিভাগের মতোই ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজি বিভাগেও শুধুমাত্র স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সরকারি ও বেসরকারি প্রায় ২২টি কলেজে এবং হাসপাতালে ৪৩৯টি সিটে গ্র্যাজুয়েশন পড়তে

প্রতিবছর শিক্ষার্থীরা আশা নিয়ে ভর্তি হয়। একইসাথে স্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টিতেও ডিপ্লোমা পরিসরে প্রায় সমস্ত সরকারি ও নামজাদা বেসরকারি হাসপাতালে আনুমানিক সমসংখ্যক শিক্ষার্থী প্রশিক্ষিত হতে ভর্তি হয় এবং রাজ্যে গত ২০২১ সালের পরে এই এত বড় নিয়োগ হতে চলেছে অর্থাৎ ২০২১-২৪ এই চার বছরে প্রশিক্ষিত ৩৫১২ জন ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজিস্টরা থাকতে সেদিক থেকে বিচার করে উক্ত প্রচারিত বক্তব্য সত্যিই বিচারহীন মানসিকতাকে তুলে ধরে।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজিস্টদের বিভিন্ন রোগভিত্তিক আধুনিক মেডিসিনের সাথে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর স্বাস্থ্য পরিসর সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করা হয় যা অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টদের আওতাভুক্ত নয়। তাই মুমূর্ষু রোগীকে স্থিতাবস্থায় ফেরাতে অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের দলে একজন অভিজ্ঞ ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজিস্টের ভূমিকা অনবদ্য ভূমিকা পালন করে। আবার অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টদের আওতাভুক্ত অপারেশনে প্রযোজ্য অজ্ঞান বিষয়ক ও রোগীর শল্য চিকিৎসা সংক্রান্ত নানা খুঁটিনাটি জানতে হয় যা ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজিস্টদের অজানা, তাই এই দুটি পরিসরকে মিলিয়ে দিলে সেটা স্বাস্থ্য পরিসরেরেই ক্ষতি সাধন করে। অতএব সার্বিক দিক পর্যবেক্ষণ করে বলতেই হয় প্রশিক্ষিত মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের আওতার বাইরে অন্য পরিসরের টেকনোলজিস্টদের কাজ করার কথা বলে তাদের নিয়োগ বৃদ্ধির কথা বলে উৎসাহ প্রদানের চেয়ে বিভ্রান্তই করা হয় বেশি যা মূলতঃ টেকনিশিয়ান পদে নিযুক্তির মত মানসিকতা বিস্তার করে কারণ পর্যাপ্ত জ্ঞানবিহীন হয়ে অন্য পরিসরের কাজ কোনওমতে দায়সারা ভাবে উৎরে দেওয়া যায় কিন্তু ভবিষ্যতের নিরিখে ইতিবাচক ছাপ রাখা যায় না তাই অতীতে প্রচলিত থাকলেও রাজ্যে সেই পদে নিয়োগ আর বরাদ্দ নেই। বলাইবাহুল্য, আমাদের রাজ্যে প্রশিক্ষিত মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের নিয়োগ গ্রুপ বি পর্যায়ে চালু আছে যেখানে টেকনিশিয়ান পদটি গ্রুপ সি আওতাভুক্ত অর্থাৎ আরও পিছনের সারিতে নিয়োজিত হয় যাদের দিয়ে প্রয়োজনভিত্তিক এক্তিয়ার বহির্ভূত যেকোনও পরিসরের কাজ করানো যেতে পারে। সেদিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের সম্মান অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়াস করেছে যা বজায় রাখতে হবে প্রত্যেক নিজ পরিসরের মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের। তাই এমন স্পর্শকাতর বিষয়ে বক্তব্য রাখার আগে সবদিক বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয় তাতে অবিচ্ছিন্ন, অসংলগ্ন মতামত প্রকাশে সংযত হওয়া যায়। একথা সঠিক যে মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের পরিসরটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর স্বাস্থ্য পরিসরে ক্রমশঃ আধুনিকতার পাঠ নিচ্ছে একইসাথে বহুক্ষেত্রে নার্সিং বিভাগের সাথে তাদের মতের অমিলও বিস্তর আছে কিন্তু তারমধ্যে নিজের ক্যাডারকে বৃহৎ করে দেখাতে গিয়ে অন্যদের ব্রাত্য করে আখেরে নিজের ক্যাডারকে বৃহত্তর পরিসরে অসম্মানিত করার মত মানসিকতা থেকে সরে আসতে সকলের মধ্যে বিবেকবান মানসিকতার উপস্থিতি প্রয়োজন যার ভিত্তিতে পিছনের দিকে ছুটে চলা নয়, সামনের দিকে এগিয়ে চলা সম্ভব হবে।

গল্প

এবার পুজো মিথুশিলায়

পবিত্র চক্রবর্তী

ইতিমধ্যে ডা. চিন্তামণি ওরফে হরি'দাকে অনেকেই চিনে গিয়েছেন। যারা এখনও চেনেননি তাদের উদ্দেশ্যে এইটুকুই বলা যে, হরি'দা ভবঘুরে লেখকের মতোই ভবঘুরে বৈজ্ঞানিক। নিজের খেয়াল মাফিক আবিষ্কার করে চলেন। কোনও দলাদলি, কোনও প্রকার পা চাটাচাটি থেকে তিনি সহস্র হস্ত দূরে অবস্থান করে কাজ করে চলেন। অবিবাহিত এই খামখেয়ালি মানুষটি ইতিমধ্যে বেশ কয়েক হাজার আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত মিথুশিলা গ্রহে ঘুরে এসেছেন। শুধু ঘুরে এসেই ক্ষান্ত থাকেননি। বরং, ওখানকার প্রাণীদের মুখে ফুটিয়েছেন ভাষা। প্রাণে বুলিয়েছেন আবেগের জাদুকাঠি।

ঠিক এখানেই বলে রাখা ভালো আমাদের পরাণ পুরুত ইহলোক ত্যাগ করে ওখানেই দিব্যি মানিয়ে গুছিয়ে রয়েছেন। এ খবরটা শুনে আমার চোখ তো গোল! বলে কী হরি'দা! বৈকুণ্ঠ ধামে না গিয়ে মিথুশিলা!

এবারে কাজের কথায় আসি। এবছর বর্ষা কানামাছি খেলতে খেলতে বেশ দেরিতেই দক্ষিণবঙ্গের মাঠে-ঘাটে খেলা করেছে। শরতের আকাশ মাঝে-মধ্যে থোপা থোপা কালো মেঘে সেজে উঠেছে। শিউলির কুঁড়ি এখনও পুরোপুরি পাপড়ি মেলে ধরেনি। এমন সময়ে হরি'দার ফোন,

— বলি আজকাল করছিসটা কী? সময় করে দু'-একদিনের মধ্যে আমার ভিটেয় পা রাখ, কথা আছে। এক নিঃশ্বাসে কথাটা শেষ করেই টুক করে ফোনটা কেটে দিলেন। বুঝতে পারলাম না এটা সাধারণ কুশল বিনিময় নাকি নির্দেশ! নির্দেশ ধরে নিয়েই পরদিন ভোর ভোর ট্রেন ধরে হাজির হলাম হরি'দার গ্রামের বাড়িতে। গেটের একধারে বড় বড় হরফে লেখা 'ডা. চিন্তামণি পাকড়াশি, বিজ্ঞান সাধক'।

আমাকে দেখেই একগাল হেসে জড়িয়ে ধরলেন। ঘরে বসতেই ভনিতা না-করে জিজ্ঞেস করলেন, কী কোনও প্ল্যান আছে নাকি পুজোয়? কোথাও বেড়াতে টেড়াতে যাচ্ছিস নাকি?

ছোট্ট করে, নাহ্ বলতেই চেয়ারের হাতলে থাপ্পড় মেরে বললেন, ব্যাস তাহলে আর চিন্তা কী, ঘুরে আসব আমাতে আর তোতে কেমন কি না। আমি ভ্যাবলার মতো তাকিয়ে আছি দেখে দাদা আরও উৎসাহে গলাটা একটু খাটো করে বললেন, — মিথুশিলায়। ওখানে দুগ্‌গা পুজো করব ভাবছি। পরাণ তো আছে...

আমার মুখ দিয়ে আর রা সরে না কথাটা শুনে। তবে যাব। মনকে একপ্রকার সায় করিয়েও নিয়েছি।

(২)

জেলি পোস্টের মাধ্যমে শরতের এক সকালে মেসেজ পাঠালেন হরি'দা। পরাণ পুরুত সেই মেসেজ পেয়ে বেজায় খুশি। তাও আবার আত্মা অবস্থায় পুজো করার সৌভাগ্য।

শারদের সূচনালগ্নে আমাকে নিউমা হোল্ডারে চাপিয়ে হুস করে নিয়ে যান মিথুশিলা গ্রহে। চোখের সামনে একে একে কত নক্ষত্র, আকাশগঙ্গা, ব্ল্যাকহোল পেরিয়ে যাচ্ছে। শেষমেশ নিউমা হোল্ডার এসে ঝুপ করে নামল মিথুশিলার মাটিতে। দাদার কাছে শুনেছিলাম এখানকার প্রায় সবকিছুই কমলা রঙের। কিন্তু, এখন অন্য। হরি'দা আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই বলে উঠলেন— শরতে এই গ্রহের আকাশ বরফ-সাদা আর মাটি ছাইয়ের মতো ধূসর। কনকনে ঠান্ডা হাওয়ার স্রোত বয় এখন।

আমি আর কী বলি! একচোখা অ্যাটল্যাস আর পরাণ পুরুত আমাদের রিসিভ করতে এসে গিয়েছে। এটল্যাস হরি'দাকে দেখেই গং গং করে চিন্তামণি ভাষায় জিজ্ঞেস করল, আপনাদের আসতে কষ্ট হয়নি তো?

অ্যাটল্যাসের পরিচয় অন্যখানে কোনও একসময় দেব ।

আমার ভ্যাবলামার্কা মুখ দেখে পরাণ পুরুত নিজের টিকিতে গিঁট মারতে মারতে বললেন— অবাক হয়ও না বৎস, এখানকার একচোখা মনিষ্যি আর মিথুশিলার পরিবেশ মিল্কিওয়ে দিয়ে ঘেরা তো তাই এমন কাণ্ড।

সেদিনই বিকালে আমি আর হরি'দা এদিক-ওদিক বেড়াচ্ছি। একজায়গায় হরি'দা থমকে দাঁড়িয়ে ধাঁই করে প্রস্তাব দিলেন— এই মাটি দিয়ে মূর্তি গড়তে হবে তোকে।

আঁতকে উঠলাম শুনে। ফাইন আর্টস নিয়ে পড়েছি ঠিকই কিন্তু এখানকার মাটির বিষয়ে কোনও আইডিয়াই নেই।

আমি বলে উঠলাম— ও হরি'দা এ কেমন কথা তোমার! কোনওদিন তো করিনি আগে ... তাছাড়া এ মাটি তো সে মাটি নয়... ইয়ে পৃথিবীর মাটি নয়...!

আমাকে একপ্রকার থামিয়ে দিয়ে দাদা বললেন— থাম তো বাপু। এ এমনকী মহান কাজ! আর তোরা ইয়াং জেনারেশন রিস্ক নিতে চাস না অথচ তোদের দেহের মধ্যে কৈ মাছের মতো কিলবিল করছে প্রতিভা...। আরে গাধা সুযোগ দিলাম কাজে লাগা ...।

(৩)

পরাণ পুরুত ইতিমধ্যে হরি'দার সবুজ সংকেত পেয়েই টিকি নাড়িয়ে, পৈতেতে আঙুল গলিয়ে মিথুশিলার দুই নক্ষত্র পালসার আর নিউট্রনের অবস্থান নির্ণয় করে পুজোর দিনক্ষণ ঠিক করে ফেললেন।

হরি'দার দিকে তাকিয়ে বললেন— ছ্যার হয়ে যাবে বুঝলেন কি না। মা তো সব্বলোকেই ঘোরাফেরা করেন। তবে...

হরি'দা উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তবে কী হে পুরুত?

— আজ্ঞে পৃথ্বী ভ্রমণ অন্তে দেবী হিমালয়ান ল্যাপার্ডে চেপে আসবেন এবং গমন করবেন।

আমি মুখ ফসকে প্রশ্ন করলাম, হিমালয়ান লেওপার্ড কেন? সিংহ ...!!

— আহা বৎস, পশু বলে কি মানুষ না নাকি! এখানে বড্ড ঠান্ডা তা তো বুঝতেই পারছ। সিংহ আনলে মা বিপদেই পড়বেন।

'অভয়ারম্ভ শুভায়ু ভবতু' মনে মনে ভেবে আমি লেগে গেলাম প্রতিমা নির্মাণে। হরি'দা ধারে-কাছে নেই। কোথায় গিয়েছেন কে জানে, হয়তো নতুন কোনও চিন্তা মাথার মধ্যে লাট্টুর মতো ঘুরপাক খাচ্ছে ।

অধিবাসের সকাল। মিথুশিলার চারপাশ জেগে উঠছে বিচিত্র সব মিষ্টি শব্দে। এখানকার অধিবাসীদের উৎসাহের অন্ত নেই। হবেই না বা কেন? ওদের মনে যে হরি'দার কৃপায় যান্ত্রিক মনোভাব হারিয়ে গিয়ে আবেগের মিশেল ঘটেছে।

দেবীর মুখ খুলতেই পরাণ পুরুত আঁ আঁ করে অজ্ঞান। আত্মাকে তো গঙ্গা জল দেওয়া যায় না আর এখানে গঙ্গাই বা কোথায়! তাই মিথুশিলার নীলচে বরফের হ্রদ থেকে কিছু বরফ গলা নোনতা জলের ছিটে মারতেই পুরুত জেগে ওঠে। আর কটমট চোখে আমার দিকে চেয়ে থাকে ।

এখানকার মাটি জমাট বাঁধে না তেমন। ফলে, দেবী দশভুজার দশ হাত তো দূর অস্ত নাক-মুখের অদ্ভুত এক্সপ্রেশন হয়ে গিয়েছে। তবে, অ্যাটল্যাস আর বাকি বাসিন্দারা বেজায় খুশি। হরি'দা 'সাব্বাস' বলে পিঠ চাপড়ে দিলেন।

(৪)

পরাণ পুরুতের গোমড়া মুখ আর সহজ হয় না। থেকে থেকেই বলেন, একি অনাসৃষ্টি ছ্যার! দেবীর অমন ঢল ঢল চাঁদপানা মুখ দেখে ছোট থেকে বুড়ো হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেছি! আর আত্মা হয়ে শেষে এই দেখতে হল?"

আমার মনের অবস্থাও তথৈবচ। যাওবা হরি'দা আশ্বাস দিলেন কিন্তু পরাণ পুরুতের মুখ দেখে ধারে কাছে ঘেঁষতে ভয় করতে লাগল। মরার পর ব্রহ্মশাপ লাগে কি না জানা নেই।

গোল বাঁধল মন্ত্র নিয়ে। আত্মার মুখে সংস্কৃত একদমই অশোভন, উচ্চারণও বের হচ্ছে না। সপরিবারা দেবীদুর্গা পুজো না-পেয়েই পড়ে থাকেন। উপায়! হরি'দা কিন্তু নির্বিকার। বরং, মিটিমিটি হাসছেন আর ঘুরছেন ফিরছেন ।

আমি থাকতে পারলাম না। শত হোক আমি ছাপোষা বাঙালি। ভয়টা আগে ঘাড়ে চাপে। দাদার কাছে মিনতির স্বরে বললাম— দাদা কিছু একটা করুণ। না হলে মিথুশিলা রসাতলে যাবে যে ।

দাদা খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে হনহন করে হেঁটে গিয়ে পুরুতের কানে কী বেশ বলতেই পরাণ পুরুতের মুখে চওড়া হাসি দেখা দিল।

আকারে ইঙ্গিতে এটল্যাস কিছু বলতেই সে বার কয়েক গোল পানা মুখ নাড়িয়ে লাইম নামের এক স্পেস স্কুটারে বসে সোঁ সোঁ করে পাড়ি দিল ।

হরি'দা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন— প্রবলেম সল্‌ভড বুঝলি। দেবতারা মর্ত্যের মতো এই ব্রহ্মাণ্ডেও গঙ্গার অন্য উৎস রেখেছেন।

মিনিট পনেরোর মধ্যে এটল্যাস হাজির। কথামতো পরাণ পুরুত আকাশগঙ্গার জলপূর্ণ পাত্তর নিয়ে হাজির।

দেখি হরি'দা কোটের পকেট থেকে একটা ইঞ্চি দু'য়েকের শিশি বের করলেন। ভিতরে গাঢ় লালচে হলুদ রঙের তরল। আমার দিকে ভ্রূ নাচিয়ে বললেন— এটা হল আমার নতুন আবিষ্কার, নাম স্বর্ণকান্তি।

কয়েক ফোঁটা স্বর্ণকান্তি তরল মিশিয়ে দিলেন। পুরুত, অ্যাটল্যাস-সহ বাকিরা চরণামৃতের মতো তা খেতেই অবাক কাণ্ড! পুরুতের মুখে আওয়াজ নেই। কিন্তু, সারা মিথুশিলার আকাশবাতাস জুড়ে ধাতব শব্দ একটানা বেজে যেতে লাগল বেশ কিছুক্ষণ ধরে। মনের হাল বুঝতে পেরে হরি'দা বললেন— ওটা হচ্ছে মনের ভাষা। 'মন্ত্র' মানে, মন তোর অর্থাৎ মন যে ভাষায় ডাকতে চায়। না মানে বুঝে বলার চেয়ে মনের অনুভূতি বোঝার জন্য দিয়েছিলাম আমার নতুন আবিষ্কারের নমুনা প্রুনাস্ ডোপাসিস্। আমন্ড থেকে তৈরি এই ওষুধ আমাদের মাথার ফ্রন্টাল লোবকে অনুভূতির ভাষা বোঝাতে সাহায্য করে, ঈশ্বর সব ভাষা না বলা ভাষাও বুঝতে পারেন বুঝলি।

বুঝলাম দাদা জিনিয়াস। সত্যি তো মনের ভাষা, আবেদনই তো আসল। কিন্তু, মূর্তির ওই রূপ তার কী! পরাণ পুরুতের মনে হয় বোধোদয় হয়েছে। আমার পাশে এসে বলল— বাছা, দেবীর রূপ তো কাল্পনিক। তাঁর আসল রূপ কী আমরা কেউ জানি! আনন্দ কর হে আনন্দ... মিথুশিলায় প্রথম দুগ্‌গা পুজো। ■